আসল

বিদ্যাসুন্দর

(গোপাল উড়ের যাত্রা সম্পূর্ণ)

শ্রীভুপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

মূল্য—৵০ আনা।
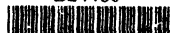
মুখবন্ধ।

জেলা হুগলী সিঙ্গুর সন্নিকট মল্লিকপুর নিবাসী মৃত ভৈরবচন্দ্র হালদার ১২৩০ সালে গোপাল উড়ের বিদ্যা সুন্দর যাত্রার গান নাটকাকারে বাঁধিয়া দেন; তাহার পূর্ব্বে ঐ যাত্রার কতক গুলি গান প্রচলিত ছিল, কিন্তু হালদার মহাশয়ের রচিত গানের মত সে সকলের তেমন প্রচলন ছিল না। হালদার মহাশয়ের গানের সুর সুমিষ্ট ও সহজ এবং ভাষা সরল, সাধারণে অনায়াসে বুঝিতেও গাইতে পারে, অধিকন্তু সকল গানের ভাষা খাটী বাঙ্গালা। অনেক গানে অনেক বাঙ্গালা বাদ ও পৌরাণিক বিষয় ও আখ্যায়িকা জ্ঞাত হওয়া যায়। আসল বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি পক্ষে ঐ সকল গানের ভাষা কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারে।

বট তলার গোপাল উড়ের বিদ্যা সুন্দর যাত্রা গানের বইতে অনেক ভুল দৃষ্ট হয়, হালদার মহাশয়ের রচিত নাটকের খাতা হইতে উক্ত মল্লিকপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর চক্রবর্ত্তী অবিকল নকল করিয়া লন এবং যত্নে রক্ষা করেন। উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনেক অনুসন্ধান, ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়া নকল খানি উক্ত চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে আনাইয়া সহজ সুরস সঙ্গীত ও কাব্য প্রিয় জনের চিত্ত বিনোদন জন্য মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। উক্ত বিশ্বম্ভর চক্রবর্ত্তী গোপাল উড়ের যাত্রায় মালিনী সাজিতেন। তাঁহার এখন ৮৪ বৎসর বয়স; এখনও বেশ নাচিতে গাহিতে সক্ষম।

ভাল জিনিষেরও অপব্যবহার হইয়া থাকে। যে বঁটীতে তরকারী কুটা তদ্দারা নরহত্যাও হইতে পারে। কেহ কেহ বিদ্যা সুন্দর যাত্রার

বিরোধী, কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধতার বিশেষ কারণ বুঝা যায় না ; গন্ধর্ব্ব ও স্বয়ম্বর বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে। রাজা বীরসিংহ ও যুবরাজ সুন্দর ক্ষত্রিয় ছিলেন। বিদ্যা সুন্দর মধ্যে উক্ত দুই প্রকার বিবাহের একপ্রকার বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছিল ; ভৈরব হালদার যাত্রা গানের একজন সামান্য বাঁধনদার মাত্র ছিলেন না, তিনি একজন প্রকৃত কবি ছিলেন আসল বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার বেশ দখল ছিল, অপিচ তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার রচিত বিদ্যা সুন্দর যাত্রা গানের বই খানি একখানি নাটক স্বরূপ। ভূপেন্দ্র বাবু তাহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া একটী ভাল কাজ করিলেন।

চুঁচুড়া
২১ শে আষাঢ় ১৩২০। শ্রীদীননাথ ধর।

ভুমিকা।

৺ভৈরবচন্দ্র হালদার হুগলী জেলার অন্তঃপাতী মল্লিকপুর গ্রামে বাস করিতেন। ১১৯৭ সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এবং কার্য্যোপলক্ষে ১২১৫ সালে কালিকাতায় বাস করিতে বাধ্য হন। তাঁহার বেশ রচনা শক্তিও বিশেষরূপ স্বরজ্ঞান ছিল। তিনি নিমকির দারোগা ছিলেন, এবং সৌহার্দ্দ্য সূত্রে ঝামা পুকুর নিবাসী ৺দীননাথ মিত্রের বাটীতে গমনাগমন করিতেন। তাঁহার ও সিন্দূরে পটী নিবাসী ৺কাশীনাথ মল্লিক মহাশয়ের অনুরোধে, তিনি ১২৩০ সালে বিদ্যা সুন্দর যাত্রাগানের প্রথম পালা রচনা করেন। কিছু দিন ঐ পালা সখের ভাবে গাইয়াছিলেন। তখন গোপাল উড়ে মালিনীর অভিনয় করিত। কালীঘাটে হালদার দিগের বাটীতে উক্ত পালার অভিনয় কালে গোপাল গোপনে কিছু টাকা গ্রহণ করে, ইহাতে উক্ত মিত্র ও মল্লিক মহাশয়েরা ৺ভৈরব হালদার মহাশয়কে লাভের কিয়দংশ প্রদানের অঙ্গীকারে বাধ্য করাইয়া গোপালকে পেসাদারী ভাবে ঐ পালা গাইতে অনুমতি দেন। হালদার মহাশয় ২য় ৩য় পালা ঐ সময়ে রচনা করিয়া দেওয়াতে গোপাল ঐ সমুদয় পালা কিছু দিন খুব ধূমধামের সহিত গাইয়াছিল, পরে কার্য্যোপলক্ষে হালদার মহাশয় বিদেশে থাকিতে বাধ্য হওয়ায় কাশীনাথ ধোপা ঐ পালার দলের অধিকারী হইয়াছিল। কাশীনাথ বেলিয়া ঘাটা নিবাসী উমেশচন্দ্র মিত্রের সহযোগে দলটী বজায় রাখিয়াছিল। তাহারা কৃষ্ণ অধিকারীর কালীয়দমন যাত্রার দল হইতে ভোলানাথ দাসকে আপনাদের দল ভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। কাশীনাথের লোকান্তর প্রাপ্তির পর উমেশ ও ভোলানাথ কর্ত্তৃক

দলটী সংরক্ষিত হয়। তখন রূপ চাঁদ বৈষ্ণব মালিনীর অভিনেতা ছিল। রূপ চাঁদের পরে মল্লিকপুর নিবাসী বিশ্বম্ভর চক্রবর্ত্তী উক্ত দলে মালিনীর অভিনয় কার্য্য বহুদিন অতি প্রশংসার সহিত নির্ব্বাহ করেন। তদনন্তর উমেশ ও ভোলা নাথের মধ্যে মনোমালিন্য বশতঃ দুইটী দল হয়। এক্ষণে কেবল ৺ভোলানাথের পুত্র গগণচন্দ্র দাসের দল বর্ত্তমান।

বিদ্যা সুন্দর যাত্রা গানের বহি যাহা এক্ষণে নানা আকারে বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে তাহা উক্ত হালদার মহাশয়ের রচিত আসল গানের বইয়ের সংস্করণ নহে, ভিন্ন ভিন্ন রচয়িতার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের রচিত গানের সহিত মিশ্রিত হইয়া আসল গানের অনেক পরিবর্ত্তন ও অতিরঞ্জন হইয়া গিয়াছে; তাহাতে মূল পালার কোনরূপ শ্রীবৃদ্ধি বা ভাষা সুললিত হইয়াছে এমন বুঝা যায় না। প্রত্যুতঃ ভুল, অন্যায় নকলের দ্বারা আসলের ভাবলালিত্য লোপ পাইতে বসিয়াছে। বিদ্যা-সুন্দর আদিরসাত্মক হইলেও ভক্তিরস সংযুক্ত হওয়ায় এবং সরল ও স্থানে স্থানে দ্ব্যর্থ শব্দ বিন্যাসে, রচনা নৈপুণ্য ও ভাব মাধুর্য্যের জন্য সভ্য ভদ্র সমাজে নিন্দনীয় না হইয়া বরঞ্চ বিশেষ সমাদরের সহিত এখন পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়া আসিতেছে। ভবিষ্যতে যে ঐরূপভাবেই গৃহীত হইবে, এমন আশা করা যাইতে পারে। অধিকন্ত অনেক নূতন নূতন ভাবে ঐ পালার সৃষ্টি হইয়া উহার প্রতিযোগিতায় পরাজয় প্রাপ্তে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাত্রা থিয়েটার ইত্যাদিতে নব নব ভাবের নূতন নূতন পালা যাহা অধুনাতন প্রবেশ করিয়াছে হালদার মহাশয়ের রচিত বিদ্যাসুন্দরের পালার নিকট স্থান পায় নাই। অন্য সব অভিনয় দুই একবার দেখা শুনায় পুরাতন হইয়া যায়, পুনরায় তাহার নূতন সংস্করণ না হইলে আর দর্শন ইচ্ছার

প্রবলতা থাকে না, কিন্তু বিদ্যা সুন্দর একই ভাবে একই গানের সহিত প্রায় শত বর্ষ চলিয়া আসিলেও তাহা যখনই দেখা ও শুনা যায় তখনই নূতনের ন্যায় আনন্দ দায়ক হইয়া থাকে। অধিকন্তু উহার ভাব আবাল বৃদ্ধ বনিতার যে যেভাবে গ্রহণ করিবে সে সেই ভাবেই উহার ভাব সংগ্রহ করিয়া সন্তোষ প্রাপ্ত হইবে এজন্য উহা সকল লোকেরই মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। ইত্যাদি কারণে ইহা যে নাট্যপ্রিয় লোকসমাজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ গ্রন্থের আসল নষ্ট হইয়া না যায়, এজন্য আমি বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়া সাবেক দলের মালিনীর অভিনেতা শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে সাবেক আসল পালার অবিকল একখণ্ড নকল লইয়া বিশেষ যত্নের সহিত এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিলাম। ইহাতে নানা কারণে যে অর্থব্যয় হইয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিলে এই বহির বহুল প্রচার জন্য যে মূল্য ধার্য্য করা হইয়াছে তাহা যৎসামান্য। এক্ষণে এই গ্রন্থ দ্বারা পাঠক দিগের আনন্দ লাভ হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীপ্রকাশক—

সূচীপত্র

অঙ্গ জ্বর জ্বর বিরহে তাহার ৩৩
অপরূপ রূপ সাগরে ডুবিল নয়ন ৫৯
অন্তরে থাকিলে ভেবে কিছু থাকে না অন্তরে ... ৭৯
অনেক আশা ছিল গো মনে এমন কে জানে ... ৯৬
অধরে অঞ্চল ঝাঁপিয়ে কেন লো প্রিয়ে ১০১
অবাক্‌ মুখে বাক সরে না কথা কব কি ১০৮
অঘটন ঘটাতে নাস্তী আমার সাধ্য নয় ১২৮
আমরা কুলের কুলনারী ৬
আহা কি বিধুমুখের মধুর হাসি ৮
আর কি পাব তেমন মনমত মালি ১৪
আপশোষে আর বাঁচিনে অভিমান রাখি এমন স্থান দেখি না ২২
আয় কে যাবি সই গো তোরা নগর-প্রেম বাজার ... ২৬
আমি রাজবাটীতে রে ফুল যোগাই কেমন করে ... ৩৮
আজ কেন এত রাগত আমার প্রতি ৪০
আমরি লাজের কথা বলব কি আর ৪২
আর কি সই যৌবনের গুমর আছে ৪২
আমার লঙ্ঘনায় প্রাণ গেল হ'ল হিতে বিপরীত ... ৪৩
আমি মরি যার মরণে আবার সে মারে তা সয় কি প্রাণে ৪৪
আপশোষে মরে যাই ৪৫
আমরা মরমে মরে আছি গো সজনি ৫১

আজ আসি রূপসি তবে আসব সময় পেলে ... ৫৩

আজ নলিনী ফাঁদে পড়েছে এবার ৫৯

আমার বাঞ্ছা পূর্ণ কর ৬৭

আমার নির্ব্বাণ অনল প্রবল করলে নয়ন মারুতে ... ৭১

আজু মাড়া হিয়া গেরে শুনাদে যোগী মেরো ... ৯০

আমার ঐ খেদে প্রাণ কাঁদে ৯৫

আমার সাধে বিবাদ ঘটিল ভাগ্যে ৯৬

আমার মন ফিরে দাও মানে মানে দেশে চলে যাই ... ১০৪

আমি কি মন রাখতে পারি তোমার মনের মত ... ১০৮

আমার কি ভরসা তাতে হয় সে তেমন নয় ... ১১৯

আমি আপনার বুদ্ধে মরি তরি ১৩০

আমরা কি অপরাধের অপরাধী ১৪৬

আন গো সহচরি বিষ খেয়ে মরি ১৫৪

আগে না ভাবিলে ভেবে কি হবে এখন ১৫৪

আয় আয় সোণার পাখী ১৬১

আমার কথাতে কি কাজ ১৬৬

উঠ গো প্রেম নগরবাসী সকলে ১৫৯

এ কি ফুল ফুটেছে মজার তারিপ বহবা রে বাহোয়া ... ১৫

এ’ হ’তে কি অধিক স্থান আর আছে ত্রিভুবনে .. ২৩

একলা যেতে মন সরে না উদাস করে প্রাণ ... ২৬

এ কি পাপ ছেঁড়া ল্যাটা পরের সঙ্গে লেনা দেনা ... ২৭

এ তো মালা তোমার গাঁথা নয় ৪৪

এ কে কল করেছিস ফুলে ৪৮

এ কি কল বল করেচিস্ কি ফুলে ৪৯

এনে দে বিনোদে আমার করগ এই উপকার	...	৬১
এমন সাধ্য আছে কার ...	... ...	১২৭
এখনও উপায় আয়ি, কর তারে আনিতে	...	১২৮
একটু ভয় রাখ না মনে ...	... ...	১২৯
এ আবার কি হল ঠাকুরঝির	.. ...	১৪১
এ কি পোড়া কপাল আমার	...	১৪২
এ কেমন ব্যাধি জন্মিল ...	... ...	১৪৩
এবার হইলে দেখা তাহারই সনে	... ...	১৪৪
এবার প্রাণ দিয়ে প্রাণ বাঁচাও	... ...	১৪৭
এই সুড়ঙ্গে সোণার অঙ্গ পতন হয়	... ...	১৪৯
এই অপরাধ হয়েছে যা করেছি ঝকমারি	...	১৬৫
ঐ দাঁড়ায়ে সই গো তোমার আশার আশা চাঁদ	...	৫৭
ঐ কে এল কে এল ও যার রূপে করে ভুবন আলো	...	৬৯
ঐ পোহাল রূপসী নিশি ...	... ...	১১০
ঐ মাসী উদাসী করে মজাবার মূল	... ...	১৬১
ওগো চিন্তা কি বল শুনি ...	... ...	৯৭
ওগো যদি কুল দেন কুলকুণ্ডলিনী	... ...	৯৯
কত সব এ যাতনা তোর ...	... ...	৪০
কর যুবতী হইতে নিত্য নিত্য বাসনা	... ...	৪১
কর ত্বরিত উচিত বিহিত উপায় ইহার	... ...	৯৭
কথা শুনে সরমে মরে যাই ছি ছি কি বালাই	...	৯৮
কইতে দুঃখের কথা প্রাণ কেঁদে উঠে	... ...	১০১
কর যদি এই উপকার আমার	... ...	১১৬
কর প্রবীণে নবীনে হতে আরও বাসনা ...	...	১২৬

কত নাচ গো রণে মা … … … ১৮২
কাজ কি লো তোর ফুলে … … ১২৪
কাট মাথা মহারাজ তাতেও ক্ষতি নাই … … ১৬৯
কি দেখালি উদাস কল্লি প্রাণ হরে নিলি জ্ঞান … ৪৫
কি হল কি করেছ বল … … ৫৪
কি হবে কি হবে আমি উপায় পাইনা ভেবে … ৭৭
কি বলি ফুটে দম ফাটে মরি প্রাণ যায় … … ১০২
কে জানে জননী তোমার অপার মহিমা ওগো মাতঃ গঙ্গে ১
কে এমন সাধে সাধিল বাদ পাইবে কি অপরাধ … ১৩
কেন কর এত অত্যাচার কি মনস্তাপে … … ১৫৯
কেন জয়া হল মম মন উচাটন … … ১৭৬
কোথা গো রাজকন্যে তোর জন্যে ভেবে বাঁচিনে … ৩৯
কোথায় গো ডাকিনী শাকিনী ভৈরবী ভবানী … ১৭৬
গত নিশি নিশি জাগরণে … … … ৮২
গা তোল গা তোল ধনি রজনী পোহাইলে … ৭৯
গায়ে হাত দিওনা প্রাণ নাথ … … ১৫৭
গোপনে মন মজালে তিলাঞ্জলি দিয়ে কুলে … ৬০
ঘরে বাসা দিয়ে তোরে কত বা লাঞ্ছনা হ'ল .. ১৬০
চল গো চল ঘরে ফিরে চল … … ১০
চল চল রসময় দুঃখিনীর ভবনে … … ২১
চল চল গুণমনি ভ্রমরে না হেরে আছে কাতর … ৫৫
চলিল সুন্দর অতি মনোহর সাজিয়ে … … ৬৬
চল চল এখনি যাব আমাদের মহারাণীর নিকটে … ১৪০
চেয়ে দেখ গো বকুল মূলে … … ৭

ছাড়া নহে কদাচন মাসী বিদ্যাসুন্দর দুই জন ... ১৩৬
ছি ছি এমন কথা কেন বল্লে ১৩৫
ছি ছি ছি ঠাকুর জামাই কল্লে কি ১৫৭
জয় দে গো মা কালী ৬৭
জানি যত ভালবাস কেন শঠতা প্রকাশ ১৩০
জানি নাই চিনি নাই কভু দেখি নাই নয়নে ... ১৬৪
তবে চিন্তা কর কেন ১৩৬
তারি মনোমত গাঁথ গাঁথ ফুলহার ৩৬
তার বরণ কেমন সেই বা কেমন পুরুষ সুন্দর ... ৪৯
তাতেই নিষেধ করি যাদুমণি ১১৩
তাই তোমায় জিজ্ঞাসী মাসী, উদাসী কি ভেবে ... ১৩২
তাই ভাবি গো সজনি ১৩৮
তুমি হিতাশী মাসী তোমায় কিসের অপ্রত্যয় ... ৩০
তুমি কি পারবেহে গুণের গুণমণি ৩৪
তুমি যোগী কি প্রকৃত বৈরাগী ৮৬
তুমি শঠ সে লম্পট ভাল মিলেছে দু'জনে ... ১২৯
তোরা বলিস্‌তো আমি তা'রে আনৃতে যাই ... ৫১
তামার আশায় এই চারি জন ৭৩
তোরা সব জল সইয়ে নে ৭৮
তোরা সব উলুধ্বনি দে ৭৯
তোমার এই হল কি শেষে ৯৪
তোমার চরিত্র চিন্তে পারা ভার ১৩৪
তোমার বরপুত্র সুন্দর গিয়ে বর্দ্ধমানে ১৭৬
দিন দিন গাঁথ ফুলহার ৩৫

দিও হার তার করে তুটো বিনয় করিয়ে ৩৮
দিতে যে বসেছেরে প্রাণ তার কিসের মরণের ভয় ... ৭০
দিলি জন্ম জ্বালা আমার মর্ম্মে ১১৭
দেখে হাট না লাগে কপাট মনেরই তুয়ারে ... ২৬
দেখ দেখ রেখ প্রেম অতি হে গোপনে ৮১
দেখরে প্যেয়ারে ক্যায়সে মেরে আজ ভালা যোগী ... ৮
দেখ ভূপ রূপ নিরুপমা শ্যামা ১৭৯
ধ'রেদে ধ'রেদে প্রাণসখি ঐ কার প্রেম পাখী ... ১০
নমঃ নমঃ গুরুদেব চরণে স্মরণ ২
নয়নে নয়নে বয়ান হেরে প্রাণ বাঁচে কি করে ... ৭৪
নলিনী কঠিন হয় হয় কি সাধ করে ১৫৬
নাতনি এ হ'তে কি আছে ৬২
নারায়ণ নর এশ সখিয়া অঘটন বিনা রহা নাহি যায় ... ৮৭
না বুঝে কেন মন মজালে ১১৪
না হ'তে মিলন কেন বাড়ালে যাতনা ১১৫
না জেনে না শুনে জলন্ত আগুনে ১১৫
নূতনে যেমন মন প্রফুল্লিত হয় ১০৪
পরের মন সে আপন আপন কেমন করে বুঝবে ... ৩৪
প্রঘট শ্রীচৈতন্য দেব দেব নদীয়া নগরালী ... ৮৫
প্রয়োজন আর নাইকো ফুলে ১২১
পাই যদি সই ঐ নাগরে বাসনা তা বলব কারে ... ৮
পাব গো কি করে তা'রে কোন সঞ্চারে ৩৪
পারি যদি দেখবো মন তার বুঝিয়ে ১১৮
পার যদি যৌবন সঙ্কটে বাঁচাতে ১২৮

পুরুষ নারী নাশক বিশ্বাস ঘাতক ক্রুর কুটিল প্রাণ … ১০৬

পুরুষের স্বভাব হে ভাব হয় নয় … … ১০৭

প্রেমের এই কয় নিশানা … … … ৫৫

প্রেমের ভাবে ঢলাঢল হ'ল হতবুদ্ধি বল … … ১৩৭

পোড়া পণ করে কি প্রমাদ হল সই … … ৯৪

ফণীর মাথার মণি চুরি করবে … … ১১৩

ফুল নে গো রাজনন্দিনী … … … ৩৯

বলে না জানালে কে জানিবে কিসে জানিবে দুঃখানলে ১৯

বলি তারে উপকারে যদি আসে … … ১৯

বলি কে তুমি কি ছলে … … … ৭০

ব'ল না যাই যাই যাই … … … ১০৯

বড় লজ্জা করে পাড়ায় যেতে … … ১১১

বল তারে কথায় রথব কত টেলে … … ১১১

বদন তোল বিধুমুখী আড়নয়নে ফিরে চাও … ১৫৬

বাগান গেল যোগান দিই কিসে মরি মনের আপশোষে ১৩

বাসনা অন্তরে নাতিন্‌কে নে … … ৪৭

বার্ বার্ আনা গোনা, … … ১১৭

বিদেশী তুমি কে এ' বয়সে এমন বেশে কোথায় কি জন্যে ১৮

বিধুমুখী বদন তুলে চাও … … … ৮০

বিষম বিষম চিন্তে ভেবে প্রাণ যায় মরি হায় হায় … ৯০

ভয়ে কাঁপেরে বুক দেখরে শুক সাবধানে রইও … ৬৬

ভব কৃপয়া সদয়া গো অভয়া অম্বিকে … … ১৫৫

ভব শিব অধমে কৃপয়া সদয়া … … ১৮১

ভাঙ্গা বাগান যোগান দেওয়া ভার ফুলে নাই বাহার … ১২

ভাল ভাল বাসা জানালে আপনার তাই বলে ... ৪৮
ভাল ভালত ঝকমারি ৪৯
ভাগ্যে এমন হবে জানি না আগে ৯৮
ভাল সেবে ছিলে হর ১২৫
ভালত ঢলালি ঢলালি ও লো কুল কলঙ্কিণী ... ১৪৩
ভাবের অনুভবে বোঝ ১৬৬
ভুলব-না ভুলব-নারে আর পরের কথা শুনে ... ১৬১
ভুলিব কি করে তারে ভুলিব কি ক'রে ১৬৯
ভোর হইল রজনী ধনি ৮১
মন রইল রূপে ভুলে নয়ন ফিরবে কেমন করে ... ৯
মরে যাই প্রেম সারোবরে ভাসছে কমল জলে ... ১৬
মনের সাধ গেলনা হাটে করে হাট বেশাতি ... ২৭
মনের সাধে কি করে ৭৭
মনে ছিল যে বাসনা পোড়া কপালক্রমে তা'হল না ... ৯২
মরি শত্রু বাক্য বাণে যে দুঃখ হতেছে প্রাণে ... ৯৫
মরবো না হয় ধরবো এবার নবীন মন চোরে ... ১৫০
মরি মরি রূপের বালাই লয়ে ১৬২
মালিনী গো যদি তুমি কর উপকার একবার ... ৩২
মালিনী তোর রঙ্গদেখে অঙ্গ জলে যায় ১২১
মিছে ভাব অনিত্য নিয়ত সেই ভাবনা ৯৩
মিষ্টি হাসি দৃষ্টি ফাঁসি অবিশ্বাসী নারী ১০৫
যদি হয় আশার স্থসার আমার ১৮
যদি থাকে অভিমান করি মান বাড়াইতে মান ... ১৯
যদি বল বিধুমুখী থাকি নয়তো ফিরে যাই ... ৭১

যখন যেমন তখন তেমন মান অভিমান কি ... ১৫১
যা'ব কিনা যাব গো সই জলে দাঁড়িয়ে ভাববি কুলে ... ৭
যাব কেমন করে ঘরে ফিরে আর ৯
যাত্ব বিনা স্থতের মালা গাঁথা ৩৫
যাবে যাও সখা যাও হে তাহে কিছু ক্ষতি নাই ... ৮২
যা বল সকলই ভাল পুরুষে তা পারে ১০৫
যাত্ব আমা হতে তা হবে না ১১৬
যাগো মাসি একবার রসবতী বিস্থালয়ে ১১৮
যাই দেখি দেখি পারি কি না পারি ১১৮
যাবনা যাবনা মালঞ্চে এমন করে তুসন্ধে কি প্রাণ বাঁচে ১১৯
যা থাকে কপালে মাসী কাশী যাই চলে ১৩৩
যেমনে ভুলালে আমার মন কই তেমন তোমার মন ... ১০০
যোগী যোগী একবাৎ জুদা সমরে হর হর রাম ... ৮৮
যো দিন দিয়া সাধু করলে গুজারা ৮৯
যৌবন যায় মরি হায় গো বিফলে ৫২
রঙ্গন চামেলী পারুলী করবী ৩৭
রসিক স্থজন নারীর মন রঞ্জন ৮৩
রাঙ্গা জবা কি শোভা পায় ১৮১
রূপের তুলনা কি আছে দিতে ১৬২
রেখলো যতনে মান্যবানে মানে মানে ৬২
রেখেছি মুটোর ভিতরে হাত ছাড়াতে কি পারে ... ১৩৩
লাজে মরি মুখ দেখাতে নারি ১৬৩
শশী অস্ত দেখে ব্যস্ত কেন গুণমণি ১১০
শুন শুন মহারাজ বলি হে তোমারে ১৭০

শ্রবণ মন নয়ন আজি প্রাণ বাঁধা ধনি তোমার ঋণে	...	৮১
সইরে কেন বা এলাম আমরা লইতে বারি	...	৮
সজনিরে এ কি কথা শুনি অসম্ভব ...	...	৭৩
সখা দাসী বলে দেখ হে রেখ মনে ...	...	৮১
সদা হরি পদ তব চিন্তে	...	৮৭
সঁপেছি ধন জন্মের মতন এ জীবন ও যৌবন	..	১০৩
সন্দ করি তাই সুন্দরী নারী অনর্থের মূল	...	১০৭
সখা বৃথা কেন কর চিন্তে	...	১০৮
সখি বলো বলো তারে	...	১৩১
সকল দিক দিলি খোয়াইয়া যদু আমার মাথা খেয়ে	...	১৩২
সই এখন উপায় কি করি	...	১৩৮
সে যে বিদেশী, তায় ভালবাসি জীবনের জীবন	...	১১২
সে বিস্মুরে মরে আপশোষে পস্তে ...	...	১৩৫
সে আছে কেমনে প্রাণে সে আছে কেমনে	...	১৬৭
সোহাগের হার গাঁথা এত ফুল বেচা নয় মাসী	..	৩৬
হয়ত আজ হতে উদযাপন ...	...	৩৭
হবে কি না হবে কি জানি	...	১৩৪
হায় কি দশা এ তামাসা মরি পরের তরে	...	৪১
হায় গো মালিনি অস্থির প্রাণী ...	...	৪৭
হায় কি মজার কথা শুনলে হাসি পায় ...	..	১৩৫
হায় হায় কি হবে কে তারে জানাবে এ দুঃখ মর্ম্ম কথা	...	১৫৩
হেরে প্রাণ হরিষ হ'ল	...	৫৭

গনেশ বন্দনা।

হের হে হেরম্ব! লম্বোদর গজানন,
বিঘ্ন বিনাশন কারণ—
পতিত জনার সার, অবনীতে কর অবলম্ব॥

শুনিয়াছি শিবজ্ঞান, শুভাশুভ অনুষ্ঠান,
অগ্রে তোমার মান, পরে কর্ম্মারম্ভ।

নমস্তে শৈলজাঙ্গজ, যোগী আখ্যা মূষাধ্বজ,
অসিদ্ধ সিদ্ধি দাতা, গণেশায় নমঃ নমঃ;

জয় দেহি যশো দেহি, শুভদে শুভদা ত্বং হি।
মামতি পামরাং পাহি, না সহে কাল বিলম্ব।

রাগিণী ইমন—তাল আড়াঠেকা।

কে জানে জননী তোমার, অপার মহিমা ওগো মাতঃ গঙ্গে।
জানিনা মাহাত্ম্য তব, শিরে ধারণ ভৈরব।
বিরিঞ্চি আদি কেশব, রঞ্জিত করয়ে অঙ্গে॥
ইচ্ছে সব, শবরূপে রহে মাগো কোনরূপে;
স্বরূপে তোমার কূপে ভাসে তরঙ্গে॥
কামনা করিয়ে যেবা, তব পদ করে সেবা।
হয় দেবের দুর্লভা, গায় গুণ চতুরঙ্গে॥

গুরু বন্দনা।

রাগিণী ইমন—তাল ঠেকা কাওয়ালী।

নমঃ নমঃ গুরুদেব চরণে স্মরণ,
অরুণ অঙ্গজ ভয়ে করুণা প্রদান।
অজ্ঞান তিমির হর, জ্ঞান বিন্দু দান কর,
বিষয় বিষেতে কত, দহিছে অবোধ মন।
গুরু তুমি দয়া কর দীন হীন জনে,
মম মতি ভকতি প্রণতি ও চরণে॥
গুরু তুমি জগন্নাথ, জগতের গুরু,
তব দয়া তুল্য নহে, কোটী কল্পতরু॥
এ বড় আশ্চর্য্য পদ, ফোটে তাহে কোকনদ,
ভাবিলে ভাবুক জনার, কত ভাব হয় মনে॥

অবতরণিকা।

কালিকা মঙ্গল ভাব, নর লোকে সুপ্রকাশ,
বিদ্যাসুন্দর ইতিহাস ভাষা ;
শ্রবণে আমোদ হয়, কুলবতীর কুল ক্ষয়,
প্রেমিকের পোরে মন আশা।
বৰ্দ্ধমান যশ কূপ, বীর সিংহ নামে ভূপ,
তাঁর কন্যা বিদ্যা গুণবতী।
বিচারে হারিয়ে পণে, বিবাহ করে গোপনে.
লোকে বলে করিল উপপতি।

শুন শুন বিবরণ, বিদ্যা সুন্দর আখ্যান,
শ্রুত মাত্র তুষ্ট হয় মন,
অতিশয় সঙ্গোপনে করে ছিল দুই জনে
প্রেম সিন্ধু-কূলে সম্মিলন।
কালী করুণা হিল্লোলে, দূতি যুক্তি অনুবলে,
পীরিতির কাম্য কুণ্ড স্থলে,
সুড়ঙ্গের নিরমাণ, কি আশ্চর্য্য অনুষ্ঠান,
হয়ে ছিল দৈব যোগ বলে।
বৰ্দ্ধমান অধিপতি বীর সিংহ নরপতি
কন্যাদায়ে চিন্তাযুক্ত অতি,
তাঁর কন্যা বিদ্যাবতী কঠিন প্রতিজ্ঞা অতি
করে সতী বিবাহের প্রতি।

বিচারে জিনিবে যেই　　　পতি মোর হবে সেই
এই মাত্র করে নিরূপণ,
জিনিবার আশা করি　　　লজ্জা ভয় পরিহরি
আসে যত রাজ সুতগণ।
পরাস্ত হয়ে বিচারে　　　অভিমানে যায় ফিরে
মান লয়ে আপন আপন,
না হ'ল সাধন কার্য্য　　　যাব আমি কোন রাজ্য
ভাবে ভূপ বসি অনুক্ষণ।
সঙ্গে লয়ে মন্ত্রিগণে,　　　নানা মত আলাপনে,
করিলেন এ হেন যুকতি;
গুণ সিন্ধু নর পতি,　　　সর্ব্বাংশে সুন্দর অতি
কাঞ্চীপুরে করেন বসতি।
সুন্দর তনয় তাঁর,　　　রূপে গুণে চমৎকার,
কন্যার হইবে যোগ্য পতি;
শ্রুত মাত্র দ্রুত হয়ে,　　　ভাট গেল পত্র লয়ে,
কহে সব সুন্দরের প্রতি।
পাঠ মাত্র হ'ল মন　　　আকুলিত অনুক্ষণ
করে নানা উপায় চিন্তন;
খুঙ্গী পুঁথি শুক সঙ্গে,　　　একাকী চলিল রঙ্গে,
বাজী পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
নারী রত্ন আশা করি　　　বাস ভূমি পরিহরি
বর্দ্ধমান হয় উপনীত;
প্রেমের শরীর যার,　　　কি ভয় কলঙ্কে তার,
পীরিতের হয় এই রীত।

———

বিদ্যাসুন্দর।
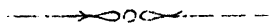
(সখিগণের প্রবেশ)

১ম। ওলো সহচরি!
তোরা কেউ জল আন্তে যাবি?

২য়। ওলো সহচরি!
আমি তোমাদের সঙ্গে জল আন্তে যাব।
একটু বিলম্ব কর।
আমার গৃহ ধর্ম্মের কাজ সকলই হয়েছে আমি কলসী নিয়ে আসি।

৩য়। ওলো অপরাহ্ন বেলা হ'ল, পাল গুটিয়ে যাব,
সন্ধ্যে হবে আস্‌তে ঘরে, গালাগালি খাব।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়াঠেকা।

আমরা কুলের কুল নারী।
স্বর্ণকুম্ভ কক্ষে লয়ে আন্‌তে যাই বারি॥
এক মনে এক ধ্যানে, চেয়ে চল পথ পানে,
কার মনে কি আছেরে সই, বলতে কি পারি॥

৪র্থ। আমরা কুলের কুল বধূ, কুল নারী।
এই অপরাহ্ণ সময়ে কেমন করে জল আনতে যাই বল?
আর তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া হবে না।
তোমার চরিত্র সম্বন্ধে বড় দোষ।
তুমি রাস্তায় যেতে যেতে এদিক ওদিক চাও।

২য়। এদিক ওদিক চাইলে তো বাঁচতুম;—
আবার মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসে।

৩য়। ওলো সহচরি! আমায় সঙ্গে করে নিয়ে চল, আমি ঘাড় গুঁজে যাব, ঘাড় গুঁজে আসবো, কারো পানে চাব না।

১ম। ওলো সহচরি! এইতো সরোবরের নিকটে এলেম।
কিন্তু জল নেয়াতো হলোনা।
জলের ভিতর আগুন জ্বল্‌ছে দেখ!
জল নিতে গেলেই পুড়ে মরবো।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড় খেমটা।

যাব কিনা যাব গো সই জলে, দাঁড়িয়ে ভাবচি কূলে।
এমন দেখি নাই কোথা সই রে, জলের ভিতর আগুন জ্বলে॥
এযে দেখি বিষম লেটা, বলে নারী কুলের কাঁটা,
সাধ করে কি বল দেখি হয় গো কুলটা?
দেখ্ দেখি সই রূপের ছটা, চাইতে পড়ে ঘোমটা খুলে॥

২য়। ওলো ছুঁড়ী! ওতো জলের ভিতর আগুন জ্বলে নাই।
ঐ বসিয়ে বকুল তলায় পুরুষ পরিষ্কার।
কাঁচা বয়েস এই, গোঁফের রেক উঠ্ছে চমৎকার।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়খেমটা।

চেয়ে দেখ্ গো বকুল মূলে।
গগন ছেড়ে গগন শশী, উদয় ভূতলে॥
যেন ফণী মনের ভুলে, গিয়েছে সই মণি ফেলে,
এম্নি রূপ ঝলকে চক্ষে, ভাসে নয়ন জলে॥

৩য়। আহা মরি! এমন রূপ, কোথাও দেখি নাই।
নয়ন ভ'রে দেখি, ঘরে আর প্রয়োজন নাই।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল কাওয়ালী।

সই রে কেন বা এলেম, আমরা লইতে বারি।
আবেশে ভারিল গা, চলিতে নারি॥
ধর ধর সখি ধর, কাঁপে অঙ্গ থর থর।
জর জর মদনের বাণ সহিতে নারি॥

৪র্থ। প্রাণ মন ভুলে আছে, ঘরে যেতে নারি।
শিহরিল সর্ব্ব অঙ্গ, বিরহেতে মরি।

রাগিণী বারয়াঁ—তাল খেমটা।

আহা কি বিধু মুখে মধুর হাসি।
যেন জ্ঞান হয় রে পুর্ণিমার শশী॥
যেন কোন অনুরাগে, বেরিয়েছে মনের বিরাগে;
স্বদেশী না হবে, হবে বিদেশী॥

১ম। ওলো চাঁদেতে কলঙ্ক আছে, দেখ বিচারিয়া।
এ রূপ নির্দ্দোষী, বিধি গড়েছে ভাবিয়া।

রাগিণী মূলতান—তাল আড় খেমটা।

পাই যদি সই ঐ নাগরে, বাসনা তা বলব কারে।
চন্দনে স্নেহ মিশায়ে, রাখি অঙ্গে লেপন করে॥
রাখিনে আর ধরাসনে, হৃদে রাখি প্রাণ পণে,
দিবা নিশি জুড়াই প্রাণে, থাকি অধরে অধরে॥

৩য়। সখিরে! এমন রূপ জন্মাবধি কখন দেখি নাই,
ঐ নাগরের রূপ দর্শন করে, ঘরে যেতে পা উঠছে না।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালী।

যাব কেমন করে ঘরে ফিরে আর।
পরে দিয়ে মন বাঁধা করে প্রেমধার॥
সুদে লাভে হ'ল ভারি, আর না রাখিতে পারি,
আমি যৌবন রতন দিয়ে শুধি প্রেমধার॥

২য়। আমি আগে তো বলেছিলাম; ও ছুঁড়ীকে সঙ্গে করে নিয়ে জল আন্‌তে যাওয়া হবে না। এখন বিপদে ফেল্লে, একবার বুঝিয়ে দেখ।

৪র্থ। ওলো সহচরি! জল নিয়ে বাড়ী যাই চল। পরের দেখলে হবে কি? ঘরে যার যেমন আছে, তার সেই ভাল।

৩য়। ঐ নাগর ছেড়ে, ঘরে যেতে মন উঠছে না। আমায় যত বল, আমি যাব না।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল আড় খেমটা।

মন রইলো রূপে ভুলে, নয়ন ফিরবে কেমন করে।
চলিতে না চলে পা, আমার প্রাণ কেমন কেমন করে॥
জীবন সংখ্যা এই পণ, হয় হবে গুরু গঞ্জন,
সঁপিলাম জীবন যৌবন, রাখিব হৃদি মাঝারে॥

১ম। ওলো পাক্‌লে শ্রীফল, কাকের কি বল্‌
দেখলে কি ফল হবে।
মান হারাবি জব্দ হ’বি,
শেষে প্রাণ খোয়াবি ভেবে।

৩য়। ওলো সহচরি! ঐ "রূপ" আমায় ধরে দাও, নৈলে আমি
বাঁচিনে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড় খেমটা।

ধ’রেদে ধ’রেদে প্রাণ সখি! ঐ কার প্রেম পাখী।
যৌবন আহার যোগাইব, আমি হৃদয় পিঞ্জরে রাখি॥
স্নেহ শিকল দিব পায়, যেন না পালাতে পায়,
অন্য কার আশ্রয়,
সেবা, সোহাগ ও যতনে, আমি সদা করব প্রাণে সুখী॥

২য়। ওলো সহচরি! রূপ কি কখন ধরা যায়? তুই যে পাগল
হয়ে গেলি, চল চল বাড়ী চল।

রাগিণী বাহার—তাল খেমটা।

চল্‌ গো চল্‌ ঘরে ফিরে চল।
নতা করে নাচ দুয়ারে ঢেলে আসি জল॥
রেখে গুরু জনের মন, হেরব এসে ওচাঁদ বদন,
বেড়া নেড়ে চোর যেমন, বোঝে লোকের বল॥

৪র্থ। ওলো ছুঁড়ীরে! এখান থেকে পালাই চল, এযে মালিনীর বাগান, ভেঙ্গে লণ্ড ভণ্ড কর্‌লি, দেখলে সে কি ছাড়বে, দাঁড়িয়ে বুকের ছাতায় লাথি মারবে। সে ষাঁড় ধাঁড় মেয়ে মানুষ। তার এ সখের বাগান, ওছুঁড়ী বড় অন্যায় করেছে।

২য়। ওমা আমি কি করেছি? খালি ফুল তুলেছি বৈত নয়, ওতো গাছের ডাল ভেঙ্গেছে, পাতা ভেঙ্গেছে, গাছের গোড়া শুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিয়েছে; সে যাই হোক ভাই এক্ষণে পালাই চল, ঐ মালিনী আস্‌চে।

মালিনীর বাগানে আগমন।

মালিনী। দাঁড়াও দাঁড়াও আমি যাচ্ছি, তোমরা সকলে জল আস্তে এসে, আমার বাগান ভেঙ্গে লণ্ডভণ্ড কর্‌চ, দেখতে পেয়েছি, ধরা পড়েচ, আজ ছাড়ব না, উচিত শাস্তি দিব। ওমা ঐ যে পালিয়ে গেল!

মালিনী। হায়! হায়! কিছু নাই, কিছু নাই, বাগানে একটীও ফুল নাই, আঁটকুড়ির মেয়েরা সকল ফুল তুলে নে গেছে গা। একটু পূর্ব্বে এলে ধরা পড়তো, ধরতে পাল্লে দাঁড়িয়ে বুকের ছাতায় লাথি মার্‌তেম। একটী বাগানে ফুল নাই, কি করে বিদ্যার কাছে যোগান দেব।

প্রতিবাসী। ও মালিনী এত ষাঁড় কান্না কাঁদছিস কেন বল দেখি তোর কি হয়েছে, এত বাড়াবাড়ি কেন ?

মালিনী। ওমা! আর বল্‌ব কি, আমার বাগানে একটা ফুল নাই, আমি কি করে বিদ্যার কাছে ও পাড়ায় যোগান দেব গা, বামুন পাড়ার মেয়েরা, আর বামুন পাড়ার ছোঁড়ারা আমায় বড় জ্বালাতন কল্লে, ওমা আমি যাব কোথা গো ?

প্রতিবাসী। মালিনি ও মালিনি! বাগানে ভাল করে বেড়া থাড়া দে, তবেত ফুল থাকবে, ও তোর পুরাতন বেড়া ভেঙ্গে গেছে, যে পায় সে ঢুকছে।

মালিনী। ওগো প্রতিবাসি! আমার ভাঙ্গা বাগান কেমন করে যোগান দেব গা।

রাগিণী বাহার—তাল আড় খেমটা।

ভাঙ্গা বাগান যোগান দেওয়া ভার, ফুলে নাই বাহার।
কেউ গেছে কুঁড়িতে মজে, কেউ হয়েছে বোঁটা সার॥
ডাকে না কেউ আদর করে, যদি বেচি ধারে ধ'রে,
পয়সা দিতে ঝগড়া করে, যাচলে চায় না পুনর্ব্বার॥
সুগন্ধ নাই শুধু শুধু, ভোমরা পায় না উট্‌কে মধু,
কে এমন প্রাণের বঁধু, নেবে গরজ কার;
ভোলে না খদ্দেরের মন, অযতনে করে যতন,
কেউ বা নরম কেউ বা গরম, পাঁচ রকম মন পাঁচ জনার॥

রাগিণী বাহার তাল আড় খেমটা।

বাগান গেল যোগান দিই কিসে, মরি মনের আপশোষে।
নবীন কলি মুচড়ে ভাঙ্গে, ডানপিটেরা সর্ব্বনেশে॥
পাড়ার যত পোড়ারমুখো, বাচেনা ফুটো অফুটো।
যা পায় গোটাক ছুটো, আনা গোনা করে এসে॥
মালি বিনে বাগান গেল, পুনঃ জমি জমা হলো,
কে চাষ করে বল, মরি আপশোষে;
বসন্ত হাওয়া এসে, অবলা বাঁচে কিসে,
ঘুর্ ঘুর্ ঘুর্ ঘুর্ করবে এসে, মরব মনের আপশোষে॥

মালিনী। ছোঁড়া গুলো ঘুমায় না, রাত হ'লে পাট চায়,
ভোরের বেলা ভাল ভাল ফুল সব তুলে নে পালায়,
আমি বলি আমার বাগান চয়েন বটে,
তবে ফুল না কেন ফোটে;
আমার বাগান আমি পাইনে, বার জনায় লোটে।

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

কে এমন সাধে সাধিল বাদ, পাইয়ে কি অপরাধ,
আমি কখন নই কারও অত্যাচারী।
পোড়া লোকের কি খলতা, নাহি চক্ষের শীলতা,
শিষ্টতা না হয় সর্ব্বদা, সেই আপশোষে মরি॥

প্রতি । মালিনি! আর কি তোর বাগান নাই, এক খানি বাগান নেড়ে চেড়ে খাস?

মালিনী। আর কি আমার বাগান আছে, ভোরের বেলা ভাল ভাল ফুল সব তুলে নিয়ে গেছে।

প্রতি । ওগো মালিনি! তোর চারা বাগানে, অতি চমৎকার ফুল ফুটেছে, আমি ভোর বেলা মুখ হাত ধুতে গেছলাম দেখে এসেছি।

মালিনী। মালি নাই, খালি বাগান, ভেঙ্গে গেছে বেড়া,
সময় মানে না, যত বামুন পাড়ার ছোঁড়া।

প্রতি । ওগো মালিনি! একটা মালী রাখতে পারিস্, তা হ'লে তোর বাগান নষ্ট হয় না।

মালিনী। আর কি আমার মালী আছে, সেদিনকার ঝড়ে ফুলের বোঝা পড়ে, মিনষে মরে গেছে।

রাগিণী বাহার—তাল খেমটা।

আর কি পাব তেমন মনমত মালী।
মন খুলে জল ঢাল্‌তো গাছে, তাড়াতো অলি॥
সে আমার মাসে মাসে, জন্মাতে দিতনা ঘাসে,
আটকা রাখতো টাট্‌কা রসে, এই নবীন কলি॥

প্রতি । ওগো মালিনি ! তোর মালী নাই, আমায় মালী রাখ্, তোর বাগান মেরামত করব।

মালিনী। হাঁগা তুমি কি মালী হোতে পারবে, তোমার কাঁধে কড়া আছে ?

প্রতি । কাঁধে কড়া নাই, হাতে কড়া আছে।

প্রতি। ও মালিনি ! তোর পাঁচ কথায় কাজ নাই, চারা বাগানে যা।

মালিনী। তবে যাই চারা বাগানে, এই তো চারা বাগানে এলেম ; মরি মরি চারা বাগানে আজ অতি চমৎকার ফুল ফুটেছে গোলাপ, মল্লিকে, সেঁউতি, জবা, টগর। ওমা এদিকে যে বড় বাহার গা, চীনের ঘেঁটুফুল ফুটে রয়েছে।

রাগিণী মুলতান—তাল খেমটা।

একি ফুল ফুটেছে মজার তারিপ, বাহবারে বাহয়া,
সৌরভে গা গরমে ওঠে, লাগলে গায়ে ফুলের হাওয়া,
যারা ছিল উঁচু ডালে, নাগাল পাই হাত বাড়ালে,
চকিতে মন ভুলিয়ে নিলে, ঘুরিয়ে দিলে নাওয়া খাওয়া।
যাতি যূথি সেকালিকে, সেঁউতি গোলাপ কাট মল্লিকে,
বেলের খোসবয় লাগছে নাকে, খুঁজে হাতড়ে যায়না পাওয়া।

মালিনী। একবার সরোবরের ধারে যাই, এই যে সরোবরে চমৎকার ফুল ফুটেছে।

রাগিণী মুলতান—তাল আড়খেমটা।

মরে যাই প্রেম সরোবরে ভাসছে কমল জলে,
হেলা বলে হেলা করে, কেউ না এসে তোলে।
(ওরে ভাসছে কমল জলে)
পদ্মের নাকি গন্ধ পায়, ফোটবা মাত্রে অলি ধায়,
তারে তুল্‌তে সবাই চায়, এরে কুমুদ বলে।
(ওরে ভাসছে কমল জলে)

মালিনী। ওগো প্রতিবাসি! আমার বাগান এত আলোময় কিসের গা?

প্রতি। ও মালিনি! তোর বাগানে বুঝি কে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে।

মালিনী। ওমা! আমার কি বাঁশ বাগান, যে আগুন ধরিয়ে দেবে? আমার নানা জাতি পুষ্পের বাগান, যত দেবতার আগমন হয়।

প্রতি। তবে ভাল করে দেখ, ওটা কিসের আলো।

মালিনী। ওগো বিবেচনা করি আমার বাগানে বুঝি চন্দ্র দেব উদয় হয়েছে।

প্রতি। ওগো মালিনি! বুঝি তাই হবে, পূর্ণচন্দ্র ঘুণে কেটে ফেলে দিয়েছে।

মালিনী। ওগো প্রতিবাসি! আমার বাগানে বকুলের তলে উনি কে ব'সে, উঁহার রূপেতে আমার বাগান আলোময় হয়েছে।

প্রতি। ও মালিনি! ওঁর কাছে যেয়ে জিজ্ঞাসা কর উনি কে, দেখতে পাচ্ছি ভদ্র লোক বটে।

মালিনী। ওগো প্রতিবাসি! পথে চলে যাই যদি কার পানে চাইনে, কারো লেপ্‌শাতে দাঁড়াইনে, পরের পোড়ায় পুড়ে পুড়ে, পাড়া দিয়েছি মনে। ও মা এ আবার কি রঙ্গ গো।

প্রতি। মালিনি! যখন তোর হক সীমানায় বসে আছে, তখন তোর ভয় কি? তুই কাছে যেয়ে জিজ্ঞাসা কর, উনি কি মানসে এসে বসে আছেন।

মালিনী। তবে যাব কি? কেনই বা না যাব, আমার হক সীমানায় বসে আছে, তার ভয় কি?

(সুন্দরের নিকট মালিনীর আগমন)

মালিনী। ওগো বিদেশি! আমায় পরিচয় দাও, তুমি কে? কি মানসে আমার বাগানে বসে আছ।

রাগিণী আলেয়া খাম্বাজ—তাল আড় খেমটা।

বিদেশী তুমি কে, এ বয়সে এমন বেশে কোথায় কি জন্যে।
বিরাগী কি অনুরাগী, আছ কোন সন্ধানে॥
তোর জননীর কেমন প্রাণ, বুক বেঁধে হয়েছে পাষাণ।
ছেড়ে দিয়ে প্রাণের প্রাণ, বেঁচে আছে কোন প্রাণে॥

মালিনী। ওগো বিদেশি, তুমি কে? আমায় পরিচয় দাও, কি মানসে আমার বাগানে আগমন।

সুন্দর। দেখতে পাচ্ছি মালীর মেয়ে,
ফুলের সাজি হাতে,
তোমায় বল্লে কি হবে,
আমি এলাম কোথা হতে।

রাগিণী আলেয়া—তাল চৌতাল।

যদি হয় আশার সুসার আমার,
তবে কই হয়ে রই অনুগত তার।
প্রিয় জনে প্রয়োজন, জানালে হয় প্রিয়জন,
নতুবা বনে রোদন, করিয়ে প্রচার।

মালিনী। ওগো মনে মনে মন কলা খায়,
বলে নাকো আগে।
বল দেখি তার বুদ্ধি, কোন কাজেতে লাগে?
অতি বড় ব্যথিত হয়, সে দেখে আঁখি তুলে,
এমন কার সাধ্য আছে, কে মনের কথা বলে

রাগিণী ছায়ানট—তাল আড় খেমটা।

ব'লে না জানালে কে জানিবে, কিসে জুড়াবে দুঃখানলে,
বিনা বায়ে কি পাতা নড়ে (ওরে) শুনেছ কোন কালে।
আগে উদয় মেঘ আকাশে, পরে তবে জল বরিষে,
বুঝে দেখনা আভাসে, ফুল না হলে কি ফল ফলে।

সুন্দর। যদি আমার মান থাকে তবেই আমি বলি,
নইলে কেবল লোক জানান বৃথা সে সকলই।

রাগিণী মূলতান—তাল আড় খেমটা।

যদি থাকে অভিমান, করি মান, বাড়াইতে মান,
লোক জানায়ে, প্রকাশিয়ে, কেবল হত মান।
মানীর মান মানীর কাছে, তা নৈলে কি প্রাণ বাঁচে,
হত মান হয় গো যেচে, এই সে বিধান।

মালিনী। পথের পথিক, যদি সঙ্গের সঙ্গী হয়, অবশ্য দুঃখ সুখের কথা,
ডেকে কৈতে হয়, তাতে কি মানীর মান হীন হয় মহাশয় ?

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

বলি তারে, উপকারে যদি আসে,
দিতে হয় পরিচয়, সময় বিশেষে।
নতুবা সে আপশোষ, কাজ কি প্রকাশে,

কোথা থাকি কোথা যাই, একা সঙ্গের সঙ্গী নাই,
আমি বিদ্যা ব্যবসাই, এসেছি এদেশে।
যার যাতে প্রয়োজন, সেই তারই প্রিয়জন
সেই সেই আপনাপন সবাই ভালবাসে।

মালিনী। পরিচয় দেন, কেন বিলম্ব কর্‌ছেন।

সুন্দর। মালিনী আমায় একান্ত পরিচয় দিতে হবে।
তবে পরিচয় দিই শোন।

পরিচয়।—বিদ্যা ব্যবসাই বিদ্যা পাঠ চেয়ে,
দেশে দেশে ভ্রমণ করি, খুঙ্গী পুঁথি লয়ে।
আজ এলাম বৰ্দ্ধমান, স্নান শুদ্ধি হয়ে,
বাসা নাই কোথা যাই, ভাবছি বসিয়ে।

ওগো মালিনি! আমি বিদেশী আমার বাসা নাই।

মালিনী। ওমা! তোমার বাসা নাই
বাসা বিনে বিরস মনে ভাবচ একা বসে,
আ মরে যাই! একি বালাই, বাঁচিনা আপশোসে।
তব আজ্ঞা হয় যদি, আমি দিব বাসা,
মম গৃহে বাসা দিয়ে, পূরাইব আশা।

সুন্দর। মালিনি! তুমি কি আমায় বাসা দেবে?

মালিনী। চলনা গা, আর কেন বিলম্ব করছ গা।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী— তাল আড় খেমটা।

চল চল রসময় দুঃখিনীর ভবনে,
হয়ে দাসী দিবা নিশি, থাকবো তোমার শ্রীচরণে।
নিজ বাসে দিব বাস, কর বাস বার মাস,
থাকে কোন অভিলাষ, ও সাধ পূরাইব দিনে দিনে।

সুন্দর। ওগো মালিনি! তুমি ত আমায় বাসা দেবে? কিন্তু একটা সম্পর্ক ব্যতিরেকে. তোমার বাটীতে যেতে পারি না।

মালিনী। সম্পর্ক হয় ত ঘরে গিয়ে হবে, রাস্তায় কি, চল আমার বাটীতে।

সুন্দর। তা নয় অগ্রে সম্পর্ক, পরে তোমার বাটীতে যাব।

মালিনী। রাস্তাতেই সম্পর্ক কর্‌বে, তবে কি সম্পর্ক কর্‌বে কর।

সুন্দর। ওগো মালিনি!
স্থান দিয়ে প্রাণ জুড়ালে, হইলে হিতাশী,
আমি তোমার বোন পো, তুমি আমার মায়ের সম মাসী।

মালিনী। ওমা! আমার বাসা নাই, বাসা নাই, এক বাড়ী ফিরে দেখ, ছি ছি আঁট কুড়ীর ছেলে কল্লে কি গা?
অনেক আশায় বাসা দিলাম, আমি হব সাথের সাথী,
বেটা এম্নি ধূর্ত্ত, মাসী বলে দিলে ফাঁকি, নৈলে আমি বল্‌তেম নাতি।

রাগিণী মূলতান—তাল আড় খেমটা।

আপশোষে আর বাঁচিনে, অভিমান রাখি এমন স্থান দেখিনে,
আই মা কি শঠতা, অবাক হলেম কথা শুনে।
ঘৃত, অগ্নি লবণ জলে পরশে সহজে গলে,
রসিকে রসিকে হলে (ওরে) মিলে তেম্নি দরশনে।

মালিনী। ওগো প্রতিবাসি! বেটা কল্লে কি গো, মাসী বলে কোমর ভেঙ্গে দিলে।

প্রতি। কলাগাছ কেটে সেক দে।

মালিনী। মাসী বল্লে বল্লে ভাল কল্লে, তাতেও ক্ষতি নাই,
দুধ রাখিলে পঞ্চামৃত, শুনেছি লোকের ঠাঁই।

প্রতি। ও মালিনি! রেখে দে রেখে দে ভাল ক'রে বাসা দে, পরে পঞ্চগব্য ক'রে নিলে চল্‌বে।

সুন্দর। মাসী এখান থেকে তোমার বাটী কত দূরে?

মালিনী। বেশী দূর নয়, সাড়ে তিন ক্রোশ।

সুন্দর। মাসী তবে এক খানি ঘোড়ার গাড়ী কর না।

মালিনী। বাছা! আর ও কথা ব'লনা, তোমার মেশো আছে তা গাড়ী টানবে?

সুন্দর। মাসি! মেশো আমার গাড়ী টান্‌ত নাকি?

মালিনী। তোমার মেশো সকল কাজে ঘুণ ছিলেন, তাঁর গুণের কথা বলবো কি?

প্রতি। মালিনি! তোর বোন্‌পো কে কোলে করে নে যানা।

মালিনী। এস বাছা! আমার বাটী যাই, আর বিলম্ব কর না।

সুন্দর। তবে চল মাসী দেরী কর না, সময় নষ্ট হয়।

(মালিনীর বাটীতে সুন্দরের গমন)

মালিনী। ওগো বাছা! এই বাটী আমার, দুঃখিনীর ঘর দোয়ার দেখ।

এই দেখ ঘর দোয়ার যদি হয় ভক্তি।
বলেছি যা মুখে আর আমি করবনা দ্বিরুক্তি॥

সুন্দর। উত্তম ঘর তোমার মাসী, দেখে হয় ভক্তি।
রাবণের পঞ্চবটী, ইন্দ্রের অমরাবতী॥
চারিদিকে পুষ্পবন, মধ্যেতে কুটীর।
মন্দ মন্দ বহে তায়, মলয় সমীর॥
কোকিল কুহরে, আর ভ্রমর ঝঙ্কারে।
থাকুক অন্যের, মাসী! মুনির মন হরে॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়াঠেকা।

এ হ'তে কি অধিক স্থান আর আছে ত্রিভুবনে।
হেরিলে হরিষ হয়, মুনির মননে॥ (গো)
নানা জাতি ফোটে ফুল, উড়ে বৈসে অলিকুল।
সদা সর্ব্বদা ব্যাকুল, মত্ত মধু পানে॥

মালিনী। বাছা! এই দেখ পত্রের কুটীর।
কর বাস বার মাস, যদি হয় তোমার মনের খাতির॥

সুন্দর। মাসি! একটি তোমায় বলি—

মাসি! হলেম বিদেশী,
সঙ্গে নাই দাস দাসী,
বল হাট বাজার কে করে?

মাসী আমার তিন দিবস আহার হয় নাই, তোমায় কিঞ্চিৎ হাট বাজার করে দিতে হবে।

মালিনী। শুন দেখি ব'ল বাপু, এত কেন গোণ হাপু
আমি হাট বাজার করিব।
কড়ি কর বিতরণ, যাহে যবে যাবে মন,
কইও মোরে, তখনি আনিব॥
কড়ি ফট্কা চিঁড়ে দই, কড়ি বিনে বন্ধু কই,
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
কড়িতে বুড়ার বিয়ে, কড়ি পাইলে মজে মেয়ে,
কড়ি পাইলে কুল বধূ ভোলে॥
এ তোর মাসী রে বাপা কোন কর্ম্ম আছে ছাপা
ভুবন ভুলাতে পারে ভালে।
আকাশে পাতিয়ে ফাঁদ ধরে দিতে পারি চাঁদ
কুলের কামিনী আনি ছলে॥

সুন্দর। দশ টাকার নোট এক খানি নাও, তুমি হাটে যাও বিলম্ব কর না।

মালিনী। বাছা নোটের কথা ব'ল না, একবার বর্গীর হাঙ্গামে আমার সর্ব্বস্ব লুটে নে গেছে।

সুন্দর। সে নোট নয়, ভাঙ্গাইলে টাকা হয়, বেনের দোকানে ভাঙ্গিয়ে নাও গে।

মালিনী। ও বাছা নোটে দরকার নাই, টাকায় প্রয়োজন নাই, তুমি আমায় পয়সা করে দাও।

সুন্দর। টাকা ভাঙ্গাইলে পয়সা হবে।

মালিনী। ও বাছা পয়সায় না হয় কি, ঘরে আসে পরের ঝি

ধর্ম্ম কর্ম্ম পয়সা অপেক্ষা করে।

মণি মুক্তা প্রবালাদি, জীবিত মৃত্যু ঔষধি,

যা খোঁজ পাওয়া যায় সহরে।

কিন্তু পয়সা অপেক্ষা করে॥

সুন্দর। মাসী এই দশ টাকা লও, হাটে যাও কিন্তু শীঘ্র এস।

মালিনী। ওলো প্রতিবাসি! তোরা কেউ যাবি, টেঁক ভরা টাকা সুখে হাট বাজার করবো।

প্রতিবাসিনী। ওগো মালিনি! তোর সঙ্গে হাটে যাব কি? তুই হাট চুর্ণি, বাজার চুর্ণি, হাটে চুরী ক'রে, মার খেয়ে মরিস, আমরা কুলের কুল নারী, তোমার সঙ্গে কেউ হাটে যাব না।

মালিনী। নূতন কলের টাকা গুলি, দেখতে ভাল বটে,

পুরাতন আছে আমার ঘরে, বদলে নে যাই হাটে।

প্রতি। রেখে দে রেখে দে মালিনী, মল গড়িয়ে পরবি।

মালিনী। ওলো তোদের নোলোক গড়িয়ে দেব।

আজ মনে ধোকা হচ্ছে, টাকা গুলা হাতে,

এমন আছে অনেক বেটা, মেয়ে ঠকিয়ে খেতে।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল খেমটা।

আয় কে যাবি সই গো তোরা নগর প্রেম বাজার।
দোসারি পশারি বসে, হাট পাওয়া ভার॥
বেলা বেলি যাব হাটে, সাঁজ না হ'তে আসব ছুটে।
রোকার কড়ি চোকার মাল, পরোয়াটা কি তার॥

মালিনী। বামুন পাড়ার উপর দে যেতে হয়, ছোঁড়ারা দেখলে ফুল টানাটানি করে একলা যেতে তাতেই আমার ভয় হয়।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল খেমটা।

একলা যেতে মন সরে না, উদাস করে প্রাণ।
কোন বেটা আনাড়ির হাতে, হব অপমান॥
আবর মুস্তে সবাই ধায়, কাঙ্গালের মুখ কেউ না চায়।
কোটে পেলে লুটে নিলে, করব কি বিধান।

মালিনী। এই ত হাটে এলাম, হাটের কি চমৎকার বাহার।
দেখে চক্ষু জুড়ায় যত বসেছে পসারী
সুখে করছে বেচা কেনা, শাক আনাজ তরকারী।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল আড় খেমটা।

দেখে হাট না লাগে কপাট, মনেরই দুয়ারে।
ইচ্ছা হয় যে সদাই বেড়াই বেচা কেনা করে॥
কি বলিব রেস্ত নাই আপশোষেতে মরে যাই।
কিনতে ত সামর্থ নাই (আমার) আমার প্রাণ কেমন কেমন করে॥

মালিনী। দেখতে দেখতে হাট যে নেগে গেল, কিন্তু আমার মনের দুঃখ মনে রহিল।

রাগিণী ঝিঝিট—খাম্বাজ আড় খেমটা।

মনের সাধ গেলনা, হাটে করে হাট বেশাতি।
মিথ্যে মিথ্যে খেলাম কেবল, বার জনার নাতি॥
(হাটে করে হাট বেশাতি
নষ্ট করলেম ষোল আনা, পেলেম কষ্ট যন্ত্রণা।
কিন্‌লেম কেবল হাট কুড়ানা, বদনাম আর অখ্যাতি॥

মালিনী। যখন ছিল ষোল আনা, বুকটো পোতা ছিল,
ফুরিয়ে গেল হিসাব কত্তে, আমার কোমর ভেঙ্গে গেল।

রাগিণী বাহার—তাল পোস্তা।

একি পাপ ছেঁড়া ল্যাটা, পরের সঙ্গে নেনা দেনা।
জমা ধরতে খরচ বেশী, হিসাবেতে ঠিক মিলে না॥
ঘরের ধন বার ক'রে, লোকসানের নয় লাভের তরে।
নয় ছয় হলে পরে; কি হবে সই কি যন্ত্রণা॥

প্রতি। মালিনি! তুই হাট থেকে বেরিয়ে যা, ভদ্রলোকে হাট বাজার করুক, তুই একলা সাতশ মটের গোল লাগিয়েছিস।
প্রতি। মালিনি! হাটে তুই কি কল্লি লো, অনেক টাকা তোর ঠাই ছিল।

মালিনী। কি জিনিস কেনা হ'ল তা শুনবি!
দশ টাকা আর পাঁচ টাকা, এও টাকা কি টাকা!
ফাঁক ফন্দিতে ফুরিয়ে গেল, হয় না নেকা জোকা॥
ঘৃত চিনি মিঠাই সন্দেশ, দধি দুগ্ধ ছানা।
সকল জিনিস কেনা হ'ল, আমার চূণ কেনা হ'ল না
কড়ি কুললো না।
কোথা গো বাছা তোমার হাট বাজার নাও।

সুন্দর। এস এস মাসি! এস! আপনি মাথায় করে এনেছ, বাজারে কি একটা মুটে পাওনি?

মালিনী। সে যাহা হউক বাছা! আমার ঘাড়ে বওয়া অব্বেশ আছে। তুমি যা দশটা টাকা দিয়েছিলে তাহার হিসাব নাও।

সুন্দর। মাসী তুমি আমার যা এনেছ তাই ভাল তোমার ঠাঁই হিসাব নোব কি?

মালিনী। তা কি হতে পারে? একবার হিসাব নাও, পরে নেনা দেনা চলবে।

সুন্দর। তবে কি হিসাব দেবে দাও।

মালিনী। বেসাতি কড়ির লেখা, বোঝরে বাছনি।
মাসী ভাল মন্দ কিবা, কররে বাছনি॥
লেখা করে নাও বাছা, ভূমে পাতি খড়ি।
পাছে বোন্‌পো বল, মাসী খাইয়াছে কড়ি॥
যে লাজ পেয়েছি বাছা, কৈতে না জুয়ায়।
এ টাকা দেওয়া তোমার, উচিত জুয়ায়॥

তবে হয় প্রত্যয়, সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গী।
ভাঙ্গাইলাম দুই কাহনে, ভাগ্যে বেনে ভাঙ্গী॥
সেরেক কাহনের দরে, আনিয়াছি সন্দেশ।
আনিয়াছি অর্দ্ধ সের দেখিতে সন্দেশ॥
আট পণে আনিয়াছি, কাষ্ঠ আট আটী।
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে তাহে নাহি আঁটি॥
অবাক হইলাম হাটে, না দেখে গুবাক।
নাহি বিনে দোকানির, নাহি সরে বাক॥
দুর্ল্লভ চন্দন চুয়া, লঙ্গ জায় ফল।
সুলভ দেখিনু হাটে, নাহি যায় ফল॥
কত কষ্টে ঘৃত পেলাম সারা হাট ফিরে।
যেটী কঃ সেটী লয় নাহি লয় ফিরে॥
দুঃখেতে আনিলাম দুগ্ধ, গিয়া নদী পারে।
আমা বিনা কার সাধ্য, আনিবারে পারে॥
আট পণে আনিয়াছি, অর্দ্ধ সের চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয়, ভাগ্যে আমি চিনি॥
দুই পণে এক পণ, আনিয়াছি পান।
আমি যাই তাই পাই, অন্যে নাহি পান॥
খুন হয়েছিলেম, বাছা, চুণ চেয়ে চেয়ে।
শেষে না কুলায় কড়ি, আনিলাম চেয়ে॥
মহার্ঘ দেখিয়ে দ্রব্য, না সরে উত্তর।
যে বুঝি বাড়িবে বাছা, উত্তরে উত্তর॥

মালিনী। নয় টাকা তের আনা হ'ল, কটা পয়সা মিল্ল না।

প্রতি। চুরি কল্লে, কেমন করে মিলবে বল।
সুন্দর। তুমি যা এনেছ আমার তাই ভাল।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

তুমি হিতাশী মাসী, তোমায় কিসের অপ্রত্যয়।
সম ভাব তোমায় আমায়, রাখিনে জাত কুলের ভয়॥
বিদ্যা নাম আশা-নলে, অহর্নিশ প্রাণ জ্বলে।
তিলেক প্রাণ জুড়াব বলে, এসেছি তোমার আশ্রয়॥
(রন্ধন ভোজন করি বসিলেন রায়।
রাজার বাটীর কথা, মালিনীকে শুধায়॥)

সুন্দর। নিত্য নিত্য যাও মাসী, রাজার দরবার,
কহ দেখি রাজার বাটীর সমাচার।
রাজার বয়স কত, রাণী কয় জন,
কয় কন্যা ভূপতির, কয় বা নন্দন।

মালিনী। সে সকল কথা তোমায় কবরে বাছনি।
পরিচয় দাও দেখি কে বট আপনি॥
আশায় বিশেষ বুঝি রাজপুত্র হ'বে।
আমার মাথার কিরে, সত্য কথা ক'বে॥

সুন্দর। ওহে শুক!
যাত্রা সিদ্ধি কালী ভাল দিলেন উদ্দেশ,
ইহা হইতে পাইব বিদ্যার সবিশেষ।
মাগী পরিচয় চাচ্ছে?

শুক। মহারাজ! পরিচয় দিন, মাগী হতে আপনার উপকার হবে, আমাকে একবার ছেড়ে দিন, বাদায় গিয়ে ফড়িং খেয়ে আসি।

সুন্দর। কাঞ্চীপুর বাস গুণসিন্ধু রাজার তনয়।
সুন্দর আমার নাম শুন পরিচয়॥

মালিনী। ওমা তুমি কি সেই সুন্দর! যাহাকে আনিতে ভাট গেছে লইয়ে পত্র। অপরাধ ক্ষমা করিবে মহাশয়।

"দয়া করে আমার ঘরে যত দিন র'বে,
এই ভিক্ষা মাগি, কোন দোষ না লইবে।
বুঝিলাম, বুঝিলাম বাপ, বাপের ঠাকুর,
জানা গেল তুমি বাছা, বড়ই চতুর।
এখন বিশেষ বলি, শুন হ'য়ে স্থির,
রাজার বাটীর জানি, অন্দর বাহির।
অর্দ্ধেক বয়স রাজার, এক পাট রাণী,
পাঁচ পুত্র নৃপতির, সবে যুব জানি।
এক কন্যে আইবুড়, বিদ্যা নাম তার,
তার রূপ গুণ কথা, অতি চমৎকার।
লক্ষ্মী সরস্বতী যদি এক ঠাঁই হয়,
দেবরাজ দেখে যদি নাগরাজে কয়।
কিঞ্চিৎ কহিতে সে, পারে কি না পারে,
যে কিছু কিঞ্চিৎ কহি, বোঝ অনুসারে॥
সকলে শরতের চাঁদে, দেয় উপমা,
তা হ'তে উজ্জ্বল বলি, বিদ্যার মুখ চন্দ্রমা।

সুচলন, সুবলন, সুগঠন দেখে,
লজ্জা পেয়ে বিদ্যুৎ-লতা, মেঘের আড়ে থাকে।
স্থির পাইয়ে উভয়ে, যদি দেখা যেত,
তুল্য মূল্য কমি বেশী, তবে জানা যেত।
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা আদি,
নিরুপমা উপমা, বিপক্ষ প্রতিবাদী।
ভুবন মোহিনী ধনি, নানাগুণ জানে,
বিদ্যার, বিদ্যার কথা, সকলে বাখানে।
বেশ ভূষা ক'রে যদি, বসেন পালঙ্কেতে,
হরের গৃহিণী যেন, এলেন কৈলাস হতে।
সকলে অশক্ত যার, তুলনা বর্ণিতে,
আমি কি পারিব তার, রূপ গুণ কহিতে।
ঐ কথা লয়ে গেল, দেশে দেশে দূত,
আসিয়ে হারিয়ে গেল, কত রাজ-সুত।
রাজ-পুত্র বটে বাছা, রূপ ভাল বটে,
বিচারে জিনিতে পার, তবেই ভাল ঘটে।
নৈলে বেড়ী খেঁচ্‌তে হবে॥

সুন্দর। মনের আগুন বরং মাসী, পাঁশ চাপা ছিল,
তোমার কথার বাতাস পেয়ে, অগ্নিক্ষেত্র হ'ল।

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

মালিনি গো! যদি তুমি কর উপকার, একবার।
তবে হয় সুখোদয়, আসিয়াছি আমি যে আশ্রয়,

করি ভয়, সন্দ হয়, নিরাশ্রয় :—
এ যে অপার আশার সিন্ধু নাহি দেখি পারাপার ॥
মনের মৌনতা কোথা, ঘুচে দৈন্যের দৈন্যতা,
বোবার স্বপন কথা, কোথা হয়েছে প্রচার ॥

সুন্দর। নিত্য নিত্য নিজ গাঁথা মালা, বিদ্যারে যোগাও,
আজ আমার গাঁথা মালা, তুমি নিয়ে যাও।
মালার মাঝে পত্র দিয়ে তায় বোঝা সোজা,
বেড়া নেড়ে চোর যেমন, গৃহস্থের মন বোঝা।

রাগিণী আলেয়া—তাল চৌতাল।

অঙ্গ জর জর বিরহে তাহার,
প্রাণ যে মোর কাতর সে কি তাহা জানে ?
প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল, সায়ংকাল আর রাত্রিকাল,
জাগে হৃদয়ে সর্ব্বকাল, হেরি গো স্বপনে।
আমি কেমন সেই বা কেমন, কভু না হয় সন্দর্শন,
তথাপি বাণ হানে মদন, বাঁচিনে বাঁচিনে।

মালিনী। তুমিত নও মালীর ছেলে, গাঁথবে চিকণ হার,
যার কর্ম্ম তাকে সাজে অন্য লোকে ভার।
ওরে বাছা ! তুমিত মালীর ছেলে নও, যে মালা গাঁথিবে,
মালা গাঁথা সে একটা কথার কথা নয়।
সুন্দর। মালীর ছেলের নই, মালিনীর বোনপো বটে।
মালিনী। হ'লে কি হবে, সেত কলমের চারা।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল আড় খেমটা।

পরের মন সে আপন আপন কেমন করে বুঝবে।
আমারে মজাবে যাদু, আপনি শেষে মজবে॥ (চাঁদ।
যদি পায় এ সন্ধান, হ'তে হবে অপমান,
বিঘোরে হারাবেরে প্রাণ, কোথায় বিধান খুঁজবে॥ (ওরে চাঁদ

সুন্দর। আমি জানি এমন ফুলের কারি কুরি।
অনায়াসে নারীর মন ভুলাতে পারি॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল চৌতাল।

পাব গো কি করে তারে, কোন সঞ্চারে,
দাও গো যুক্তি বলে আমায়, যাই কোন ফিকিরে।
সামান্য পতঙ্গ হয়ে, প্রজ্বলিত অনল দেখিয়ে,
ঝাঁপ দিতে চাও, না বুঝিয়ে বিপদ সাগরে॥

মালিনী। মালা গেঁথে বুড়িয়ে গেলাম,
তবু বিদ্যার মন রাখিতে পারিনে।
ভয়েতে গা কাঁপছে আমার, শুনে তোমার কথা,
অবশেষে, এই হবে যাবে আমার মাথা।

রাগিণী বাহার—তাল খেমটা।

তুমি কি পারবে হে গুণের গুণমণি!
সাজায়ে নানা ফুলে, বিবিধ চিকণ গাঁথুনি॥

তুমি গাঁথবে চিকণ হার, শুনে ভাবনা হ'ল আমার।
সে যে জলন্ত অঙ্গার, রাজার সাধের সোহাগিনী ॥

সুন্দর। মাসী আমি এমন মালা গেঁথে দেব, যে রাজনন্দিনী মালা দেখে, খুসী হয়ে তোমায় পুরস্কার দেবেন।

রাগিণী বাহার—তাল যৎ।

দিন দিন গাঁথ ফুল হার। (মালিনী)
আজি আমি গাঁথিব মালা, করে চিকণ গাঁথুনি ॥
বুঝিব তাহারই মন, সে রসে রসিক কেমন
বুঝে কি না প্রয়োজন সে, নব তরঙ্গিনী ॥

মালিনী। সে নয় সামান্যে মহামান্যে রাজার আদরিণী।
কথায়, কথায় ছুত লতায়, হয় অভিমানিনী।
তুমি দেবে মালা গেঁথে তারে।
পায় পায় অপরাধ যদি দোষ ধরে।
তুমিত নও মালীর ছেলে, গাঁথতে জান মালা,
কি কর্‌তে কি হবে, বাড়বে বিষম জ্বালা।

রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

যাদু বিনা সূতের মালা গাঁথা
বল্লে সে নয় কথার কথা।
পারি তবু ভয় করি, দিইনে হারে পাতা লতা।
হ'তে বয়স বার তের, সূতয় সূতয় দিচ্ছি গেরো
তবু যখন ঘটে গেরো, লজ্জাতে তুলিনে মাথা।

সুন্দর। মাসী আমি জানি, এমন ফুলের কারি কুরী,
অনায়াসেই নারীর মন, ভুলাইতে পারি।

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী।

সোহাগের হার গাঁথা, এত ফুল বেচা নয় মাসী।
ছল করে মন, বুঝব কেমন, রসিক সে রূপসী॥
কষ্টি হ'লে জানা যায়, সোণার কস লাগে তায়,
চুম্বক লোহাতে যেমন, ঠেকলে ধরে গায়;
ভেড়ার শিঙ্গে হীরের ধার, টেকে সে কোথায়,
বিচ্ছেদ হ'লে জানা যায়, ভাল বাসা বাসি॥

মালিনী। আচ্ছা বাছা? কেমন মালা গাঁথবে একবার গাঁথ দেখি

রাগিণী কালেংড়া—তাল ৼং।

তারি মনমত গাঁথ, গাঁথ ফুল হার।
যাতে রসময়ী রসে, মন টলে তার॥
প্রেম সূত যুক্ত করে, দিয়ে প্রেম ফাঁস তার উপরে,
তারে লাগিলে না ছাড়ে আর॥

সুন্দর। মাসী যে যে ফুল চাই, সেই সেই ফুলগুলি আমায় দাও
মালিনী। কি কি ফুল চাই, আমাকে বল, আমি সেই ফুল তোমাকে
দেব। আমার বাগানে ফুলের ভাবনা কি?

রাগিণী আলেয়া—তাল ঠেকা কাওয়ালী।

রঙ্গন, চামেলী, পারুলী, করবী।
যে যে সৌরভী, গোলাপ, কামিনী, বেল, যুঁই, মল্লিকে মাধবী।
টগর কেতকী গন্ধা, তরুণ রজনী গন্ধা,
পদ্ম মৃণাল সহ, তায় গঠিতে ছবি;
গন্ধরাজ, অপরাজিতে, তিল ফুল আর সেফালিকে,
যাতি, যুথী ইত্যাদি, যায় তুষ্ট হন সদা সন্তবী।

মালিনী। যাই তবে দেরী হয়, ভয় হয় মনে।
তোমার গাঁথা মালা নিয়ে, শেষে কি মজব ধনে প্রাণে।

রাগিণী ভীম পলশ্রী—তাল একতালা।

হয়ত আজ হ'তে উদযাপন।
যায় যদি মান, ত্যজিব এ প্রাণ,
হবে না রবে না, আর আলাপন॥
করিয়ে যতন, করেছ গাঁথন,
দাও করে যদি করে সে গ্রহণ,
তবে যাই দুর্গা বলে, যা থাকে কপালে,
বুঝিব ছলে, পর কি আপন।

সুন্দর। গেঁথেছি কুসুম আমি, করিয়ে যতন,
বিনয়েতে বিনোদিনীর, যদি ভোলে মন।
মধুময় মালতী, আর সুগন্ধ চম্পকে,

গোলাপ কাঞ্চন, আর টগর মল্লিকে।
বিনা সুতে যুতে যুতে, গাঁথন করেছি,
মনোমত মালা, গেঁথে ডালা সাজায়েছি।

সুন্দর। মাসী মালা গেঁথেছি, নাও ধর! তাকে যতন করে দিও।

রাগিণী টোড়ি ভৈরবী—তাল আড় খেমটা।

দিও হার তার করে দুটো বিনয় করিয়ে।
ব'লো ব'লো এ সব কথা, আমার হইয়ে॥
শুধাইলে আগে জানাইও সুরাগে,
পতি ভাবে রতি মাগে, অতিথি আশ্রয়ে॥

মালিনী। তুমিত মালা গেঁথে দিলে, দুট পাঁচটা কুচো ফুল চাই।
বাগানে একটি ফুল নাই।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল আড় খেমটা।

আমি রাজ বাটীতে (রে) ফুল যোগাই কেমন ক'রে।
যামিনীতে কামিনী ফুল, নিত্যি নে যায় চোরে॥
চোকের মাথা কে খেয়েছে, মুচ্‌ড়ে কলি ভেঙ্গে গেছে,
আটাতে গাছ ভাসিয়ে গেছে, বোঁটায় নোক্‌সা মেরে॥

আমার এই বাগানের কুসুম তুলতে কি ভার বোঝা,
এ ফুলে কি পোড়া লোকের, হয় না শিব পূজা।

মালিনীর শুভ যাত্রা রাজ বাটীতে প্রবেশ।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল যৎ।

কোথা গো রাজ কন্যে, তোর জন্যে ভেবে বাঁচিনে,
জীবৎ মৃত্যু প্রায়, হয়ে আছি জীবনে।
সদা তোর ভাবনা ভাবি, চিরকাল কি অমনি রবি,
হর পূজে, বর কবে পাবি, দেখবো নয়নে।

মালিনী। রাজ নন্দিনি! প্রণাম হই, ফুল লও, কথা কও, অভিমান পরিত্যাগ কর।

বিদ্যা। এখন ফুল নিয়ে কি করবো, তুই ফিরে যা।

মালিনী। মালা নাও ফিরে চাও, কথা কও রাজ কন্যে,
দাসীর প্রতি এত রাগ, করেছ কি জন্যে।
দৈব যোগে এক দিন, গিয়েছিলেম মালঞ্চেতে,
ঘুরে মলেম, ফুল না পেলেম, শাস্তি বিধিমতে।
সাত দিক সাঁতারে বেড়াই, করে ধড় ফড়,
তার উচিত ফল কি, এই গালের মত চড়।

রাগিণী ছায়ানট—তাল তেওট।

ফুল নে গো রাজ নন্দিনি!
ধরি পায়, ক্ষমা দে আমায়,
ভাল দৈবে কি হয় না এমন বল শুনি।

না জানি কি বিধির ভুল, মালঞ্চে ফোটেনা ফুল,
(আমি) সেই গিয়েছিলেম না পোহাতে রজনী।

বিদ্যা। হাঁলো হারাম জাদি! ভয় নাই তোর মনে,
পূজার কাল গত ক'রে, ফুল দিলি এনে।
তোর বঁধুর ধূমে রাত থাকে না, ঘুম না ভাঙ্গে ভোরে,
ফুল তুল্‌তে বেলা হয়, আস্‌বি কেমন করে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

কত সব এ যাতনা তোর। (ও মালিনী লো)
ক্ষুধায় আকুল তনু পিপাসায় কাতর॥
নানাবিধ আয়োজন, ক'রে পূজার আসন,
পথ করি নিরীক্ষণ, দিবা হ'ল ঘোর॥

মালিনী। শুন শুন! বিনোদিনী, করিতে চিকণ গাঁথনি,
তাইতে অতি হইল বিলম্ব।
বাড়াইতে সুরাগ, উপজিল রাগ,
মালা নিরখিয়ে, কর অবলম্ব।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

আজ কেন এত রাগত আমার প্রতি,
দৃষ্ট মাত্র চিত্ত বয়ান, হইল বিকৃতি।
ধর ধর ফুল লও, হরষ হ'য়ে কথা কও,
মারত মেরে ফেলাও, হ'ক গো নিষ্কৃতি!

বিদ্যা। মালিনী মধুবতী হয়ে, থাক বঁধু লয়ে,

মিছে ভুলাইতে এলি মন।

বল করে ছলা আজ হ'ল বেলা,

করিতে চিকণ গাঁথন॥

বিদ্যা। মালিনী যত বুড় হচ্চিস্ তত তোর রঙ্গ ভঙ্গ বাড়্ছে, মিথ্যা কথায় দিন কাটাও।

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালী।

কর যুবতী হইতে নিত্য নিত্য বাসনা।

বারম্বার; আর সহেনা সহেনা প্রাণে, তোর যাতনা॥

যথায় রূপক যুবকগণ, সরঙ্গে সদা মগন।

তথায় মনন, এ তোর ভাল লাগে না॥

ছি ছি ছি ছি অসম্ভব, এ কেমন রীত তব,

বুড়াইলি তবু কি স্বভাব গেল না; (ইথে হয় কত লাঞ্ছনা)

দিন দিন তনুক্ষীন, হলে নয়ন বিহীন

মুখ দর্পণে দেখ না॥

মালিনী। ভাল বাসি দুসন্ধ্যে আসি তবু না পাই মন,

দিবা নিশি খেটে মরি, করে প্রাণপণ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তা।

হায়! কি দশা, এ তামাসা, মরি পরের তরে।

যার জন্যে সই চুরি করি, চোর ব'লে সেই বাঁধে করে॥

প্রেম বাড়াতে করলেম হিত, হিতে হ'ল বিপরীত,
তাতে না কত লাঞ্ছিত, পড়ে আতান্তরে।

বিদ্যা। ও মালিনি, যতই তুই বুড়ো হচ্চিস্ ততই তোর ঠাট বাড়্ছে।

রাগিণী মুলতান—তাল খেমটা।

আ-মরি! লাজের কথা, বলবো কি আর,
বুড় কালে কি যৌবনের বাহার।
জেগে ঘুমায় চক্ষু মুদে, থাক বঁধুর প্রেমে মজে,
এ বয়সে আর কি এমন, সাজে তোমার।

রাগিণী মুলতান—তাল যৎ।

মালিনী। আর কি সই যৌবনের গুমার আছে।
তবে ভাব লাভ করি, কার কাছে॥
মধু হীনে শুধু, কিসে রবে বঁধু।
কোথায় রসিয়া বিরসে বসেছে॥

মালিনী। রাজ নন্দিনি! কেমন মালা গেঁথে এনেছি দেখ দেখি।
বিদ্যা। দাও দেখি কেমন মালা গেঁথে এনেছ।
মালিনী। এই মালা নাও ধর, একটুকু যত্ন করে দেখ এর ভিতর কাজ আছে।

রাগিণী সুরট খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

আমার লাঞ্ছনায় প্রাণ গেল, হ'ল হিতে বিপরীত।
প্রাণ যায়, আর ফুকুরে কাঁদিতে নারি, সরমেরি দায়,
পরের মরণে মরি, আমি এ অবোধ নারী,
কি করি ঝকমারি, শাস্তি পেলেম সমুচিত॥
প্রাণপণে ভালবাসি, দু সন্ধ্যে দুবেলা আসি,
কোন দেষের নই দোষী, ওলো রূপসী,
আজ্ঞাকারী দিবা নিশি, মালা নাও, ফিরে চাও,
আছি চরণেতে বাঁধা, তোমা ছাড়া নহি কদাচিত॥

বিদ্যা। হাঁরে! তবু বলিস আমার গাঁথা মালা, ছাপালে কি রয়,
এই যে পত্র লেখা শ্লোক, নাম পরিচয়।

মালিনী। শোলক নয়, শোলক নয়, মালা গাঁথতে গোলাপ ফুলের কাঁটার আঁচড় নেগে, শোলোক হয়ে পড়েছে।

বিদ্যা। চিত্রময় শ্লোকে আছে, নাম, পরিচয়।
তবু বলিস আমার গাঁথা মালা, ছাপালে কি রয়?

মালিনী। আমার মালা গাঁথা রাখা, তাহাতে শোলক লেখা
শুন নাতনি না হয় প্রত্যয়।
গগনে হইল বেলা, সাজাইয়ে ফুলের ডালা
আনিয়াছি পূজার সময়।
রাজ নন্দিনি! শোলক লেখা ব'লে বিশ্বাস হয় না!

বিদ্যা। মালিনি! এ মালা কে গেঁথে দিলে বল? তোর হাতের মালা নয়, তোর হাতের মালা ত আমি চিনি, সত্য বল কে গাঁথলে?

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

এতো মালা তোমার গাঁথা নয়। (ও মালিনি লো)
আবার কি কাল ফিরে এল, তোর যৌবন সময়॥
নিত্য নিত্য এস যাও, রাজ মহলে ফুল যোগাও।
আজ এমন কথা কও কিসে হয় প্রত্যয়॥

মালিনী। ওগো রাজ নন্দিনি! কে আছে আমার ঘরে, মালা গাঁথবে তোমার তরে,
সেইটে ভেবে আছ কি রাগ ভরে?

রাগিণী মুলতান—তাল আড় খেমটা।

আমি মরি যার মরণে, আবার সে মারে তা সয় কি প্রাণে,
হাসি পায় দুঃখ ধরে অভিমানে আর বাঁচিনে।
কি দিয়ে জুড়াইব মন, খুঁজে বেড়াই ত্রিভুবন,
করলেম যত প্রাণপণ, ভস্মে ঘৃত ঢাললেম এনে।

বিদ্যা। মালিনি! একে নব স্বরাগিণী তরুণ তরণী, নবীন যৌবন ভরে,
করে টল টল সতত চঞ্চল, অস্থির কাম শরে॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

কি দেখালি উদাস কল্লি প্রাণ, হরে নিলি জ্ঞান।
মারলি কি বিরহেরি বাণ, (ওরে) পূরিয়ে সন্ধান ॥
অবলা সরলা পেয়ে, কি জানি মোহিনী দিয়ে।
দিলি আমার মন ভুলায়ে, এ আবার কোন ধ্যান ॥

মালিনী। আমি গাঁথিয়াছি মালা, করে কারিকুরী,
বলি শেষ দশাতে, ভাল বাসবেন রাজ কুমারী।
না জানি বিধির ফন্দী, হলেম অপরাধী,
ভাল কর্ত্তে মন্দ হয়, এখন অভিমানে কাঁদি।

রাগিণী বাহার—তাল খেমটা।

আপশোষে মরে যাই।
আর কবে বে হবে নাতনি দেখবো নাত জামাই ॥
আমি ভাবি নিরন্তর, কোথায় পাব বর,
আমি ভাবি আপন আপন, তুই ভাবিসলো পর ;
যেমন ভেবেছিলাম তেম্নি পেলেম, উচিত তার সাজাই ॥

বিদ্যা। ওলো আই ! শ্লোক বলব শুনবি নাকি ?

মালিনী। ওলো রাজ নন্দিনি ! মেয়েলি শোলক, এখন শোলক বলবে কি ? সন্ধ্যে বেলা শোলক শুনব।

বিদ্যা। এ মেয়েলি শোলক নয়, এ সংস্কৃত শ্লোক বলি শোন।

বসুধা বসুনা লোকে, বন্দতে মন্দ জাতি জম
করভোরুরতি প্রাজ্ঞে, দ্বিতীয়ে পঞ্চমেহপ্যহং।

মালিনী। পোঁ পাঁ, ভোঁ ভাঁ, সোঁ সাঁ ফরাসীর কথা ছাড়, বাঙ্গালা করে বলতে পার তবেই বুঝি।

বিদ্যা। তুই মালীর মেয়ে পাতা সোলা কেটে মরিস শ্লোকের কি ধার ধারিস বল।

মালিনী। আমি মালীর মেয়ে বটে, আমায় শোলক বুঝিয়ে দিতে হবে।

বিদ্যা। মালিনি! শ্লোকের মর্ম্ম বুঝিয়ে দিই শোন, অন্যমন হস্‌নি।

বিদ্যা। ওলো!

যদি কোন লোক মন্দ জাতি হয়,
বসু হেতু বসুন্ধরা, তাহারে বন্দয়।
করি সুত শুণ্ডসম, উরুকর শোভা,
রতির পণ্ডিত যেন, আমি তার লোভা।
লিখিলাম যে শ্লোক, তিন পদে দেখ তার,
দ্বিতীয় পঞ্চমাক্ষরে গণ তিন বার।
একত্র করিলে পরে, মোর নাম পাবে,
অপর সুধাবে যাহা, মালিনী কহিবে।

মালিনী তাঁর নাম শুনবি সুন্দর।

মালিনী। ওমা! এই যে সব টের পেয়ে গেছে গো।
তবে শোন নাতনি! বলি কানে কানে,
গোল মাল ক'রনা যেন না শোনে অন্য জনে।

পাইয়ে সুজন, রাজার নন্দন, রেখেছি আপন ঘরে.
সেই গাঁথলে হার ক'রে পরিষ্কার,
নাতনি তোমার মন ভুলাবার তরে।

রাগিণী বাহার—তাল খেমটা।

বাসনা অন্তরে, নাতিন্‌কে নে, প্রাণ জুড়াব সময় অনুসারে।
পাতলেম স্নেহের ফাঁদ, পড়বো প্রেমের চাঁদ,
মনে মনে হ'ল নাতনি কত না আহ্লাদ,
এখন সে সাধে বিষাদ ঘটিল পাষানে বুক ধ'রে॥

বিদ্যা। মালিনি! ঐ মালা আমায় দেখিয়ে খুন কল্লি।

একে তনু জর জর, মদনেরি পঞ্চশর, অহরহঃ হৃদে প্রহরণে,
কি ছার বিছার জ্বালা, তাহে নারি অবলা, কুলবালা কত সব প্রাণে

রাগিণী বিভাস—তাল চৌতাল।

হায় গো মালিনি, অস্থির প্রাণী,
বিরহিণী, মজিল কুল কামিনী।
নিরখিয়ে চিকণ হার, এবার প্রাণে বাঁচে ভার,
দহিছে তনু অনিবার, এতে কি বাঁচে রমণী।

মালিনী। কৌটায় কি আছে খুলে দেখ চন্দ্রাননী,
আলোয় আলোয় ভালোয় ভালোয় বিদেয় হই আমি।

রাগিণী কালেংড়া—তাল একতালা।

ভাল, ভালবাসা জানালে, আপনার তাই বলে,
মিছামিছি করলে রাগ, মুখ দেখে মুখ শাক হ'ল নয় সুরাগে বিরাগ
(ও) না জেনে (ও) না শুনে সাদা প্রাণে কালী দিলে।

মালিনী। এই নাও কৌটা, খুলিয়ে দেখ, কিন্তু সাবধান।

বিদ্যার ফুলের কৌটা দর্শন।

বিদ্যা। দেখিয়ে কৌটার কল, মন মদনে মাতিল,
খুলিতে ছুটিল শর, মম বক্ষেতে বিন্ধিল।
উহু উহু মরি মরি, আর সহিতে নারি,
অঙ্গ শিহরিল সখী, আমার ধর ধর,
কাঁপিতেছে কলেবর, প্রেম সিন্ধু উথলিয়া গেল।

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

একে কল করেছিস ফুলে, (মালিনী)
আমার লাগলো বুকে প্রাণ জ্বলে।
মদন জ্বালায় প্রাণ বিভোলা,
কত জ্বালা সয় অবলা,
আবার জ্বালার উপর দ্বিগুণ জ্বালা,
আবার এ কোন জ্বালা দিলি তুলে।

মালিনী। তোর জন্যে ফুল আনলেম্ তার প্রতিফল কি এই।

রাগিণী মূলতান—তাল আড় খেমটা।

ভাল ভালত ঝকমারি।
এখন মান অভিমান কোথায় করি॥
সাধের কাজল চখে দিয়ে, মুখ তুলে আর চাইতে নারি।
আগেতে ছিলনা বোধ, ফুরাইল জন্মের শোধ,
আছি যেমন চিনির বলদ, দিবানিশি আজ্ঞাকারী॥

বিদ্যা। তুই যে আমায় খুন করলি।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

একি কল বল করেছিস কি ফুলে,
দেখে এ রস নব তরঙ্গ, মদনে মাতিল অঙ্গ
শিহরিল সর্ব্ব অঙ্গ লেগে বক্ষঃস্থলে।
উড়্ উড়্ করে মন, কেন হলো গো এমন,
শিব পূজা হলেম ভ্রম গেলাম গো ভুলে॥

মালিনি! তার রূপ কেমন বল দেখি শুনি? সে পুরুষ কেমন।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠুংরী।

তার বরণ কেমন সেই বা কেমন পুরুষ সুন্দর
ধরে কিনা তোমার মনে পেয়েছ অন্তর।

সেই আমার আমি জানি কালী কুলাইলেন আনি,
তুমি উদ্যোগী মালিনী তোমাতে নির্ভর।

মালিনী। তার বদন নির্ম্মল চাঁদ নির্ম্মল তুলনা কিসে চাঁদের কাছে, জাননা যে হীরের মন ভুলেছে।

বিদ্যা। মালিনি! একবার দেখাবার কি হবে বল দেখি।

মালিনী। তোমার যে সখিগণ, এক এক ধিঙ্গী এক এক জন,
ছলে কত ইঙ্গিত উড়াবে।
কে দেখিবে কে শুনিবে, কি কর্ত্তে কি হবে,
লাভে হ'তে আমার গর্দ্দান যাবে।

বিদ্যা। সখিগণ আমার খায়, আমার পরে, যা বলি তাই করে, সখিগণে তোমার কি ভয়? তুমি একবার কোন মতে, দেখাও এনে চক্ষেতে, তবেই আমার প্রাণ সন্তুষ্ট হয়।

মালিনী। ওলো সহচরি রে! তোরা সব গৃহ ধর্ম্মের কাজ কর্ম্ম নিয়ে থাকবি। রাজ নন্দিনীর কি হবে একবার তা ভাবচিস্ না, ওকথা একবার মুখে আনিস্ না। আজ রাজ নন্দিনীর সঙ্গে, যে কথা আমার হচ্ছিল তার কিছু শুনেছিস্।

সখিগণ। ওলো মালিনি! ঠাকুরাণীর সঙ্গে যে কথা হচ্ছিল, সে আমরা শুনেছি, আমাদের সম্পূর্ণ মত আছে।

(আর) একা আছে ঠাকুরাণী ঠাকুর মিলাবে আনি
আছে সুখ এ হ'তে আর কি?
ঠাকুরঝির জুড়াবে প্রাণ, আমরা যোগাব জলপান,
দাসিগণে কে আছে অসুখী?

মালিনী। তোরা যদি ভরসা কর্ত্তে পারিস্ তা হ'লে আমি কোমর বেঁধে লাগি।

সখি। মালিনী তুই আন্‌তে পার্‌বি ত?

মালিনী। বল্‌না তোদেরও একটা একটা এনে দি।

রাগিণী পরজ বাহার—তাল তেওট।

তোরা বলিস ত আমি তারে আন্‌তে যাই।
কুঞ্জেতে একা বিরহিণী, মরে গো রাজ নন্দিনী,
বাঁচেতো সকলে বাঁচাতে চাই।
বিদ্যের বিদ্যে কাল হ'ল, পণে যৌবন বিকাইল,
ভেবে ভেবে সারা হ'ল, ডেকে সুধাই এমন কেহ নাই।

সখী। রাজ নন্দিনীর জন্য মালিনী আমরা মরমে মরে আছি।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল আড়া।

আমরা মরমে মরে আছি গো সজনি!
নয়নে না যায় দেখা, একা ঠাকুরাণী।
কি বলব হায় হায়! এ দুঃখ না সহা যায়,
বিদ্যের ভাবনায়, হৃদে দংশে ফণী।

মালিনী। ওলো! ফুটল কমল, শুকাল মধু, এলনা বঁধু,
অবোধ মেয়ে কি প্রবোধ দিয়ে, থাকবে শুধু শুধু।

রাগিণী জয় জয়ন্তী—তাল একতাল।

যৌবন যায় মরি হায় গো বিফলে।
কবে সে বঁধু আসিবে, বসিবে এসে হৃদ কমলে॥
বিষাদ চিত্তে একাকিনী, বিরস মনে বিরহিনী।
পতির জন্যে পাগলিনী, বয়ান ভাসে নয়ন জলে॥

বিদ্যার সহিত মালিনীর পরামর্শ।

মালিনী। ওগো রাজ কুমারি! সে যে বিদেশী পরের ছেলে
বেরয় না সহরে।
কোথায় আনিব, কেমন ক'রে
দেখিবে তাহারে॥

বিদ্যা। ওলো মালিনি! সহচরীদের মত আছেত, তারা কি বল্লে?

মালিনী। তোমা চাইতে বেশী, এক্ষণে কোথা আনব, তুমি কি করে দেখ্‌বে বল।

বিদ্যা। আমার বালাখানার কাছে, রথের নিকট,
দাঁড়াইবে ছদ্মবেশে, লোকে অকপট।
তুমি আসিয়া আমায়, জানাবে সংবাদ,
দেখিয়া মালিনী আমি, পুরাইব সাধ।

মালিনী। এই কথা রইল স্থির আজ আরত নয়,
আসি এখন পূজা কর বেলা অতিশয়।

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তা।

আজ আসি রূপসী তবে আসব সময় পেলে,
হল যখন মনের কথা প্রাণে তাকি ভোলে
দিয়েছ যে ভার, পরওয়াটা কি তার,
নারকেলেতে হ'ল যেমন জলেরই সঞ্চার
পঞ্চাশ ব্যঞ্জনোপরে দুধের উপর চিনি দিলে।

মালিনীর ভবনে সুন্দর।

সুন্দর। (স্বগতঃ) রাজবাটী থেকে এখনও মালিনী ফিরে এল না কেন? সে যে অনেকক্ষণ হ'ল গিয়েছে, ঐ যে মালিনী আসচে, মালিনীত কাঁচা মেয়ে নয়, সকল কাজে পাকা।

মালিনী আসীন।

সুন্দর। এস এস মাসি এস! খবর কি? মালা দেখে রাজকুমারী কি বল্লেন?

রাগিণী বাহার—তাল তেওট।

কি হ'ল কি করেছ বল।
পথ নিরখিয়ে ভাবিয়ে ভাবিয়ে,
তোমার আশায় প্রাণ গেল গেল।
প্রেমের প্রলাপ অতিশয়, কত মনে উদয় হয়,
তাতে আছে মানের ভয়, ভাবিয়ে ব্যাকুল।

মালিনী। প্রথমে ভৎ´সনা কত, গঞ্জনা লাঞ্ছিত,
মনে মনে ভাবিলাম, একটা হ'ল বিপরীত।
হার দেখে তুষ্ট হয়ে, দিলেন পুরস্কার,
এই দেখ গলে আমার, লক্ষ টাকার হার।

সুন্দর। ও তোমার পুরস্কারের কথা, আমার কথা কি বল্লে বল? আমি তোমার আশা পথ নিরীক্ষণ করে আছি। আর মাসী—

আমার নাকি গাঁথা মালায় নাম পরিচয় আছে,
তাই বলি মাসী বুঝিবা পড়েছে কোন প্যাঁচে।

মালিনী। প্যাঁচে পড়ব পড়ব মনে করেছিলাম,
আমি যাই মেয়ে তাই প্যাঁচ কাটিয়ে এলাম।
ওগো কালী বুঝি অনুকূল হয়েছে তোমারে,
দেখি যেন অকপটে বলিছে আমারে।
যাইতে বলেছে তোমায় রথের নিকট,
নজরে নজরে একবার দেখে আসবে চট।

তোমার জন্যে ঘরে বাইরে কর্ত্তেছে ছট ফট !
এখনি বলেছে বাছা তোমায় নিয়ে যেতে,
খেতে শুতে ঐ কথা ঘুম হয় না রেতে।

সুন্দর। তবে মাসী আমায় একবার নিয়ে চল।
মালিনী। থাম বেটা থাম ! তোর কি বে কল্লে ঘর চলে না।
সুন্দর। মাসী আর বিলম্ব কর না, আমাকে নিয়ে চল।
মালিনী। আর বরদাস্ত কর্ত্তে পারছ না, আহা বাছার মুখ যে ঘেমে উঠেছে।

রাগিণী মূলতান—তাল আড় খেমটা।

চল চল গুণমণি, ভ্রমরে না হেরে, আছে কাতর, সে কমলিনী।
মধুপাত্র করে লয়ে, আছে পথ নিরখিয়ে,
তোমারে হেরিয়ে ওসে প্রাণ জুড়াবে নলিনী।

মালিনী। বাছারে ! প্রেম যে কেমন বস্তু তাত জান না, না জানত শেখ।

রাগিণী মূলতান—তাল আড় খেমটা।

প্রেমের এই কয়েক নিশানা,
পিরীত করছে যখন আনাগোনা,
থু থু ফেলা, ঢেকুর তোলা, সেলাম ঠোকা, চোক্ মটকানা।

কেউ করে হাত জোড়, মাটীর যেন আঁমা পোড়,
ঠক্ বাছতে গাঁ ওজড় মনে তা বুঝে দেখ না।

সুন্দর। ওগো! তোমায় মাসী বলেছি, প্রেম শিক্ষার জন্যে।

মালিনী। এস বাছা! দেখাইগে তোমায়,
পীরিতের ঘটনা, লক্ষণে চেনা যায়।

ওগো বাছা! সুন্দর, এই রাজার রথতলা, এই খানে দাঁড়াও, কোথাও যেন যেও না, বর্দ্ধমান সহর বড় খারাপ, কারও পানে চেও না। আমি বিদ্যার নিকটে যাই, সংবাদ দিইগে। তুমি এমন ভাবে দাঁড়াবে, দেখলে যেন বিদ্যাবতীর মন ভুলে যায়।

বিদ্যার নিকট মালিনীর আগমন।

মালিনা। কোথা গো সহচরিরে! তোরা কি কচ্চিস্ বল।

সহচরী। ওলো মালিনি! এনেছিস্, দেখানা, দেখানা, কোথা আছে বল না।

মালিনী। ওলো ছুঁড়িরে! একি আকালের ভাত পেলি, যে খাবি। তোদের রাজনন্দিনীকে ডাক্। তোরা চল এক সমভি-ব্যাহারে, ছাতের উপর তেতালায় গেলে দেখতে পাবি।

সখী সঙ্গে বিদ্যাবতী মালিনীর সহিত ছাতের উপর উঠিয়া সুন্দরকে দর্শন।

মালিনী। দেখ কেমন রাজনন্দিনি! পুরুষ সুন্দর, তা না হ'লে রাখতে চায় কি, আমার অন্তর।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল একতালা।

ঐ দাঁড়ায়ে সইগো তোমার আশার আশা চাঁদ,
নয়ন জুড়ায় বয়ান হেরে, চক্ষু কর্ণের ঘুচলো বিবাদ।
আশ্বাস বাতাস পেয়ে, উদয় মেঘেতে লুকায়ে,
যাবে দৃষ্টি বরষিয়ে, ঐ বড় আহ্লাদ।

বিদ্যা। মালিনী অতি চমৎকার রূপ, জন্মাবধি এমন দেখি নাই। মালিনি! নির্জনে বসে বিধাতা গঠন করেছে।

রাগিণী বাহার—তাল খেমটা।

হেরে প্রাণ হরিষ হ'ল।
হৃদ কাননে, এত দিনে, কুসুম ফুটিল॥
সৌরভে গৌরব বাড়িল, ভ্রমর আসি প্রকাশিল,
দুঃখের নিশি পোহাইল, জীবন জুড়াল॥

বিদ্যা। উঁহার রূপ আমরা ভাল করে দেখেছি, উনি আমাদের দেখতে পেয়েছেন কি না সন্দেহ!

মালিনী! কি বল্লে? তোমরা উঁহাকে ভাল করে দেখেচো, তোমরা একবার দেখাবে।

বিদ্যা। মালিনী ঐ কথাই বটে, আমরা উহাঁর রূপ দেখেছি, আমাদের উহাঁকে ভাল করে দেখাওগে।

মালিনীর বিদ্যার নিকট হইতে সুন্দরের নিকট প্রত্যাগমন।

মালিনী। বাছা যেন আমার মা মরা ছেলের মত দাঁড়িয়ে আছে।

সুন্দর। তোমার হাতে পড়ে তাই হয়েছি বটে।

মালিনী। বাছা সুন্দর! ঐ দেখ ছাতের উপর বিদ্যাবতী সখী সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে।

সুন্দর! মাসী ছাতের উপর অনেকগুলি দাঁড়িয়ে আছে, উহাঁর মধ্যে কোনটী বল দেখি।

মালিনী। বাছা তোমার যেটীকে পছন্দ কর, সেটী ইহার মধ্যে বিবেচনা করে দেখ।

সুন্দর। মাসী মাঝ খানে নোলক নাকে, মুখটী হাসি হাসি ঐ যে রূপসী বিদ্যাবতী। উহার মুখ দেখে, আর রূপ দেখে আমার মন প্রাণ ভুলে গেল।

রাগিণী বাহার—তাল আড়া।

অপরূপ রূপ সাগরে, ডুবিল নয়ন।
বিষাদ পঙ্কে হারালেম, মোহন রতন॥
অগাধ আশা জল তায়, খুঁজিয়ে না পাওয়া যায়,
শক্রদল সেহালায়, না হয় দরশন॥

মালিনী। বাছা সুন্দর! এখন দেখা হ'ল ক্ষোভ মিটিল বাটী যাই চল,
আর যদি কোন কথা থাকে তবে ভেঙ্গে চুরে বল।

মালিনীর বিদ্যার নিকট গমন।

মালিনী। ওগো রাজনন্দিনি! কেমন দেখলে বল।
এখনি তার দোষ গুণ, উচিত কওয়া ভাল॥
এক্ষণে ছিলাম ভুট কথার কৌশলে,
মনে ধরে কি না উচিত বল্লে, ফিরে বাড়ী যাই চলে॥

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ—তাল আড় খেমটা।

আজ নলিনী ফাঁদে পড়েছে এবার।
অভিমানে জল শুকায়ে গেছে, যৌবন পঙ্ক সার॥
মনে মনে আপশোষ করি, ভ্রমরাকে দেখাতে পারি,
ভেঙ্গে যায় তার ভারি ভুরি মধু মত্ত সার॥

বিদ্যা। আই, দেখিলাম ভাল বটে রূপে গুণে,
চুপে চুপে এক দিন আনবার কি এখানে।

মালিনী। চুপে চুপে তোমার ঘরে, আনা তারে ভার।
রাত দিন পাহারা দিচ্ছে, চিস্তে চৌকিদার॥
পশু পক্ষী আদি যারে, এড়াইতে নারে।
বল দেখি এমন কর্ম্ম হয় কেমন ক'রে॥
লুকো লুকি ঢাকা ঢাকি, কাজ কি চন্দ্রামুখী।
রাজাকে রাণীকে বলে, কর বিয়ে তার লজ্জা কি?

রাগিণী বিভাস—তাল পঞ্চম সোয়ারী।

গোপনে মন মজালে, তিলাঞ্জলি দিয়ে কুলে।
প্রবৃত্তি না হবে তাতে, দ্বিগুণ আগুন উঠবে জ্বলে॥
পোড়া প্রেম কি ছাপা রবে, দুদিন বই সে প্রকাশ হবে।
মজিবে তারে মজাবে, বিদেশী সে পরের ছেলে॥

বিদ্যা। শোন হীরে চুপ চুপ, ইহা যদি শোনে ভূপ
তবে বিয়ে হয় কি না হয়,
গুণসিন্ধু মহারাজ, তার পুত্রের এমনি সাজ
বাবা কেন করবেন প্রত্যয়।
তাহারে আনিতে ভাট, গিয়াছে তাহার লাট
সে আইলে আসিত সে ভাট,
নস্কর আসিত সঙ্গে, শব্দ হত রাঢ়ে বঙ্গে,
হিরে! হাটের দুয়ারে কপাট?

তাই বলি চুপে চুপে, বিবাহ হ'ক কোনরূপে
শেষে কালী যা করেন তাই হবে।

মালিনী। রাজ নান্দনি!
প্রাণ উঠে শিহরিয়ে লুকায়ে করিবে বিয়ে
এ কথা ছাপা নাহি রবে,
ঠক্ ভরা দরবার এক কত্তে হবে আর
লাভে হতে আমার গর্দ্দান যাবে।

বিদ্যা। আজ তুমি এ বিপদের কর্ণধার।
পড়েছি অকূল নীরে করগো উদ্ধার॥
সেই আমার পতি হবে, বুঝিলাম অনুভবে।
বিধি নিধি নাহি দিলে, আর কেবা দিবে।

রাগিণী ভৈরবী— তাল আড়াঠেকা।

এনেদে বিনোদে আমার, কর়গো এই উপকার।
বাড়িল অনঙ্গানল, বিরহে বাঁচিনে আর॥
তোমা বিনে কে আর আছে জানাইব কার কাছে।
যে দুঃখ আমার হতেছে, বাঁচি কি না বাঁচি আর॥

মালিনী। রাজকুমারি! প্রাণ উঠে শিহরিয়ে,
লুকায়ে করিবে বিয়ে, এ কথা ছাপা নাহি রবে।
ঠক্ ভরা দরবার, এক কর্ত্তে হবে আর।
লাভে হ'তে আমার মাথা যাবে॥

রাগিণী মূলতান—তাল আড় খেমটা।

নাত্নি! এ হ'তে কি আছে।
কেন লজ্জাতে ধন, সোণার যৌবন, নষ্ট কর মিছে মিছে।
যত কিছু তোমার মন, কেউ হবেনা দুঃখের ভাজন;
কুজন কুযশ রটায় এমন পোকা পাড়ে জিয়ন্ত মাছে।

বিদ্যা। মালিনি! তো হতে হবে না।—
তবে ক'ও ক'ও কবিবরে, কোনরূপে আমার ঘরে
আসিতে পারেন যদি তিনি,
তবে পণে আমি হারি হইব তাঁহার নারী,
কৃষ্ণ যেমন হরিলেন রুক্মিণী।

রাগিণী ভৈরোঁ—তাল চৌতাল।

রেখলো যতনে মান্যবানে মানে মানে,
যেন অন্য কেউ না জানে।
আদরেরি ধন হবে, আদরে রাখিলে রবে,
অনাদরে পলাইবে, মনের অভিমানে।

বিদ্যা। আমি এক খানি পত্র লিখি তাঁহাকে দিও,
মালিনী যতন করে নিয়ে যেও।
এই পত্র নাও তাঁহাকে দিও।

মালিনীর বিদায়।

সুন্দর। এস এস মাসি এস! শেষ কি হ'ল?

মালিনী। এক খানি পত্র দিয়াছে।

সুন্দর। কি পত্র দাও, কি লিখেছে শুনবে?

মালিনী। কি পত্র লিখেছে, তাহা পাঠ কর শুনি।

সুন্দরের পত্র পাঠ।

সবিতা পদ্মাম্বুজানাং ভুবিতে নাস্ত্যাপি সমঃ
দিবি দেবাস্ত্যা বদন্তি দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহং

মালিনী। আমি ওসব কিছু বুঝিনা, ভাল করে বুঝায়ে বল।

সুন্দর। "কবিতা কমলে রবি, তুমি মহাশয়,
নরলোকে সম নাহি, দেব লোকে কয়।
লিখিনু যে শ্লোক, তিন পদে দেখ তার,
দ্বিতীয় পঞ্চমাক্ষরে, গণ তিনবার।
তিন অর্থে তিনবার, মোর নাম পাবে,
অপর শুধাবে যাহা, মালিনী কহিবে।"
বিধি মতে আমারে করেছেন বাখান,
লিখেছেন পত্রে অতি বাড়ায়ে সম্মান।
কঠিন দুরন্ত থানা, দোয়ারে দোয়ারে,
পাখী এড়াইতে নারে, মানুষে কি পারে?

মাসি সে ত সাধ্য পক্ষে নয়।
তবে যদি কোনমতে, কায় ক্লেশে হয়॥
আজ হইতে আমার, দৈবেতে হৈল মন,
করিব কিঞ্চিৎ আমি, কালীর সাধন॥
পূজার আয়োজন মাসি, করে দাও আমার,
হয় নাই ওগো মাসি আশার সুসার॥

মালিনী। ওগো বাছা সুন্দর! তোমার পূজার আয়োজন করে দি
তুমি পূজায় ব'স।

সুন্দরের কালী পূজা।

ভব কৃপয়া সদয়া গো! অভয়া অম্বিকে।
ভব রাণী ভবানী, মৃঢ়ানী চণ্ডিকে॥
ভবহরা ভবদারা, ভবার্ণবে তুমি তারা,
ভক্তজনের দুঃখ হরা, ওমা কর্ম্ম দায়িকে।
ছিন্ন মস্তা মুক্তকেশী. উমা, ধূমা শিব শশী,
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডাশী, চণ্ড নায়িকে॥

কালীর বর প্রদান।

সুন্দর। ওহে শুক ?

পূজায় তুষ্ট ভগবতী কৃপাবতী হয়ে,
সিঁদ কাটিবারে, দিলেন উপায় কহিয়ে।
তাম্র পাত্র সিঁদ মন্ত্র, করিয়ে লিখন,
আমার হস্তেতে কালা করিলেন অর্পণ।

শুক। মহারাজ ! কি মন্ত্র পাঠ করুন।

সুন্দরের মন্ত্র পাঠ।

ওরে ওরে কাটি তোরে বিশাই গঠিল।
সিঁদ কেটে বিঁদ কর, কালিকা কহিল॥
অথর পাথর কাট, কেটে ফেল হাড়।
ইট কাট মাটী কাট, মেদিনী পাহাড়॥
সুড়ঙ্গের মাটী কাটি, উড়াইয়ে বায়।
হাড়ির ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে, মা কালীর কৃপায়॥
উর্দ্ধে পাঁচ হাত, আড়ে অর্দ্ধেক তাহার।
স্থানে স্থানে মণি জ্বলে, হরে অন্ধকার॥

সুন্দর। ওহে শুক মন্ত্রের দেখ রঙ্গ!
মালিনী বিদ্যার ঘরে হইল সুড়ঙ্গ॥

শুক। মহারাজ! আপনি গমন করুন, আমি অতি সতর্ক থাকব

রাগিণী ললিত—তাল পঞ্চম সোয়ারী।

চলিল সুন্দর অতি মনোহর সাজিয়ে।
নিদ্রা যাই বলে ছলে, মালিনীরে ভুলায়ে॥
অশ্ব মন রথারূঢ়ে, প্রবেশে সুড়ঙ্গ দ্বারে।
তৃণ পত্র নাহি নড়ে, যায় কবি বিদ্যালয়ে॥

রাগিণী গারা ভৈরবী—তাল খেমটা।

সুন্দর। ভয়ে কাঁপেরে বুক, দেখরে শুক, সাবধানে রইও,
ডাকিলে মালিনী, একটু সতর্ক হইও।
দেখাওনা সুড়ঙ্গ দ্বার, যদি পড়ে দরকার,
আপনি করে হুহুঙ্কার, জবাব তায় দিও।

বৰ্দ্ধমান রাজবাটী।

বিদ্যার পূজার উদ্যোগ।

সখী। আপনি পূজায় বসুন, আমরা উজ্জুগ করে দি।

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

জয় দেগো মা কালী।
শিবে সর্ব্বস্ব-রূপিণী, আদ্যে সনাতনী, অচিন্ত ব্যক্ত করালী॥
দল বল সব যোগিনী সঙ্গে, মাভৈঃ মাভৈঃ ভ্রূকুটি ভঙ্গে,
বারেক কৃপা কর অপাঙ্গে, করি কৃতাঞ্জলি।

সখী। এ কেমন রাজনন্দিনী, পূজায় তৎপর,
না করে অর্চ্চনা আগে ভাগে মাগ বর।
বিদ্যা। ভুলিয়াছি সখী বটে, কর উপকার,
আজকার মত পূজার উদ্যোগ কর ষোড়শ উপচার

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

আমার বাঞ্ছা পূর্ণ কর।
জয় দুর্গে শ্রীদুর্গে দুঃখ সম্বর দুঃখ সম্বর।
পাপে হ'ল অঙ্গ ভারি, আর না রাখিতে পারি,
উপায় বল মা কি করি, যাতে তরি অলঙ্ঘ্য সাগর।

সখী। মালিনার বাটীতে বর আসিয়াছে শুনে,
পূজা আহ্নিক ভুলে গেলে, কিছু নাইক মনে।

বিদ্যা। শিব পূজার ব্যতিক্রম, সকলি মনের ভ্রম
সুস্থির না মানে আমার মন।
কতক্ষণে পাব দেখা আসিবে সে প্রাণ সখা
মিলনেতে জুড়াব জীবন॥

সখী। ওগো প্রথম প্রথম হয় এমন নূতন নূতন ছল।
তার পর কত শত, যায় রসাতল॥
তোমার এ নূতন ধারা, যা হয় না, হবার নয়।
মাটী কেটে আসবে ঘরে, সেও কি মনে লয়॥
লুকী বিদ্যে জানে যদি পারে কি সে হারে।
পক্ষ বিনে শূন্য ভরে উড়িবারে নারে॥

বিদ্যা। ওগো সুলোচনে! সে প্রাণনাথ বিনে
প্রাণ যে বাঁচে না।
কর্পূর তাম্বুল, লাগে যেন শূল,
গীত নাট্য ঝঞ্ঝনা॥
এ নীল কাপড় হানিছে কামড়
যেন কাল সাপিনী।
লজ্জা হইল কাল, শয্যা হইল শাল,
এতে কি বাঁচে প্রাণী॥
ওলো কোকিল কুহরে ভ্রমর ঝঙ্কারে
কানে হানে যেন তীর।

যত অলঙ্কার জলন্ত অঙ্গার
পোড়ায় মন শরীর ॥

সখিরে !

কর আমায় কোলে না হয় ফেল ভূমিতলে,
না হয় আমার প্রাণ বঁধু এনে দাও।
উহু মরি মরি আর সহিতে নারি,
আমার বেণীর বন্ধন খুলে দাও ॥
ওলো সুলোচনে ! ঐ কে আসচে দেখ দেখি।

রাগিণী মূলতান—তাল আড় খেমটা।

ঐ কে এল কে এল ও যার রূপে করে ভুবন আলো।
দেবতা কি কিন্নর, গন্ধর্ব্ব কি নর, ঠাওরাতে পারি না ভাল।
যেন গগন শশী, রাহুর ভয়ে, উদয় আসি,
বিধু মুখে মধুর হাসি, দেখে বিস্ময় জন্মিল।

বিদ্যা। নারী সমাজ মাঝে আছে ঘোর নিশি,
এ ঘরে কে উনি, উদয় দিলেন আসি।
উনি দেবতা কি যক্ষ, কি রক্ষঃ কি নর কি কিন্নর, কি গন্ধর্ব্ব
এসেছে কিজন্য, কি মানসে, উঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, উঁহাকে
দেখে সন্দেহ হচ্চে।

সখী। আপনি কে, কি মানসে এখানে এসেছেন, তা আমাদের
পরিচয় দিন।

রাগিণী মূলতান—তাল আড় খেমটা।

বলি কে তুমি কি ছলে, এখানে কি জন্যে, কেন এলে রমণী মণ্ডলে।
হংসিনী মণ্ডল যেমন সকল চঞ্চল হয়, হংস দেখিলে॥
আমরা নারী কুলবতী, সরমের ভয় করি অতি।
অবলা সরলার প্রতি, হবে কি অখ্যাতি, লোক জানিলে॥

সখী। চারিদিকে রক্ষক, সব করিছে রক্ষণ,
তার মধ্যে কিরূপে, আপনি করিলেন আগমন?
আপনার প্রাণে কিছু ভয় হ'ল না।

সুন্দর। তোমার ঠাকুর ঝির প্রতাপ এমনি,
আসিতে সুড়ঙ্গ পথ দিলেন মেদিনী।
আপনার ঠাকুর ঝির প্রতাপে আমার কোন ভয় নাই।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল আড়াঠেকা।

দিতে যে বসেছে রে প্রাণ, তার কিসের মরণের ভয়,
না মার মরিতে হবে, জানে সে মনে নিশ্চয়।
যার প্রতি যার মজে মন, অনলে পতঙ্গ যেমন,
পড়িলে অবশ্য মরণ, তথাচ পতিত হয়।

সখী। প্রাণ দিতে, কি নিতে এসেছ, তার কি নিশ্চয়,
চোরের আকার দেখি হয় না প্রত্যয়।

সুন্দর। সখিরে!
তপন আতসে ফোটে, বিবিধ কুসুম,
নকুলের আহার অহি, সে করে ভক্ষণ।

আমি তোমার অরি নহি, শুনলো রূপসি।
আসিয়াছি আশ্বাসে, বিশ্বাস হইলে বসি।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

যদি বল বিধুমুখী, থাকি নয়তো ফিরে যাই।
আসিয়াছি আশ্বাসে, বিশ্বাস কর এই চাই॥
তব রূপ গুণে প্রেয়সী, হইয়াছি সন্ন্যাসী,
ঢাকিলে বদন শশী, বল কি দেখে জুড়াই॥

সখী। মহাশয়! আপনি পরিচয় দিন, তবে ত আমাদের মনের সন্দ যাবে।

সুন্দর। কাঞ্চীপুর গুণসিন্ধু, রাজার তনয়,
সুন্দর আমার নাম, শুন পরিচয়।
আসিয়াছি তোমার, ঠাকুর ঝির পাশে,
বাসা করি আছি, হীরে মালিনীর বাসে।
প্রতিজ্ঞার কথা নিয়ে গিয়েছিল ভাট,
পত্র পাঠ দেখিতে আইলাম সেই লাট।
বিচার হবে কি প্রথমে অবিচার,
অনাহুত অতিথির, নাহি পুরস্কার।

রাগিণী মূলতান—তাল আড়খেমটা।

আমার নির্ব্বাণ অনল, প্রবল করলে নয়ন মারুতে,
আর কিছু উপায় নাই, তায় নিবর্ত্তিতে।

অন্তরে বিফল সদা চক্ষে পড়ে জল,
মদনে মাতিল অঙ্গ ভাবে ঢলাঢল ;
না জানি সে আশার সুফল ফলিবে কোন তরুতে।

বিদ্যা। সখিরে। উহাঁকে বসিতে আসন দাও। অমন করে
থাকা উচিত নয়।

সখি। ভাঙ্গা গড়া সহজ কর্ম্ম, পরের মন যোগান,
সর্ব্বস্ব পণ, কল্লে মন পায় না যেন।
মহাশয়! এই সিংহাসনে বসুন, কিছু মনে করবেন না।

সুন্দরের সিংহাসনে উপবেশন।

সুন্দর। অপরূপ দেখিলাম বিদ্যার দরবার,
রসবতীর রস লীলা, বোঝা কিছু ভার।
তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে,
তারাগণ লুকাইতে, চাহে পূর্ণ চাঁদে।
অঞ্চলে ঢাকিতে চাহে, কমলের গন্ধ,
মাণিকের ছটা কি, কাপড়ে থাকে বন্ধ।
দেখা মাত্র চিনিয়াছি, কহিতে ডরাই,
দেশের বিচার কিম্বা হারিয়ে হারাই।
হারিয়ে লজ্জার হাতে, কথা নাহি যার,
সে কেন প্রতিজ্ঞা করে, করিতে বিচার।

সখী। কবি মধ্যে মহা কবি, তুমি কবিবর,
আমাদের কি সাধ্য, দিতে তোমার উত্তর।
আমরা যদি কথা কই, একে হবে আর,
পড়িলে ভেড়ার শিঙ্গে, ভাঙ্গে হীরের ধার।

সুন্দর। বল তোমার ঠাকুর ঝি, কি দেন উত্তর,
নিশি যায় কথায়, কি জুড়াবে অন্তর।

রাগিণী খাম্বাজ— তাল একতালা।

তোমার আশায় এই চারিজন,
প্রাণ, মন, নয়ন, শ্রবণ।
শ্রবণে শুনিয়ে গুণ, মননে বাড়িল আগুন,
নয়নে হেরিয়ে খুন, হতেছে দাহন মন।

বিদ্যা। সখিরে!
চোর বিদ্যা, বিচারে আমার নাহি পণ,
চোর সহ বিচার কি করে সাধু জন।

সুন্দর। সৃষ্টি ছাড়া উল্টা ধারা বিচার এদেশে,
উলটিয়া গৃহে চোর বাঁধে বুঝি শেষে।
কটাক্ষেতে মন চুরি, করিলেক যেই,
মাটি কেটে প্রবেশিতে চোর বলে সেই।

রাগিণী ইমন ভূপালী—তাল কাওয়ালী।

সজনিরে! একি কথা শুনি অসম্ভব।
সম্ভব নয়, কোথা হয়, কেবা কয়, সুজন কুজনেতে প্রণয়॥

(কভু নয় সবিনয় পরিচয়.)
দেখ দন্তেতে জিহ্বাতে উভয়,
কে কারে করে গৌরব ॥
নকুল অহিতে কোথা, হইয়াছে মিত্রতা,
তপন আতসে যথা, থাকে না ফুল সৌরভ ॥

সুন্দর। আত্ম তত্ত্বে বিধু মুখী যদি দেহ মন।
অবশ্য জানিবে আত্মা পর হয় আপন ॥

রাগিণী ঝিঝিট—তাল পোস্তা।

নয়নে নয়নে বয়ান হেরে, প্রাণ বাঁচে কি করে।
তা নইলে পতঙ্গ কেন, অনলে পুড়ে মরে ॥
দেখ তার নিদর্শন, অস্ত্র ক'রে ধারণ,
সুস্থির নহে কদাচন, অবশ্য অঙ্গে প্রহারে ॥

হেন কালে ময়ুর ডাকিল গৃহ পাশে
কি ডাকিল বলে বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে।

বিদ্যা। ওলো সহচরি! আমার গৃহের পাশে কি ডাকিল বল দেখি?

সুন্দর। ছল করে বিদ্যাবতী সখীরে কহিল,
সখী উপলক্ষ্য মাত্র, আমায় জিজ্ঞাসিল।
আমার ঠাঁই রাজ কুমারী, শুন বিশেষ করি,
যে ডাকিল গৃহের পাশে, কহিব সুন্দরী।

শ্লোকঃ

গো মধ্যমধ্যে মৃগাগোধরে হে !
সহস্রগোভূষণকিঙ্করাণাম্।
নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্বা
ন দন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ।

অর্থ

গো শব্দে নানার্থ অভিধানে দেখ ধনি।
এখানে গো শব্দে সিংহ লোচন ধনী॥
সিংহের মাঝার সম মাঝার বলন।
মৃগের লোচন সম, তোমার লোচন॥
সহস্র লোচন ইন্দ্র, দেবরাজ ধীর।
তাহার কিঙ্কর মেঘ, গরজে গভীর॥
তাহার শুনিয়া নাদ, মাতি কাম শরে।
পর্ব্বত ধরণী ধর, তাহার শিখরে॥
লোচন শ্রবণ পদে, বুঝহ ভুজঙ্গ।
তাহার ভক্ষক ডাকে ময়ুর বিহঙ্গ॥

সখিরে ! ওটা ময়ুর ডাকিল।

বিদ্যা। সখিরে!

উহাঁকে জিজ্ঞাস নির্জ্জাশ,

এখনি রচিল কি উহাঁর ছিল অভ্যাস।

সখী। মহাশয়!

এই শ্লোকটী রচনা করিলেন কি আপনার অভ্যাস ছিল?

সুন্দর। তোমার ঠাকুরঝি যদি, আমার প্রতি করে অবলোকন,

সহস্র সহস্র শ্লোক করিতে পারি নূতন রচন।

সখী। মহাশয়!

উত্তমে উত্তম মিলে অধমে অধম,

কে কোথা মিলেছে বল, উত্তমে অধম।

আপনি যেমন দেখছি, আমার ঠাকুরাণী তেমনি, এ সকলই বিধাতার ঘটনা।

২য় শ্লোক।

স্ব যোনিভক্ষধ্বজসম্ভবানাং

শ্রুত্বা নিনাদং গিরি গহ্বরেষু।

তমোহবিম্ব প্রতিবিম্ব ধারী,

রুবাব কান্তে পবনাশ নাশঃ।

অর্থ

আপনার জন্মস্থল ভক্ষয়ে অনল।

তাহার ধ্বজা ধোঁয়া উঠে গগন মণ্ডল।

তাহাতে জনমে মেঘ, শুনি তার নাদ।
পর্ব্বতে থাকিয়া সেই গণিল প্রমাদ॥
পবন অশন করে, অরি চাঁদ যেই,
যার পুচ্ছে চাঁদ চাঁদ ডাকিলেক সেই।

সুন্দর। সখি! তোমার ঠাকুরঝি কে বল, ময়ূর ডাকিল।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

মনের সাধে কি করে।
যার যা কপালে লিখন, তার অধিক হ'তে নারে।
সুখ ইচ্ছা সকলেরি, কে বলে সই দুঃখ করি,
দুঃখ সুখ সম করি, ভাব অন্তরে।

বিদ্যা। আত্ম তত্ত্বে স্ত্রীলোকের নাহি অধিকার,
স্থিতি-শাস্ত্রে, স্ত্রীলোকের নাহিক বিচার।

সুন্দর। তবে কারে বলে হার,
মনে মনে বিধুমুখী করহ বিচার॥

বিদ্যা। হারিলাম তোমার সঙ্গে, ভঙ্গ হ'ল পণ,
এস এস বর মাল্য করিহে অর্পণ।

রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

কি হবে কি হবে, আমি উপায় পাই না ভেবে।
আই মা এমন কর্ম্ম, কেমন ক'রে হবে॥

মরতে ত ভয় সকলকার, মরণের বাকী কি আমার।
যদি লোকে করে প্রচার, তবে কে বাঁচাবে॥

সখী। গোপনে গোপনে পণ ভঙ্গ, মাল্য বদল হ'ল সাঙ্গ
এখন বসে বসে দেখ রঙ্গ, ওলো সহচরি,
জানি না পিতা মাতা ; ফুরিয়ে গেল বিয়ের কথা
কার ঘাড়ের উপর দুটা মাথা, রাখবে গোপন করি।
পরস্পর কানা কানি, হবে লোক জানা জানি,
শেষে আমাদের টানাটানি, ঐ দুঃখেতে মরি।
মুখে মধু বিষ অন্তরে, শাঁক বাজাইয়ে নে যাই ঘরে,
বরণ ডালা মাথায় ক'রে, হাতে লয়ে জলের ঝারি॥

১ম সখী। বিবাহত হবে, বর কর্ত্তা কে হবে, আর কন্যা কর্ত্তা কে হবে?

২য় সখী। ওলো বরকর্ত্তা বর হ'ক, কন্যে কর্ত্তা কনে,
উভয়েতে মন যার, কি করিবে অন্যে।
তবে বিবাহ হ'ক, উদ্যোগ কর, আর জল সয়ে নিয়ে এস।

রাগিণী বাহার—তাল খেমটা।

তোরা সব জল সইয়ে নে।
বাসর ঘরে বসব ঘেরে, ঠাকুর জামাইকে।
জলের ঝারি ধর ধর, বরণ ডালা মাথায় কর,
ঠাকুরঝির আজ পোহাবার, সুখের পাশা পড়েছে॥

৩য় সখী। আমরা সকলে মিলে উলুধ্বনী দিয়ে
ঠাকুর জামাইকে নিয়ে আদর করি।

রাগিণী বাহার—তাল খেমটা।

তোরা সব উলুধ্বনী দে।
বিরহিনী বিদ্যাবতীর কপাল ফিরেছে॥
ঠাকুরঝিকে পাব বলে, কত এলো কত ছলে।
মনোমত ধন বিধি দিলে, থাকব সবাই আমোদে॥

সুন্দরের বাসর শয্যা ইতে গাত্রোত্থান

রাগিণী ললিত ভৈরব—তাল আড়াঠেকা।

সুন্দর। গা তোল গা তোল ধনি রজনী পোহাইল,
তপনাগমন হেরে, শশী স্বস্থানে চলিল।
দিবাচর গণ প্রায়, দিক্ দিগন্তরে ধায়,
জাগিল লোক, অভিপ্রায় কেমনে রহিব বল।

রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

অন্তরে থাকিলে ভেবে কিছু থাকে না অন্তরে,
প্রতিক্ষণে অদর্শনে, প্রাণ জারে বিচ্ছেদ শরে।
দেহে মাত্র প্রাণ আছে, লোক দেখান মিছে মিছে
মন বাঁধা তোমার কাছে, বেঁধেছ প্রেম ডোরে॥
আকাশেতে দিন মণি, ধরাতলে কমলিনী,
মনে মনে ভাল জানি, দৃষ্টানলে পুড়ে ম'রে।

শ্লোকঃ।

বিদ্যা। গিরৌ কলাপী গগণে পয়োদা,
লক্ষান্তরে ভানু রুদেচ পদ্মং।
ইন্দুর্দ্বিলক্ষং কুমুদস্য বন্ধু,
যো যস্য হৃদ্যো নহি তস্য দূরং॥

অর্থ

শৈল শিরে, সুখে নৃত্য করে শিখীবর,
অনন্ত বিমান পথে রহে জলধর।
লক্ষ যোজনের পথে, রবি শশী ভায়,
কমলিনী কুমুদিনী ফুটিছে ধরায়।
কত দূরে পরস্পরে করিছে প্রণয়,
যে যাহার প্রিয় সে ত কভু দূরে নয়।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালী।

সুন্দর। বিধুমুখী বদন তুলে চাও (লো)।
বিধুমুখী বদন তুলে চাও, দুটো কথা কও॥
নিশি যায়, হায় হায়! ধরি পায়,
পাত মন, এ কেমন প্রাণ ধন,
কিসে হ'লে জ্বালাতন,
কথান্তরে মনান্তর, অভিমানে কেন রও॥
ক্ষমা কর অপরাধ, অল্পেতে কেন প্রমাদ,
নিরাশ হৃদি আকাশে, চাঁদ হয়ে উদয় হও॥

রাগিণী বিভাস—তাল আড়া।

বিদ্যা। দেখ দেখ রেখ প্রেম, অতি হে গোপনে। (**রসরাজ**)
দিওনা দিওনা দুঃখ অবলার সরল প্রাণে ॥
মজেছি সুখের লাগি, ক'র না দুঃখের ভাগি।
এ প্রেমে হলে বিরাগী, মরিব হে ততক্ষণে ॥

রাগিণী মঙ্গল বিভাস -তাল কাওয়ালী।

সুন্দর। শ্রবণ, মন, নয়ন, আজি প্রাণ বাঁধা ধনি তোমার **ঋণে**।
সদা সুখে অসুখী, বিধুমুখী তোমা বিনে ॥
যে যন্ত্রণা প্রতিক্ষণে, চকোর, যেমন চন্দ্রহীনে।
ভিজে কাঠ পোড়ে উননে, যেমন জলন্ত আগুনে ॥

রাগিণী পরজ—তাল যৎ।

বিদ্যা। সখা! দাসা ব'লে, দেখ হে রেখ মনে।
মানে মানে অতি হে যতনে ॥
যেন অন্যে কেহ না জানে,
আমি সঁপেছি প্রাণ তব করে গোপনে ॥
মরিব অদর্শনে, বারি বহে হে দুনয়নে,
ভাবিরে প্রাণ কতক্ষণে, দেখা হবে তব সনে ॥

রাগিণী ললিত—তাল ঠেকা কাওয়ালী।

সুন্দর। ভোর হইল রজনী (ধনি)।
বিপক্ষ জাগিলে বিপদ, বিদায় দাও বিধুবদনি ॥

সুখহরা শুক তারা, উদয় দিলে ক'রে ত্বরা,
সচৈতন্য হ'ল ধরা, আগত দিনমণি ॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

বিদ্যা। যাবে যাও সখা যাও হে, তাহে কিছু ক্ষতি নাই।
মনে হলে তোমা বলে, সময়ে যেন দেখা পাই ॥
তুমিত এখনি যাবে, আমি রব এই ভাবে,
কিসে দুঃখ নিবারিবে, মনে মনে ভাবি তাই ॥

সখিরে! এই যে সকল কারখানা যেন মালিনী
না শোনে সাবধান, সাবধান।

রাগিণী কেদারা—তাল কাওয়ালী।

গত নিশি, নিশি জাগরণে। (প্রাণে)
সদা শশঙ্কিত চিত, ধৈরজ না মানে,
আন্ চান্ প্রাণ করে সদা, পাছে কথা মালিনী শুনে ॥
সই তোয় করি সাবধান ক'রনা প্রচার,
যত দিন গোপনে রয়, জানাব না বাপ মায়,
সহচরী মরি গো লজ্জায়,
শেষে কালী যা করেন ব্যানে ॥

দ্বিতীয় পালার অবতরণিকা।

শুন হে রসিক জন, বিদ্যা সুন্দর উপাখ্যান,
কত বড় নাগরের নাগরালী
মালিনীরে ফাঁকি দিয়ে, বিদ্যাবতী প্রাপ্ত হয়ে,
রাজ অগ্রে করে চতুরালী॥
হয়ে ছদ্ম সন্ন্যাসী, রাজ সভায় নিত্য আসি,
কৌতুক করেন রাজ সভায়।
দারুণ দুর্দ্ধর্ষ দেখি, সভাসদ হয়ে দুঃখী,
কি করিবে না পায় উপায়॥

রাগিণী মূলতান—তাল যৎ।

রসিক সুজন, নারীর মন রঞ্জন,
প্রিয় সনে সংগোপনে,
করে সুখে আলাপন॥
মালিনীকে বলে ছলে, কই তারে এনে দিলে,
উভয়ের প্রেম অস্তঃশিলে,
বহে ফাল্গু নদী যেমন॥

বৎসর পনর ষোল, হইল বয়ঃক্রম,
ভেবে মরে রাজা রাণী হইল বিষম ॥
মাটির ভিতর আনাগনা এমন কার সাধ্য বলনা,
বিনা দৈবের ঘটনা না হয় ঘটন ॥
রঙ্গ রসে সুন্দর, রঙ্গে ভাসে রস রাজ
বিরাজিত মত্ত অতি রতি রসে,
মালিনীর হা বৃত্তান্ত, কিছু নাহি পায় অন্ত,
প্রিয় লয়ে প্রিয় কান্ত প্রেয়সী ভাসে ॥

রাজ সভা দেখিতে সুন্দরের হইল মন।
ছাই মেখে সন্ন্যাসীর বেশ করিল ধারণ ॥

জমাদার। মহারাজ! এক সন্ন্যাসী দরজা মে খাড়া হ্যায়।
রাজা। সন্ন্যাসীকে আনে বোলো, দরজা ছোড় দেও।

সুন্দরের সন্ন্যাসীর বেশে আগমন

রাগিণী ভৈরবী—তাল কারফা।

দেখরে পেয়ারে ক্যায়সে মেরে আজ ভালা যোগী
ছাই মন্ মন্ ভূষণ তন্ মন, মন্ মন্ মে বৈরাগী ॥
শিরে জটা মুকুট সোঁহে গলে দোলে পাট্টা,
ভালে সোঁহে তিলক্ জটা, মুখে হর হর লাগি ॥

ব্যোম্ ব্যোম্ হরে হরে ॥

মহারাজ আশীর্ব্বাদ।

রাজা। প্রণতঃ হই সন্ন্যাসী গোঁসাই।

আসুন আসুন সন্ন্যাসী গোঁসাই! এসেছেন কি মনে?
আপনার আসন কোথায়, যাবেন কোন স্থানে?

সন্ন্যাসী। মহারাজ—!

আমার আসন সদা বদরিকা আশ্রমে।
আসিয়াছি, যাব তীর্থ সাগর সঙ্গমে॥
এখানে আসিয়া এক শুনিলাম সংবাদ।
আসিয়াছি রাজারে করিতে আশীর্ব্বাদ॥
রাজার তনয়া না কি, অতি বিদ্যাবতী।
শুনিলাম রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী॥
করিয়াছে প্রতিজ্ঞা, লোকে বলে এই।
বিচারে জিনিবে যে, পতি হবে সেই॥
অনেকে আসিয়া, না কি গি[illegible] হারিয়া।
দেখিতে আইনু সেই কৌতুক শুনিয়া॥
দেখিব বিদ্যায়, কেমন বিদ্যায় অভ্যাস।
নারীর এমন পণ একি সর্ব্বনাশ॥

রাগিণী ভূপালী—তাল চৌতাল।

প্রঘট শ্রীচৈতন্য দেব দেব নদীয়া, নাগরালী।
জগন্নাথ মিশ্রীকো ঘরি, সাঁচিকো সবেকো উদ্ধারে।
দাম্বোদর নমঃ জিন, কোটী চন্দ্র মুখ মণ্ডলন।
মঙ্গলেশ হরের্ নাম সঙ্কীর্ত্তন সব ঘর ঘর॥

রাজা। উদাসীন সন্ন্যাসী তুমি বেড়াও তীর্থে তীর্থে।
নারীর প্রতিজ্ঞা শুনি, এলে কি নিমিত্তে॥
যখন নারীর প্রতিজ্ঞা শুনে হলে অভিলাষী,
বুঝিলাম তুমি হবে, ভণ্ড সন্ন্যাসী॥
যেমন রাবণ, সন্ন্যাসী হয়ে, পঞ্চবটী বনে,
রামের সীতা হরেছিল, শুনেছি রামায়ণে॥
সেইরূপ, দেখে তোমায়, সন্দ হল মনে।

রাগিণী বাহার—তাল তিওট।

তুমি যোগী কি প্রকৃত বৈরাগী,
বিরাগী কি অনুরাগী, বল হে গৃহত্যাগী কি জন্যে।
দেখে এ আকার, চেনা ভার যৎ সামান্যে॥
ধর্ম্ম আশ্রিত লোক, অহিংসক অযাচক,
নিবাস সতত অরণ্যে,
থাকেনা লোকালয়, অজ্ঞাতে সদা রয়,
তাদের যে দেখা হয় বহু পুণ্যে।

সন্ন্যাসী। মহারাজ
নারীতে প্রতিজ্ঞা করে এ বড় কৌতুক,
তার সঙ্গে বিচার করিবে কোন বেটা অজবুক॥
আমি না কি উদাসীন, সন্ন্যাসী, আমার লজ্জা নাই,
তাই বলি! গোবিন্দ দেন যদি, সেওড়া তলায় আম পাই॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

নারায়ণ নর এশ সখিয়া, আঘট বিনা রহা নাহি যায়,
যাকে বিশ্বেশ্বর পূজিয়ে ॥
মণিকর্ণিকা কি ঘাটে, কিয়া আস্নান্ ,
চল সখী মিলি পূজন করিয়ে ॥
ক্যাসে পূজিয়ে লছমন রাম,
পাথলকে এক মূরৎ বানায়ে।
দেওয়াল পাঠে দিয়া বৈঠা,
ক্যায় সে পূজে মায়ী অন্নপূর্ণা ॥

রাজা। তুমি ভাট কি সন্ন্যাসী, নাগা কি ফকির।
কি ভণ্ড তোমায় চেনা ভার। তুমি যদি
প্রকৃত সন্ন্যাসী হবে, তা হলে তুমি হরিপদ
চিন্তা করিবে, গুরু পদ চিন্তা করিবে,
তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিবে। অনিত্য চিন্তা
করে বেড়াও কেন ?

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

সদা হরি পদ তব চিন্তে।
তা না করে ফির্ছো মায়া ঘোরে, বিষয় অপযশ কিন্তে।
শাক্ত কি পরমার্থ, সূর্য্য জ্ঞান তত্ত্ব,
শিবভক্ত কি তা পারি না চিন্তে ;
মেখে ভস্ম রাশি, হয়েছ সন্ন্যাসী, রিপু পার না জিন্তে ॥

সন্ন্যাসী। মহারাজ!

বিচারে তাহার সঙ্গে, আমি যদি হারি।
ছাড়িয়ে সন্ন্যাস ধর্ম্ম, দাস হব তারি॥
গুরু কাছে মাথা, মুড়ায়েছি একবার।
তারে গুরু মানিয়া, মুড়াব জটা ভার॥
সে যদি বিচারে হারে, তবে রবে লাজ।
উদাসীন সন্ন্যাসী, আমি, আমার তাহে কি কাজ॥
তবে যদি সঙ্গে দেহ, প্রতিজ্ঞার দায়।
নিযুক্ত করিয়ে দিব, শিবের সেবায়॥
ধরাইব জটা ভস্ম, পরাইব ছাল,
গলায় রুদ্রাক্ষ করে স্ফটিকের মাল॥
তীর্থে তীর্থে লয়ে যাব দেশ দেশান্তরে।
এমন প্রতিজ্ঞা যেন, নারী নাহি করে॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল কারফা।

যোগী যোগী একবাৎ জুদা সম্‌রে হরে হরে রাম
শাঁই জো শাই জানে,
কোন্ কো, কো পাছানে,
যো যো রহে ধ্যানে, জানে গুরুকো নাম॥

গয়া গঙ্গা বারাণসী—প্রয়াগ বৃন্দাবন।
করিলাম আমি নানা তীর্থ পর্য্যটন॥

এখানেতে শুনিলাম বিদ্যার প্রসঙ্গ।
পত্র পাঠ দেখিতে আইলাম সেই রঙ্গ ॥

আমি ভাট হই, নাগা ফকির হই, সন্ন্যাসী হই, বিচার কর্ত্তে এসেছি বিচার করিব, বিদ্যাকে দেখাও বিচার করিব।

রাগিণী ভৈরবী—তাল যৎ।

যো দিন দিয়া সাধু, করলে গুজারা।
সাহেব মেরা সবসে লেহারা ॥
ঘাস কি টাট্টি বানায় নেরে সাধু,
মুরদ কাহে ঘর, তেরা কি মেরা ॥

রাজা। ও হে সভাসদ!
তেজ পুঞ্জতে দারুণ, সন্ন্যাসী দেখি এটা।
হারে যদি, ইহার জটা মুড়াইবে কেটা?
হারিলে ইহারে না কি কন্যা দেওয়া যায়,
গুণ হয়ে দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায় ॥

সভাসদ। মহারাজ! পেটুক ভণ্ড সন্ন্যাসী ও কে না কি বিদ্যা দেখান যায়, কিছু খাবার দেন চলে যাগ।

সন্ন্যাসী। মহারাজ!
আজ আমি যাই কাল আসিব প্রভাতে,
কিন্তু হবে তোমায়, বিদ্যাকে দেখাতে ॥

রাগিণী বিভাস—তাল কারফা।

আজু মাড়াহিয়া মেরে, শুনাদে যোগী মেরো।
(শুনা দে যোগী মেরো)
রাম গিয়া রামজী, যোগী গিয়া হ্যায়।
পড়ি রহি আসনে ধুনী মে যোগী মেরো॥

রাগিণী ইমণ—তাল যৎ।

রাজা। বিষম বিষম চিন্তে, ভেবে প্রাণ যায়, মরি হায় হায়!
হায় কেন মাটি খেয়ে পড়ালাম বিদ্যায়।
লাজে বাজে লোক মাঝে, কহা নাহি যায়,
সে দিন সুদিন কবে, সুপ্রভাত রজনী হবে,
বিদ্যায় বিদ্যায় হারাবে, পাবে কে কোথায়?
দিবসে না হয় তৃপ্ত, করিলে ভোজন,
নিশিতে না হয় নিদ্রা, করিলে শয়ন,
দিবা নিশি ওই কথা, কারে কব মর্ম্ম ব্যথা,
যে দুঃখ সর্ব্বদা হতেছে আমার॥
বিদ্যাকে শিখায়ে বিদ্যা ভাল ত লাঞ্ছিত,
কোথা যাব কি করিব, সদা বিচলিত॥
যে যেখানে পণ শোনে আগু পাছু মনে গণে,
অপমানের ভয়ে প্রাণে, আসে না ত্বরায়॥
বর আনিতে গঙ্গা ভাট, গেছে কাঞ্চীপুর।
সে আসিলে তবে হয়, দুঃখ যায় দূর॥

শুনেছি তাহারি সুত, রূপে গুণে অদ্ভুত।
সর্ব্ব গুণে গুণ যুত, সকলে বাখানে॥

সখীদের উক্তি।

১ম সখী। ওলো সহচরি! একটা কথা শুনেছিস্।

২য় সখী। কি আশ্চর্য্য কথা! বল দেখি;—

৩য় সখী। রাজ সভায় একটা পরম পণ্ডিত সন্ন্যাসী এসেছে, আমাদের ঠাকুরাণীর সঙ্গে বিচার করবে বলে, এক্ষণে উপায় কি?

১ম সখী। ওলো! রাজ সভাতে এমন কত শত নাগা, ফকির, ভাট, সন্ন্যাসী আসে, যে যেমন সন্ন্যাসী হয়, সে তেমন পুরস্কার পেলে চলে যায়।

২য় সখী। ওলো! সে পুরস্কারের সন্ন্যাসী নয়, আমাদের ঠাকুরাণীর সঙ্গে বিচার করবে বলে এসেছে।

৩য় সখী। এখন আমরা ভেবে করব কি? যার কথা তারে জানাইগে চল্! তিনি যা উপায় করবেন সেই উপায়ই উপায়, নচেৎ সকলই নিরুপায়।

১ম সখী। তবে সকলে মিলে যাই চল।

বিদ্যার নিকট সখীদের গমন।

ওগো রাজনন্দিনি! প্রণাম করি।
ওগো রাজনন্দিনি! আমরা সকলে প্রণাম করি॥

বিদ্যা। ওগো সহচরি! কি মনে মানস ক'রে এসেছ বল দেখি?

সখী। ওগো রাজনন্দিনি! একটা আশ্চর্য্য কথা শুনে, হরিষ বিষাদ ভাবতে ভাবতে এলাম তব স্থানে।

বিদ্যা। ওলো সহচরি! তোমরা কোথায় কি আশ্চর্য্য কথা শুনেছ বল দেখি?

সখী। ওগো শুন শুন ঠাকুরাণী,
সন্ন্যাসিনী হতে হবে, কাল পোহালে রজনী॥
প্রতিজ্ঞা করেছেন নাকি রাজা মহাশয়,
শুনিয়ে সন্ন্যাসী গেলেন আপনার আলয়।

ওগো রাজনন্দিনি! কাল প্রভাতে তোমায় সন্ন্যাসিনী হতে হবে, আমাদের মনের বাসনা পূর্ণ হ'ল না।

রাগিণী মূলতান—তাল আড় খেমটা।

মনে ছিল যে বাসনা, পোড়া কপাল ক্রমে তা হ'ল না।
শিব গড়তে বাঁদর হ'ল, একি বিধির বিড়ম্বনা॥
হয়ে আছি অভিলাষী, হবে তুমি রাজ মহিষী,
আমরা যত প্রিয় দাসী, মন যোগাব এই ক জনা॥

বিদ্যা। ওলো সহচরি! রাজসভাতে, কত শত নাগা, ভাট, ফকির, সন্ন্যাসী আসছে যাচ্ছে, যে যেমন পুরস্কারের সন্ন্যাসী হয়, সে তেমন পুরস্কার পেলেই চলে যায়।
তোমরা কেন অনর্থক চিন্তা করছো বল দেখি।

ওলো সহচরি!

আমি এই ভাবছি মনে,

এই সকল কথা কব প্রাণনাথের সনে।

সন্ন্যাসীর কপালে ভস্ম দেখবো অবশেষে,

আপনার সখা লয়ে, সন্ন্যাসিনী হয়ে, ভাস্‌ব দেশে দেশে॥

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল ঢিমে তেতালা।

মিছে ভাব অনিত্য নিয়ত, সেই ভাবনা।

ভেব না, সন্দ ক'র না, ও যা হয় না হবে না॥

যে করেছে পণ ভঙ্গ, বাড়াইয়ে মান তরঙ্গ,

তার সঙ্গে রঙ্গ রসে, করব কাল যাপনা॥

যখন কৃপা করবেন কালী, কালি-মুখ হবে হালি,

শত্রু চক্ষে পড়বে বালি, সই তখন; তাই এখন করি সম্বরণ,

বলে বিদ্যা হবে সন্ন্যাসিনী, লোকে করে কানাকানি,

মনে জানি সন্ন্যাসিনী হব না॥

সখী। ওগো! তখনই মালিনীর কথা না শুনিলে আগে,

(যেমন) ছোট লোকের কথা মিষ্ট বাসি হ'লে লাগে।

আমাদের কথায় কি করবে, আমরা দাসী বইত নই,

যার ক্ষেত তার বুদ্ধি পাকা ধানে মই।

লুকিয়ে বিয়ে বাপ মায় বলবে কেমন করে,

সন্ন্যাসিনী হ'তে হবে, তোমায় গেরুয়া বসন পরে।

সে যদি বিচারে জিনে, মাজায় পড়বে বাড়ি,

সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে, যেমন জেলের পোঁদে হাঁড়ি।

২য় সখী। জেলের পোঁদে হাঁড়ি কেমন করে যায় জানেন ত ?
৩য় সখী। গলায় দড়ি দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে যায়।

রাগিণী—মূলতান তাল আড় খেমটা।

তোমার এই হল কি শেষে।
পোরে গেরুয়া বসন, করবে ভ্রমণ,
নিত্য নিত্য তীর্থ বাসে॥
যোগ যাগ করিলে যত, সব হল ভূতগত,
বুঝি এনে ব্রহ্মার ঘৃত, ভস্মে ঢাল্‌লে উন্‌ তরাসে॥

বিদ্যা। বার বার সে কথা কেন কর আন্দোলন,
বিধির লিখন যেটা সেটা হয়েছে সংঘটন॥
এ সকল কথা যদি, আমি বলি বাপ মায়,
উপহাস করি পাছে, হাসিয়ে উড়ায়॥
গুণ সিন্ধু রাজ সুত ছদ্মবেশে এসেছেন,
বাপ মাকে বলিলে কিসে হবে প্রত্যয় ?

খাম্বাজ—তাল ঠেকা কাওয়ালী॥

পোড়া পণ করে কি প্রমাদ হল সই। (কারে কই)
মনা গুণে দাহন হতেছি, প্রাণে মরে রই॥
কলঙ্ক গুরু গঞ্জনা, ঘরে পরে কি লাঞ্ছনা,
অবলা প্রাণে যন্ত্রণা, আর কত সই ?
ধিক্ কুকর্ম্ম নারীর জন্ম ভাল নয়, পরাধীনা হতে হয়,
পরের বোঝা বই॥

সখি। ভাল বলতে মন্দ হয় আমরা নাকি দাসী।
এখন ভাল হল তোমার গয়া গঙ্গা কাশী॥

রাগিণী মূলতান—তাল আড় খেমটা।

আমার ঐ খেদে প্রাণ কাঁদে।
বিষাদ ঘটিল সাধে,
বরিষা কালের নদী থাকে, কোথা বালীর বাঁধে॥
উচিত বল্লে হয় বেজার, অনেক বুদ্ধি ঘটে যার,
বহু ক্লেশ হয় শেষে তার,
আপনি পড়ে আপনার ফাঁদে॥

বিদ্যা। ওলো সহচরি! একে আমার গুরু গঞ্জনায় প্রাণ বিয়োগ হ'চ্চে তোরা আর বাক্য গঞ্জনা দিস নে।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল চৌতাল।

মরি শক্র বাক্য বাণে, যে দুঃখ হতেছে প্রাণে।
এ দুঃখ অন্যে কে জানে, নিস্তারিণী বিনে॥
অসারের সার এই যুক্তি মহামায়া আদ্যাশক্তি,
দিতে মুক্তি শিবের উক্তি, শক্তি হীন জনে॥
দেখি চতুর্দ্দিক বিপক্ষ, সকলে হইল ঐক্য,
কেহ না মানে সম্পর্ক, সাপক্ষ দেখিনে॥

সখী। রাজনন্দিনি! যে অঙ্গে চন্দন মাখতেন,

সেই অঙ্গে, ছাই মাখাতে হবে, এ বড় দুঃখ !
এত যে লেখা পড়া শিখলে, সকলই বৃথা হল,
কোন কাজে এল না,—
আর আমাদের আশাও পূর্ণ হল না।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল এক তালা।

অনেক আশা ছিল গো মনে, এমন কে জানে।
ভেকে খায় কমলের মধু, প্রাণ বঁধু বিনে ॥
লেখা পড়া শিখ্‌লে যত, সব হল ভূত গত,
বল বুদ্ধি জ্ঞান হত, আপশোষে বাঁচিনে ॥

বিদ্যা। অহংকারে, মত্ত হয়ে, সভা মধ্যখানে,
প্রতিজ্ঞা করিলাম সখি! না জেনে না শুনে ॥
এমন অমৃত বৃক্ষেতে ফল বিষ উপজিল,
সাধের কাজল চখে দিয়ে তুলতে নারি বল ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঠেকা কাওয়ালী ॥

আমার সাধে বিষাদ ঘটিল ভাগ্যে।
না বুঝে আগে, পড়িলাম গুরু বিরোধে,
বিপদে ফেলিলেন দুর্গে ॥
ছিলেম ছিলেম ভাল ছিলেম,
শিবক্ষেত্রে এক চিত্তে ছিলাম,
না বুঝে আহুতি দিলাম ভূতের যজ্ঞে !

যা নাই কোন যুগে, প্রাণে জ্বলে পুড়ে মলেম
করে পোড়া প্রতিজ্ঞে ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

সখী। কর ত্বরিত, উচিত বিহিত, উপায় ইহার।
শুনে বাঁচিনে, করবে যাচিঞে,
কেন কি জন্যে সন্ন্যাসী করবে বিদ্যার বিচার ॥
তুমি নাকি করলে পণ, বিচারে হারাবে যে জন,
তার গলায় বর মাল্য করিবে অর্পণ ?
শুনে মনের অনুরাগে, কথা কই রাগে রাগে,
পাছে গো ভেড়ার শিঙ্গে ভাঙ্গে হীরের ধার ॥

রাগিণী মূলতান—তাল আড় খেমটা।

বিদ্যা। (ওলো) চিন্তা কি বল শুনি।
হব যোগিনী, লয়ে গুণ মণি,
ভাস্‌ব প্রেম সলিলে, সব সখি মিলে,
শেষে যা করেন কুলকুণ্ডলিনী ॥
ধিক্ ধিক্ পোড়া প্রাণে কি করে,
মরি গো মদনের পঞ্চশরে,
জ্বর জ্বর কলেবর সই ধর আমারে,
হব কার অনুগত যা করে লুণ্ঠিত, দশরথ সুত হিতকারিণী।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড় খেমটা।

সখী। কথা শুনে সরমে মরে যাই, ছি ছি কি বালাই।
কোন প্রাণে চন্দ্রাননে মাখাইব ছাই।
যেমন করেছিলে পণ, কর সুখে কাল যাপন,
পেয়েছ বর মনমত ধন সন্ন্যাসী গোঁসাই।

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ,—তাল ঠেকা কাওয়ালী।

বিদ্যা। ভাগ্যে এমন হবে, জানি না আগে।
মজিলাম সই অনুরাগে, পোড়া বিদ্যার গৌরব সুরাগে,
জননীর জনকের আগে, প্রতিজ্ঞা করিলাম রাগে রাগে।
আপনি করিয়া দর্প ধরিয়াছি কাল সর্প,
দর্পহারী সে দর্প, যদি রাখেন সই,
ভেবে ঐ আমি যেন আমি নই, সদা জ্বলে জ্বলে উঠে প্রাণ,
বিপক্ষের বাক্য বাণ, শেল সমান হয়ে সই বুকে লাগে॥
জনকে না বলে কয়ে, লুকায়ে করিলাম বিয়ে,
লজ্জার ভয়ে প্রকাশিয়ে, বলিনে, বাঁচিনে ঘৃণায় বাঁচিনে,
দ্বিজ ভৈরব চন্দ্রের এই উক্তি, আর নাহি কোন যুক্তি,
আদ্যাশক্তি ভাব মনের বিরাগে॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড় খেমটা।

মরি মরি গুরু গঞ্জনা, এ সহা না যায়।
বিচলিত হয়েছে মন সরমেরি দায়॥

হবে মন্ত্রেরি সাধন, নতুবা দেহ পতন,
করিয়াছি এই পণ, বলি গো তোমায় ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

ওগো যদি কুল দেন কুলকুণ্ডলিণী।
নিস্তারকারিণী তবে কি ভয় সজান ॥
মনের কথা তোরে বলি, ঘুচাইব মনের কালি।
সার ভেবেছি এবার কালীর চরণ তরণী ॥
অসৎ লোকের বাণী, হৃদে যেন দংশে ফণী,
জ্বলে অনল অন্তরে দিবা রজনী !
বিনা সেই আদ্যাশক্তি, নিবাইতে কার শক্তি ?
নিরুপায়ের উপায় যুক্তি মুক্তি প্রদায়িনী ॥

বিদ্যা। ওলো সহচরি! তোরা যে যার আপন আপন কাজে যা। আমার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

সুন্দরের আগমন।

সখী। আস্তে আজ্ঞা হয় ঠাকুর জামাই মহাশয়! আসুন আসুন প্রণাম হই।

সুন্দর। কও দাসীরে কেমন আছ ?

সখী। আমরা ভাল আছি।

সুন্দর। কই তোমাদিগকে ভাল দেখছিনে। তোমাদের ছিন্ন ভিন্ন বেশ, অলঙ্কারাদি গাত্রে নাই এ কেমন ভাব ?

সখী। মহারাজ! দাসীরা বড় মুখ দোষী, ঐ যে ধারের সখীটীকে দেখছেন, উনি শিব পূজার অর্ঘ্যের কলা চুরি করে খান।

সুন্দর। আর ঐ ধারের সখীটী কি করে খান?

সখী। উনি বড় মুখ দোষী, একটা ঝিনুক রেখেছেন কড়া থেকে চাঁচি চেঁচে চেঁচে খান॥

দাসী। মহারাজ ওকথা শুনবেন না। আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেই খানে যান। ও বেটা ল্যাজ কাটা উল্লুক।

বিদ্যার নিকট সুন্দরের গমন।

সুন্দর। কও বিধুমুখি! কেমন আছ? এত বিমর্ষ হয়ে বসে, কি জন্যে, কারণ কি?

বিদ্যা। সখা আছি ভাল।

সুন্দর। কই তোমাকে ত ভাল দেখছিনে তুমি কুলের কুলবতী রাজনন্দিনী, তোমার বিধুমুখ মলিন কেন?

কেন প্রিয়ে কি লাগিয়ে ছিলে সকাতর,
বল দেখি বিধুমুখী শুনে জুড়াক অন্তর॥

রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি॥

যেমনে ভুলালে আমার মন, কই তেমন তোমার মন।
যেন কোন বিষম চিন্তে ভাবতেছ মনে মন॥
প্রফুল্ল হেরেছি যেমন, নয়নে না হেরি তেমন,
তাইতে বিস্ময় মন, বলি এ আর কেমন॥

যে মনে আমার মন ভুলিয়ে ছিলে,
সে মন তোমার কই দেখি নে,
আর বদনে বসন দিয়ে, তুমি কি জন্যে বিধুবদনি॥

রাগিণী বাঁরোয়া—তাল ঠুংরি।

অধরে অঞ্চল ঝাঁপিয়ে, কেনলো প্রিয়ে,
আছ মৌনবতী অতি মৌন হয়ে॥
আঁখি রবি প্রকাশিত, মুখ কমল মুদিত,
শশী যেমন রাহুগ্রস্ত, তেম্নি আছ বসিয়ে॥
ক্ষুধিত চকোরে, বঞ্চনা করে,
না জানি কি মান ভরে সুধা না বরষিয়ে॥

বিদ্যা। নিশ্চিন্তে নিরানন্দে, বিলম্বে তোমার,
কার জন্য চিন্তা করব কে আছে আমার।

যা কিছু চিন্তা তোমারই জন্য, তোমায় আর একটী কথা বলব মনে করছি কিন্তু সে বড় সরমের কথা প্রকাশ্যে বলতে পারিতেছি না

রাগিণী বাহার—তাল খেমটা।

কইতে দুঃখের কথা, প্রাণ কেঁদে উঠে।
মুখ ফুটে বলতে বুক ফাটে, কি আছে হে ললাটে।

ছি ছি ছি মরি লজ্জায়, এ কথা না কহা যায়
প্রাণ যায় মান যায়, এত বড় দায়,
হায়! কি করব বিধাতায়, হায় কি বলব বিধাতায়
জর জর হলেম কায়, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে॥

সখা আসিয়াছে একটা দুরন্ত সন্ন্যাসী।
কপালে আঘাত করি মনে মনে হাসি।
শুনিলাম বাবার মুখে জিনিল সবারে,
আমারে লইতে চায় জিনিয়ে বিচারে।

সুন্দর। কি বলিলে বিধুমুখী আর বল নাই,
আমি জানি পরম পণ্ডিত, সে গোঁসাই।
যে দিন এখানে আসি, দেখা তার সঙ্গে,
বিধিমতে হারিলাম শাস্ত্র প্রসঙ্গে।
কি জানি বিচারে, যদি জিনে লয়ে যায়,
পাছে চোরের ধন বাটপাড়ে লয়।

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী।

কি বলি ফুটে দম ফাটে, মরি প্রাণ যায়।
সরমে মরমে মরি, কাঁদিনা লজ্জায়॥
বিচারে পরাস্ত ধনি, যদি হও চাঁদ বদনী,
হতে হবে সন্ন্যাসিনী কি আছে উপায়?
দিবে তায় কি করে বিদায়,
নমঃ স্বস্তি বলে যখন সঁপে দিবে পায়॥

যেন দৈবক্ষণ যোগে চাঁদের সুধা রাহুর ভোগে,
তেমনি বুঝি আমার ভাগ্যে অভিপ্রায় হবে,
কি হবে আমার কি হবে,
মুখের গ্রাস কেড়ে লবে হায়! হায় হায়॥

বিদ্যা। সখা! আসুক সন্ন্যাসী,
কেন শুনে তুমি হও দুঃখী।
তুমি হৃদয় চাঁদ তোমার ভাবনা কি?
শুন দেখি গুণনিধি, বলি হে তোমায়,
অমৃত ত্যাগ করে কেউ, বিষ খেতে চায়?

রাগিণী কালেংড়া—তাল কাওয়ালী।

সঁপেছি ধন, জন্মের মতন, এজীবন যৌবন।
আর কার অধিকার নাই, যা, ভাব চাঁদ বদন॥
দেখো সখা সংগোপনে, রেখ হে প্রেম প্রাণপণে,
হারাইও না অযতনে, ছেড়না আশ্বাস,
অবশেষ ভাসব দুজনায়, করব কাশী বাস,
পূর্ণ অভিলাষ হবে তীর্থ পর্য্যটন॥
কর যাতে মান রয় মনে কিন্তু ছাড়বার নয়,
সতীর ধর্ম্ম, পতির সঙ্গে সঙ্গী হতে হয়,
পুরুষের মন পাষাণ, নারীর সরল হৃদয়,
এক মুখে যে দুকথা কয়, সে নারী কেমন॥

সুন্দর। তুমি কি করিবে যদি দেন মহারাজ।
অবশ্য যাইতে হবে, পেয়ে তোমায় লাজ

তোমার কি ক্ষতি হবে, যে ক্ষতি সে মোর,
আমার অধিক পাবে, নবীন কিশোর।
পুরাতন ফেলাইয়ে নূতন পাইবে।
পুনঃ যদি দেখা হয় (বিধুমুখী) ফিরে না চাহিবে॥

রাগিণী কালাংড়া— তাল কাওয়ালী।

নূতনে যেমন মন প্রফুল্লিত হয়।
পুরাতনে প্রাণ প্রিয়ে, ততোধিক নয়॥
তাই বলি প্রাণ নূতন পাবে, পুরাতনে ভুলে যাবে,
আর কি তোমার মনে হবে, ওলো রূপসি!
সাধের প্রেমে প্রতিবাদী হল সন্ন্যাসী,
আমারে করলে উদাসী, এ দুঃখ কি সয়॥
নূতন সামগ্রী পেলে, যতনে লোক অগ্রে তোলে,
পুরাতন পরাণের বঁধু, বলে সকলে.
(তার) সাক্ষী দেখ হয় নয় শালগ্রাম শিলে,
সমান ভক্তি হয় না নিত্যি করে না কেউ ভয়॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী।

আমার মন ফিরে দাও, মানে মানে দেশে চলে যাই।
ভাঙ্গল লো পীরিতের বাসা, আশায় পড়ল ছাই॥
প্রবীণে অপ্রয়োজন, নবীনে কর যতন,
তুমি যেমন নবীন ধনি নবীন সন্ন্যাসী,

ভাসবে সুখ সাগরে সুখে থাকবে রূপসী,
বুঝলেম তোমার দেঁতর হাসি, আর হেসে কাজ নাই ॥

বিদ্যা। সখা!

নারী পুরুষের নাই নূতন পুরাতন।
নষ্ট নারীর এক ছাড়িতে আরেতে হয় মন ॥

রাগিণী কালাংড়া—একতালা।

যা বল সকলই ভাল, পুরুষে তা পারে।
ত্যজে নিজ ধর্ম্ম কর্ম্ম, অধর্ম্ম বিচারে ॥
পুরুষ নির্লজ্জ অতি, সরমে মরে যুবতী,
পতি বিনা সতীর গতি, নাহিক সংসারে ॥

সুন্দর। বিধুমুখি!

নারীর হৃদে বিষ মুখে মধু সদাই ছলনা,
থাকতে পতি উপপতি, সদাই বাসনা ॥
যখন যার কাছে থাকে, তখনই হয় তার।
কথায় তোষে মিষ্ট হাসে, যেন আপনার ॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী।

মিষ্টি হাসি দৃষ্টি ফাঁসী অবিশ্বাসী নারী।
সোহাগের সামগ্রী বটে, বিচ্ছেদের কাটারি ॥
নারীর চক্র বুঝা ভার, উন্মত্ত ত্রিসংসার,

নারীর চরণ তলে পড়ে আছেন ত্রিপুরারী ?
মান সাধিলেন ভগবান, নারীর পায়ে ধরি।
নারীর জন্য কীচক মোলো, রাবণ নির্ব্বংশ হল,
আমি কি তা বুঝব বল, নারীর ছল চাতুরী॥

বিদ্যা। ওহে সখা!
পুরুষ নির্দ্দয় অতি কঠিন হৃদয়।
অবলা সরলা নাশে, নাহি করে ভয়॥
ছলে কলে কৌশলে ভুলায় নারীর মন।
কেড়ে নয় কটাক্ষ বাণে, নারীর যৌবন ধন॥

রাগিণী ঝিঝিট—তাল পোস্তা।

(পুরুষ) নারীনাশক, বিশ্বাস ঘাতক ক্রুর কুটিল প্রাণ।
স্নেহ হীন পুরুষের দেহ পাষাণে নির্ম্মাণ॥
প্রথম মিলন কালে, ভুলায় যত কথা বলে,
ফলেতে না ফলে পুরায় স্বকার্য্য হ'লে,
নারীর ধন সর্ব্বস্ব হরে, কলে কৌশলে,
শেষে দোষী করে, পালায় ফেলে, তুলে কলঙ্ক নিশান॥
তেমন হলে নারীর প্রাণ, রাখতো না পুরুষের ধ্যান,
শুনে গর্ব্ববতী সীতাকে রাম দিলেন বনবাস,
দময়ন্তীর দুখের কথা নলেতে প্রকাশ,
মহারাজ ইচ্ছা করি, পথ শ্রমে কাতর প্যারী,
এস কাঁধে করি বলে হরি, হলেন অন্তর্ধান॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল ঠেকা কাওয়ালী।

সুন্দর। সন্দ করি তাই সুন্দরী, নারী অনর্থের মূল।
পুরুষ মরে নজরে হেরে, অন্তরে ব্যাকুল॥
দেখলেম এমন অনেক সতী, পতির প্রতি দৃঢ় ভক্তি,
কপট মায়ায় তোষে, দেখে অন্তরে চক্ষের শূল।
মনে মনে উপপতির প্রতি অনুকূল,
সময় পেলে তার সঙ্গে চলে, মজায়ে জাতি কুল॥
শুনিয়াছ দণ্ডী পর্ব্বে, উর্ব্বশী দুর্ব্বাশার শাঁপে,
দিনে হ'তো অশ্বিনী নিশিতে কামিনী,
সাত ঘর মজাইয়ে মুক্ত হল সে ধনি,
অষ্ট বজ্র একত্রে লাগিয়ে বিষম তুল॥

বিদ্যা। ওহে সখা!
তুমি অতি পণ্ডিত সুজন!
কিন্তু একটা কথা বলি করহ শ্রবণ॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

পুরুষের স্বভাব হে ভাব হয় নয়,
নিজ নারী ত্যজ্য করি, পর নারীর স্মরণ লয়।
ভ্রমর কমলের পতি, প্রতিকূলে অখ্যাতি,
বঞ্চিয়ে সে যুবতী, কেতকী লাঞ্ছনা সয়।
কত্তে বিদ্যা অধ্যয়ন, গিয়ে মুনির আশ্রম
দেব রাজ সহস্র লোচন, অহল্যা তায় পাষাণ হয়॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল আড় খেমটা।

সুন্দর। আমি কি মন রাখতে পারি তোমার মনের মত।
ভয়ে ভয়ে কথা কই খেয়ে থত মত।
তুমি বড় মানসের মেয়ে, আমি বড় তোমায় নিয়ে,
অপার নদী সাঁতার দিয়ে পার হতে উদ্যত ॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী ॥

অবাক্ মুখে, বাক সরে না কথা কব কি ?
ভাবে বুঝিলাম সসার পীরিত সকলই ফাঁকি ॥
আপশোষ মনে রহিল, শুনে প্রাণ সন্তুষ্ট হল,
রুষ্ট নই প্রাণ তুমি যাতে তুষ্ট থাক বিধুমুখী।
আর কেন মাছ শাক দিয়ে ঢাক,
ঢাক বাজায়ে ঢেকে রাখ ঢাকা রবে কি ॥

বিদ্যা। সখা! মিছে অনিত্য চিন্তা ক'র না সেই চিন্তামণির চিন্তা
কর সকল চিন্তা দূর হবে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

সখা বৃথা কেন কর চিন্তে।
অনিত্য চিন্তে, হও সচিন্তে, একান্ত চিত্তে
গুণ মণি কর চিন্তা মণির চরণ চিন্তে ॥
পতিব্রতা সতীর স্ব পতি বিনে,

সুখী কখনও না হয় মনে,
পতির মরণে সতী মরে প্রাণে
ধর্ম্ম বিনে কে পারে জান্তে ॥

সুন্দর। বিধুমুখি! নিশি প্রভাত হ'ল, আর আমি থাকিতে পারি না।

ঐ দেখ নিশি প্রভাত হ'ল ধনি,
কুমুদ মুদিত হ'ল প্রফুল্ল পদ্মিণী।

এখনও আছয়ে নিশি, সখা উথলা হইও না তব অদর্শনে মন ধৈরয মানে না।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

বল না যাই যাই যাই,
ওহে রসরাজ—মনে ভাবি তাই।
দাসী বলে মনে রেখ, যাও তায় ক্ষতি নাই।
পরাস্ত হয়েছি পণে, সঁপেছি প্রাণ সংগোপনে,
মর্ম্ম কথা আমার ধর্ম্ম তা জানে,
যা করেন কালী নিদানে, সময়ে যেন দেখা পাই ॥

সুন্দর। বিধুমুখি তবে আমি আসি।

রাগিণী বিভাস—তাল কাওয়ালী।

ঐ পোহাল রূপসী নিশি,
মনের দুঃখ রইল মনে, বিদায় দাও এক্ষণে আসি ॥
দিবাচর যত সমস্ত নিদ্রায় ছিল নিরস্ত
সবাই হ'ল শশব্যস্ত, অস্ত দেখে গগন শশী ॥
চোরে চোরে কুটুম্বিতে আসা যাওয়া রেতে রেতে,
রাত পোহাল ক্ষোভ মিটিল, ফুরায়ে গেল হাসি খুসী ॥

রাগিণী ঝিঝিট—তাল আড়া ঠেকা।

বিদ্যা। শশী অস্ত দেখে ব্যস্ত কেন গুণ মণি।
ভানু অস্ত হবে পুনঃ হইবে রজনী ॥
আর কিঞ্চিৎ কাল তিষ্ঠ, অবলায় দিওনা কষ্ট,
তুমি সর্ব্ব গুণ শ্রেষ্ঠ, বিশিষ্ট হে জানি ॥
নারীর যৌবন ধন, সর্ব্বস্ব করে হরণ,
স্বকার্য্য করিয়ে সাধন, পলাবে আপনি ॥

সুন্দর। সে যাহা হউক বিধুমুখী আর আমি থাকিতে পারি না এক্ষণে আমি আসি।

সুন্দর মালিণীকে আহ্বান

সুন্দর। কোথায় গো মাসি! তুমি কি ঘরে আছ গা?

মালিনীর আগমন।

রাগিণী কালাংড়া—তাল আড়খেমটা।

বড় লজ্জা করে পাড়ায় যেতে, রোজের ফুল যোগাতে।
ছোড়া গুলো পথে বেড়ে, হাতে ধরে পায়ে পড়ে,
চায় বেল ফুলের গড়ে,
পয়সা নিয়ে ফাঁকি দিয়ে পারিনা হাত ছাড়াতে॥
পরিধান পুরাতন বসন ফুলেতে দিই আচ্ছাদন।
হাওয়ায় শুকোয় বনের কুসুম আদুড় হয় যখন,
বোঝা মাথে ধরে হাতে পারিনে তা সামলাতে॥

মালিনী। ওগো প্রতিবাসী! প্রাতঃকালে আমায় মাসী মাসী বলে কে ডাকছিল গা?

প্রতি। আমরাত দেখি নাই, তুই খোঁজ করে নে, তোরে আর ডাকৃবে কে? যম।

মালিনী। ভোরে উঠে কোথায় গেছে, না পাই অন্বেষণ।
ছেড়ে দিয়ে পরের বাছা, স্থির বাঁধে না মন॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী।

বল তারে কথায়, রাখব কত টেলে,
অবশ যে বশ নয়, পরের ছেলে।
সুখ আশে সদা ধায়, যেখানে তার প্রাণ চায়,
পুরুষ ভ্রমরা নানা ফুলের মধু খায়;

ভাবেনা মান অপমান, থাকে না দিক্ বিদিক্ জ্ঞান
ভুলে যায় তত্ত্ব জ্ঞান মদনে মত্ত হ'লে।

মালিনী। মাসী মাসী বলে, কোথায় গেল চলে,
খুঁজে না পাই সন্ধান,
বিচলিত মন, কি করি এখন,
আন্ চান্ করে প্রাণ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড় খেমটা।

সে যে বিদেশী, তায় ভাল বাসি, জীবনের জীবন।
কোথায় হ'ল অদর্শন।
বঞ্চনা করিয়ে আমায় গেল কোথা,
না হেরে তার বিধু বদন প্রাণ জ্বলে যায় ;
খুঁজি প্রেম নগরে ঘরে ঘরে না পাই অন্বেষণ ॥

মালিনী। কোথায় গো সুন্দর, কোথায় গো সুন্দর,
মাসী মাসী ব'লে, এখন কোথায় গিয়াছিলে ?
সুন্দর। এখন কোথাও যাই নাই মাসী, আছি মনের দুঃখে।
ধৈর্য্য হয়ে আছি কেবল পাঁচ জনকে দেখে ॥
মালিনী। তবু কোথা গিয়াছিলে, সত্য করে বল দেখি শুনি,
তোমার অদর্শনে আমি, চিন্তা যুক্ত আছি !
সুন্দর। মাসি ! সহর প্রদক্ষিণ করি করিয়া বিচার,
দেখি চেয়ে এ দেশের কেমন ব্যবহার।

সকলে জিনিতে যদি, পারি বিচার করে,
অনায়াসে জিনিব মাসী, বিদ্যায় বিচারে॥

মালিনী। বাছা এখন কোথাও যেওনা এ সহর বড় খারাপ। কেউ তোমায় জানে না চিনে না।

ওগো! এ দেশে রসিক বড় যুবক যুবতী,
ছলে কলে কৌশলে, ভুলায় বিদেশীর মতি।
যদি কারো প্রেমে পড়ে, ছলে থাক ভুলে,
কোথা যাব, কোথা পাব, খুঁজব কি বলে।
কেউ কি দিবে, তোমায় পেলে?

রাগিণী কালেংড়া—তাল খেমটা।

মালিনী। তাইতে নিষেধ করি যাদুমণি।
কাজে হবে না, মজাবে দুঃখিনী॥
অঘটন ঘটাতে, কে পারে ভারতে,
বিধি ঘটাতে নারেন আপনি।

রাগিণী কালেংড়া—তাল কাওয়ালী।

ফণীর মাথার মণি চুরি করবে।
কেন বিদেশে বিঘোরে মরবে॥
অসাধ্য সাধনা, সাধ্য কার বল না।
বিধির ঘটনা নইলে কি ঘটবে॥

তুমি যে অশান্ত সে অনল জ্বলন্ত।
কালান্ত কালের হাতে মজবে॥

সুন্দর। মাসি! বিদ্যা বিদ্যা ক'রে, প্রাণ বিয়োগ হ'ল।
এমন করে কত দিন, থাকব আর বল।

মালিনী। বাছা! বিদ্যাকে কখন চোখে দেখে ছিলে?

সুন্দর। মাসি! তোমা হতে দেখেছি বটে, কিন্তু দেখিয়ে রাখলেত চলবে না।

মালিনী। ও বাছা তোমার না হ'তে আলাপ, ছিল মনস্তাপ,
এখন ঘুচিল সে যন্ত্রণা
তোমাতে তাহাতে, ভাব বিধি মতে,
আমার কি সাধ্য বল না।

সুন্দর। মাসি! শেষকালে কি এই কথা হ'ল?

রাগিণী কালেংড়া—তাল কাওয়ালী।

না বুঝে কেন মন মজালে। (ওগো মাসী)
দুকুল নাশিলে, বিপক্ষ হাসালে,
আশয় দিয়ে কি শেষে ডুবাতে চাও অকূলে॥
স্নেহ ছলে রেখে বাসে, ভুলালে লুব্ধ আশ্বাসে,
পাবার আশে আছি বসে, তোমার পিত্যেশে;
তুমি ত এই করলে শেষে বল এখন বাঁচি কিসে,
আপশোষে প্রাণ যায় দেশে যাব গো কি ব'লে॥

মালিনী। দুরন্ত সে রাজকন্যা আমি তাতে মেয়ে জেয়ান্ত বাঘের ঘুম
ভাঙ্গাব পোঁদে খোঁচা দিয়ে॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।

পরের মন সে আপন আপন, কেমন করে বুঝবে।
আমারে মজাবে যাদু, আপনি শেষে মজ্‌বে॥
(রে চাঁদ কেমন করে বুঝবে)॥
যদি পায় এ সন্ধান, হ'তে হবে অপমান,
বিঘোরে হারাবে প্রাণ, কোথায় বিধান খুঁজ্‌বে॥
(রে চাঁদ কেমন করে বুঝবে)॥

সুন্দর। ঢেউ দেখে হাল ছেড়ে দিলে দুরন্ত তুফানে,
অকূল আশা সাগরে, (আমি) দাঁড়াব কোন পানে

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল চৌতাল।

না হ'তে মিলন কেন, বাড়ালে যাতনা।
অমৃতে গরল পানে, জেনেও কি জান না॥
জাম্বির অধিক কস, হয় তাতে তিক্তরস,
ততোধিক করে প্রকাশ, বিচ্ছেদে বাঁচব না॥

মালিনী। ভয়েতে গা কাঁপছে আমার, শুনে তোমার কথা।
অবশেষে এইটী হবে যাবে আমার মাথা॥
(তুমি থাকবে কোথা।)

রাগিণী কালেংড়া—তাল আড় খেমটা।

যাদু আমা হতে তা হবে না।
ও ধনমণি! আমায় কিছু ব'ল না॥
অপার বাসনা মনে কর না,
সে যে হবে না বুঝেও বুঝনা,
সে যে প্রেমের পথে, কোন মতে এল না॥
করে ধরে বিনয়েতে, সঙ্গে সঙ্গে বিধিমতে,
নারীকে নারিলাম ভুলাতে;—
সে যে ভুলবার নয়, কঠিন অতিশয়,
তাইতে করি ভয় মনের সন্দ, গেল না॥

মালিনী। দুরন্ত সে রাজার কন্যে, কারও কথা না মানে,
তোমার কথা লয়ে বাছা, মরব কি ধনে প্রাণে॥

সুন্দর। মাসি!
শুনিয়া বিদ্যার রূপ গুণ চমৎকার,
বিরাগী হয়েছি মাসী, ছাড়িয়ে সংসার॥
তোমা বিনে ত্রিভুবনে কে আছে গো আর।
এ বিপদ সাগরে মাসী, করে গো উদ্ধার॥

রাগিণী কালেংড়া—তাল খেমটা।

কর যদি এই উপকার আমার।
ভেবে আকুল বাঁচিনে গো আর॥

বহু রত্ন পাব বলে, আশা বৈতরনী জলে,
হাতে ধরে তোল নইলে, ডুবে যাই, জানিনে সাঁতার ॥

মালিনী। বাছা!
শুন্‌তে পেয়ে এলে ধেয়ে অসঙ্গত নয়,
বিদ্যে বড় বুদ্ধি দড় বিচারে পারলে হয় ॥
পিপাসায় জল খেতে গিয়ে ঢেউ দেখে ডরালে।
তবে কি হবে, বামন হ'য়ে চাঁদে হাত বাড়ালে ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।

বার বার আনা গোনা।
দিয়ে প্রাণ পরের তরে, এমন ক'রে,
ওলো সই এমন ক'রে প্রাণ বাঁচে না ॥
তুজনার তুই মত, প্রবোধ দিয়ে রাখব কত,
জানে না প্রেমের রীত, মজাতে বাসনা ॥

সুন্দর। ওগো মালিনী! তোমায় যে মাসি বল্লেম বিদ্যা পাবার জন্যে, তুমি এখন এমন কথা বলচ, মাসি! তোমার কি ধর্ম্মে সবে।

রাগিণী ক্যালেংড়া—তাল একতালা।

দিলি জন্ম জালা আমার মর্ম্মে,
ভেবে প্রাণ আকুল হ'ল, সবে কি তোর ধর্ম্মে ॥

জান যদি অপারগ, করলে কেন এ কণ্টক,
কপট মায়ায় করে আটক, নাবিয়ে পোড়া কর্ম্মে॥
তোমার কথা করে শ্রবণ, দেহেতে না রহে জীবন,
এই দেখ ভিজ্‌ল বসন, গায়ের গলদ ঘর্ম্মে॥

রাগিণী কালেংড়া—তাল ঠুংরি।

মালিনী। পারি যদি, দেখ্‌ব মন তার বুঝিয়ে।
সে যে সতী, অতি কুলবতী মেয়ে॥
তবে যদি কালে করে ধৈর্য্য না ধরে,।
যৌবন যাতনা প্রাণে সহিতে নারে,
তাই বলি তাই যদি, অনুকূল হন বিধি,
ভুলাইতে পারি দুটো রসের কথা কয়ে॥

রাগিণী ললিত ভৈরব—তাল আড়া।

সুন্দর। যা গো মাসি! একবার রসবতী বিদ্যালয়ে।
জেনে আয় সে কেমন আছে, ভুলেছে কি আশা দিয়ে॥
হয়ে তার আশার অধীন, আর র'ব কত দিন।
জল ছাড়া হ'য়ে মীন বাঁচে কি সে শুষ্ক হয়ে॥

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালী।

মালিনী। যাই দেখি দেখি, পারি কি না পারি।
কদাচ সহিতে নারে, একে ত কন্যে,

রূপেতে ধন্যে, রাজা রাখে অতি মান্য করি ॥
আমি আর কিছু ভাবিনে, একটু সন্দেহ হয় মনে,
রাগ পাছে হয় শুনে, প্রাণে যাতনা হবে আমারি ॥

সুন্দর। তবে মাসী যাও, আর বিলম্ব ক'রনা। তোমার আশাপথ চাহিয়া রহিলাম।

মালিনী। তবে যাই আমি।

রাগিণী মূলতান—তাল আড় খেমটা।

যাবনা যাবনা মালঞ্চে, এমন করে দুসন্ধ্যে কি প্রাণ বাঁচে।
যাব রাজ বকুল তলা, কুড়িয়ে ফুল আজ গাঁথব মালা
সাজাব ডালা;
ও যা বলে বলবে রাজবালা, যা আমার ভাগ্যে আছে ॥
রাজা সান্‌বাঁধাঘাটে, দুসন্ধ্যে কুঁদ কুসুম ফোটে যে পায়
সেই লুটে,
আমার বুক ফাটেত, মুখ ফুটেনা, আপশোষে কি প্রাণ বাঁচে ॥

রাগিণী বাহার—তাল খেমটা।

আমার কি ভরসা তাতে হয়, সে তেমন নয়।
মনের কথা কইতে গেলেই, সদাই করে প্রাণের ভয় ॥
এক বলে আর ছলে, বাঁচায় না তস্কির পেলে,
লোকে কত কথা বলে, নারীর প্রাণে তাও কি সয় ॥

সখিগণ।

১ম সখি। ওলো সহচরি! এত বেলা হ'ল, মালিনী কেন এলনা?

২য়। ওলো! মালিনী ভোরের সময় ফুল তুলতে গিয়ে খানায় ডোবায় পড়ে গেছে!

১ম। ওলো! হলেও তাই হবে; মালিনীর চারা বাগানের জমি এখনও সমান হয় নাই। পড়তে মাগী সেই বাগানেই পড়েছে। চল আমরা খুঁজে আনিগে। আমরা ভিন্ন মাগীর আর কে আছে?

তবে চল।

২য়। ওলো! আর যেতে হবে না। ঐ যে মাগী আসচে।

মালিনী। ওলো! সহচরীরা! তোরা কি কচ্চিস্? কপালে চোক তুলে দাঁড়িয়ে আছিস যে, কারখানাটা কি দেখছিস?

১ম সখী। এত বেলায় কি কর্‌তে আসছিস্ দূর হয়ে যা।

মালিনী। মর মর পোড়ারমুখো ছুড়ি; মুখ নয় যেন খুদের হাঁড়ি, আমার ফুলের দরকার নাই তবে ফুল পাবি কোথায়?

১ম সখী। রাজার বাগানে ফুলের ভাবনা কি? আমরা ফুল তুলে দিয়েছি।

মালিনী। তোরাই বাগানে মেয়ে মানুষ, বাগানে বাগানে ঘুরে বেড়াস্।

২য় সখী। তুই চোকের মাথা খা। দেখ্ দেখি কত বেলা হয়েছে, তুই আবার ঝগড়া করতে এয়েছিস।

মালিনী। ওলো সহচরি! তোরা চোকের মাথা খা, আট গতরের মাথা খা, তোদের গতরে সোঁয়া পোকা ধরুক, আর তোদের চোকে বিড়ালে পেদে দেক্, আর তোদের পাত থেকে বিড়ালে মাছ কেড়ে খাক্। তুই কানা হয়।

১ম সখী। তুই দূর হয়ে যা, তোর ফুলে প্রয়োজন নাই।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড় খেমটা।

প্রয়োজন আর নাইকো ফুলে।
তোরে হেরে অঙ্গ জ্বলে ॥
মানে মানে ফিরে যা অপমান হবিলো শেষকালে ॥
শিব পূজা সাঙ্গ হল, এখন কি তোরে ঘুম ভাঙ্গিল,
রঙ্গ ভঙ্গ জানিস ভাল, এক রোগে চিরকাল কাটালে ॥

২য় সখী। মালিনি! যত বুড় হচ্ছিস তত তোর বাহার বাড়ছে, তোর মুখ দেখতে ইচ্ছা করে না। একটা কথা বলি শোন্।

রাগিণী মল্লার—তাল কওয়ালী।

সখিগণ। মালিনী তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়,
মিছে কান্না আর কাঁদিসনে, জ্বালাসনে আমায় ॥
দেখ দেখিলো তোর জন্যে, পূজা হয় না ফুল বিহনে,
উপবাসী রাজ কন্যে মরে পিপাসায় ॥

১ম সখী। মালিনী তুই এখন দাঁড়া, আমি রাজনন্দিনীকে খবর দিইগে।

মালিনী। ওলো আমার হয়ে দুকথা বলিস। আমি এক ছড়া শুক্‌নো ঘেঁটু ফুলের মালা দেব গলায় প'রে বাঁচবি।

২য় সখী। ওলো মালিনি! আমরা তোর হয়ে দুকথা বলব, আমা দিগকে খুসী করবি ত।

মালিনী। ওমা খুসী করব না, মাসে মাসে খুসী করব।

১ম সখী। মাসে মাসে খুসী করবি কি লা পোড়ার মুখী?

মালিনী। ওলো আমার ত কিছু নাই, মাইনে পেলেই খুসী করব।

সহচরী। তোর পয়সা কড়ির প্রত্যাশা করি না, তোর হয়ে দুকথা বলব।

বিদ্যার নিকটে সহচরীদের গমন।

সহচরী। রাজনন্দিনি! প্রণাম হই,—

বিদ্যা। এস এস সহচরি এস! তোমরা কি মানস করে এসেছ?

১ম সখী। রাজনন্দিনি! তোমার সখের মালিনী এসেছে।

২য়। ওগো রাজনন্দিনি! তোমার রসের মালিনী এসেছে।

৩য়। ওগো রাজনন্দিনি! তোমার বুড় মালিনী এসেছে, আজ অতি উত্তম ফুল নিয়ে এসেছে॥

বিদ্যা। ওলো সহচরি! মালিনীকে আর দরকার কি? সে এসে পাগলের মত কতক গুলো বকবে বইত নয়, তার মালাতেও দরকার নাই; আর তাকেও দরকার নাই, তাকে এখান থেকে দূর ক'রে দিগে যা।

সখীগণ। রাজনন্দিনি! মালিনী আপনার পুরাণ চাকরাণী, একদিন অপরাধ করেছে, তার অপরাধ কি মার্জ্জনা হবে না।

বিদ্যা। তার ত অপরাধ মার্জ্জনাই আছে, তবে অসময়ে ফুল এনেছে, এখন সে ফুলে আমার দরকার কি? তাকে দূর করে দিগে যা, তাকে আমার দরকার কি?

সখী। ওগো মালিনি! তোর উপর খুসী হয়ে, রাজনন্দিনি মাইনে বৃদ্ধি করে দিতে বলেছে।

মালিনী। মাইনে বৃদ্ধি কেমন?

সখী। ওগো মালিনি! মাইনে বৃদ্ধি কেমন শুনবি? তোর এক গালে চুণ আর এক গালে কালী দিয়ে মাথা মুড়িয়ে ঝাঁটা মারতে মারতে সহর হ'তে বের করে দিবে।

মালিনী। তোদের কথায় কিছু হবে না, আমি যার চাকরী করি, তিনি যা বলেন তাই হবে।

বিদ্যার নিকট মালিনীর গমন।

মালিনী। রাজনন্দিনি! প্রণাম হই, আমার দিকে ফিরে চাও।

বিদ্যা। হাঁলো হারামজাদি! ভয় নাই তোর মনে, পূজার কাল গত ক'রে, ফুল দিস এনে? তোর বঁধুর ঘুমেরাত থাকেনা ঘুম ভাঙ্গেনা ভোরে, ফুল তুলতে বেলা হয়, তুই আসবি কেমন করে॥

শুনলো মালিনি! কি তোর রীত,
কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না হয় ভীত।
বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে,
কাল শিখাব বাবার আগে॥
বুড়াইলি তবু না গেল ঠাট,
রাঁড় হয়ে যেন ষাঁড়ের নাট।
রাত্রে ছিলি কোন্ বঁধুর ধুম,
তাই এত বেলায়, ভাঙ্গিল ঘুম।
দেখ দেখি চেয়ে, কতেক বেলা।
মেয়ে পেয়ে বুঝি, করেছ হেলা॥

মালিনি! মালিনি!

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

কাজ কিলো তোর ফুলে।
নিরাগে স্বরাগে দিবি বঁধুর গলায় রাখগে তুলে॥
নিয়মিত কর্ম্ম যত সকলই হইল হত,
করি যদি শিবব্রত, তবে আপনি কুসুম আন্‌ব তুলে॥

মালিনী। ফুল তুলতে গিয়াছিলাম সেই প্রভাতে,
ঘুরে মলাম, ফুল না পেলাম, শাস্তি বিধি মতে॥
সাত দিক সাঁতারে বেড়াই, করে ধড় ফড়,
তার উচিত ফল গালের মত চড়।

ওগো রাজনন্দিনি! আমার কি জন্য বিলম্ব হ'ল তাহা একবার জিজ্ঞাসা করলে না?

বিদ্যা। তোর কি জন্য বিলম্ব হ'ল বল দেখি শুনি।

মালিনী। ওগো আশ্চর্য্য কথা শুনিলাম রাজার মহলে
সত্য মিথ্যা গুরু জানে, কিন্তু শুনি সবে বলে।
কাঁদিয়ে কহিতে পোড়া, মুখে আ'সে হাসি,
বর নাকি এসেছে একটা দুরন্ত সন্ন্যাসী?

বিদ্যা। ওলো! বুড় বয়সে কত ঠাট, কেবল রসের কথা, এসেছে সন্ন্যাসী বর, মাগী (তুই) শুন্‌লি কোথা?

মালিনী। ওমা! একি কথা ছাপা থাকে,
পড়লে ঢাকে কাটি।
পোড়া লোকে ঠারে ঠোরে,
ঐ দেখ হেসে কাঁপায় মাটি॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।

ভাল সেবে ছিলে হর।
তাইতে এমন মনের মতন পেলে রসিক বর॥
যে বিধির বুদ্ধি সাকার, চাঁদে করলে রাহুর আহার,
সেই বিধি ঘটালেন তোমায়, নেংটা দিগম্বর॥

বিদ্যা। সত্য বটে যেমন আয়ি! বলিলি বিস্তর,
এনে দিতে তবে জানি, পরম সুন্দর।
নিত্য নিত্য বল আয়ি, এনে দিব তারে,
দেখিয়ে পড়েছ ভুলে, নার ছাড়িবারে॥
অর্দ্ধেক বয়স তবু, ঠাট ছাড় নাই,
অভাবে পেয়েছ ভাল, সেই নাতিন জামাই।
সেই সে আমার পতি, যত দিনে পাই,
সন্ন্যাসীর কপালে ভস্ম তোমার মুখে ছাই॥

মালিনী। ওমা! আমার মুখে ছাই দিবে না কেন? এ কর্ম্মের ফলই এই।

বিদ্যা। ওলো মালিনি!
অদ্যাপি নাতিন বলে কর উপহাস,
মর্লো নির্লজ্জ মাগী তুই যে মাসাস॥

মালিনী। এখন মাসাস বলবে পিসেস বলবে,
যা হ'ক একটা, বল্লেই হ'ল, বড় মানুষের ঝি।

বিদ্যা। মালিনি! তোর দিনে দিনে যৌবন ঠাট বৃদ্ধি হচ্ছে যত বুড় হচ্ছিস।

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল কাওয়ালী।

কর প্রবীণে নবীনে হ'তে আরও বাসনা,
ছি ছি ছি লজ্জায় মরে যাই. আই কি ঘেন্না।

অবাক হলেম দেখে তোর, বয়সের নাই গাছ পাথার,
সরম হ'লো না তোর স্বভাব গেল না।
হদ্দ করলি বৃদ্ধকালে, সার্থক প্রেম শিখেছিলে,
ছেঁড়া চুলে বকুল ফুলে, খোঁপা বেঁধেছ,
প্রেম ঝালিয়ে তুলেছ, এইবার কি বাহার,
(যেতে) হবে রবি সুতালয়ে, তার উপায় কি বলনা॥

মালিনী। আমি রেখেছি যখন, বলেছি তখন,
তোমারই অসাধ।
ঐ কথার ছন্দে আমি আসি দ্বন্দ্বে
আমার আর কিসের অপরাধ॥

তোর হ'ল দারুণ পণ স্বর্গে দিবে বাতি,
থালির ভিতর কে তোমারে, পূরে দিবে হাতী।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল খেমটা।

এমন সাধ্য আছে কার।
সাগর ছেঁচে মাণিক এনে হাতে দেয় তোমার।
অজাগরের ভিক্ষা যেমন, তোমার তেমনি পণাপণ,
অপার নদী সাঁতার দিয়ে হতে চাও উদ্ধার॥

বিদ্যা। মালিনি!
করিয়ে দারুণ পণ, বিচলিত হইল মন,
বৃথা গেল সময় কাল বয়ে।

বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সম্ভাষে,
অদ্যাপি হ'ল না বিয়ে।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

এখনও উপায় আয়ি, কর তারে আনিতে।
কামানল জ্বেলে ছলে, ভুলে আছ মনেতে॥
কবে সে সুদিন হবে, সুধাকর প্রকাশিবে।
বারি বিন্দু বরষিবে চাতকিনী বাঁচাতে॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল খেমটা।

মালিনী। অঘটন ঘটাতে নাতনি আমার সাধ্য নয়।
সে যদি পারে তবে, তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়॥
যদি দৈব বলেতে, পারে সে আসতে,
চেষ্টা পেয়ে দেখব, হব উদ্যোগী তাতে,
বলবো তোমার তরে বিনয় করে,
যাতে তোমার সুসার হয়॥

রাগিণী সুরট মল্লার— তাল কাওয়ালী।

বিদ্যা। পার যদি যৌবন সঙ্কটে বাঁচাতে।
তবে এ জনমের মতন, বাঁধা তোমার কাছেতে॥
কামে হিয়ে গুর গুর করে ধৈরয না ধরে,
মরি মরি সহচরী বিরহ জ্বরে,

আজ কাল ক'রে বয়স গেল,
যায় যাবে ধন প্রাণ, কুল শীল মান হ'তে ॥

মালিনী। তুমি নাকি বড় মানুষের মেয়ে, তোমার ত প্রাণে কিছুতেই ভয় নাই।

রাগিণী মূলতান—তাল আড় খেমটা।

একটু ভয় রাখ মনে।
দারুণ বিচ্ছেদ কাল ভুজঙ্গ, আছে,
পিরীতি কাম্য কাননে।
পতঙ্গ হয়ে ঝাঁপ দিতে চাও, জ্বলন্ত আগুণে ॥
যখন অঙ্গে দংশিবে সে, ঘের্‌বে লো বিরহ বিষে,
গুরু জনা ঝাড়বে এসে, ঢল্‌বি অভিমানে ॥

বিদ্যা। পেয়েছ মনের মতন ছেড়ে দিতে নার,
মন রাখা হ'লে দেখা, দিব দিবই কর ॥

রাগিণী কালেংড়া—তাল একতালা।

তুমি শঠ, সে লম্পট, ভাল মিলেছে দুজনে।
হয়ে নির্জ্জনে সংগোপনে, যার যে বাসনা মনে ॥
চারি দিকে কুসুম বন, নাহি অন্যের সমাগম,
সদাই আবির্ভূত মদন, পঞ্চ পাত্র শরাসনে ॥

মালিনী। অবশেষে এইটী হবে যাবে আমার মাথা,
ভয়েতে গা কাঁপছে আমার, শুনে তোমার কথা ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল খেমটা।

আমি আপনার বুদ্ধে মরি তরি,
তবু যাই না কার ফাঁদে।
বামন হ'য়ে লুব্ধ আশয়ে,
হাত দিব আকাশের চাঁদে ॥
পরের কোঁদল ঘরে এনে,
মরি কেবল অভিমানে,
তবে হাত দি পর আগুনে (ওলো),
গুড় যদি না থাকে নাদে ॥

বিদ্যা। মালিনি! তুই তো আমায় ভাল বাসিস নে, তা হ'লে আমার এ বিপদে কর্ণধার হতিস্।

রাগিণী কালেংড়া—তাল একতালা।

জানি যত ভালবাস কেন শঠতা প্রকাশ।
হৃদে বিষ মুখে মধু, কাষ্ট হাসি হাস ॥
আনন্দ তরণী পরে, ভাসিছ সুখ সাগরে,
তরুণ তরঙ্গ সমীরে, মনোহর কিন্তু কর রসেতে বিরস।

মালিনী। রাজনন্দিনি!

বেলা হ'ল অতিশয়, আর প্রাণে নাহি সয়
ঘরে বোন্‌পো একাকী বসিয়ে।
কত ভাবনা ভাবচে মনে, চেয়ে আছে পথ পানে
হেরিব নয়নে বাছাধনে গিয়ে॥

বিদ্যা। মালিনি! তো হ'তে হবে না, আমি যা বলি তা শোন্।
কহিও কহিও কবিবরে, কোনরূপে আমার ঘরে,
আসিতে পারেন যদি তিনি।
তবে পণে আমি হারি, হইব তাঁহারই নারী,
কৃষ্ণ যেমন হরিলেন রুক্মিণী॥

রাগিণী পরজ বাহার—তাল রূপক।

সখি! বলো বলো তারে।
যদি কোন ছলে, কিম্বা মন্ত্রের বলে,
গোপনে আসিতে যদি পারে;
হয়ে পায়ের দাসী, রব দিবানিশি,
এ পোড়া পণে আমার কি করে॥
এ পোড়া যৌবন, বিষধর যেন,
করিছে দংশন শরীরে;
তাহে রতি পতি, দুঃখ দেন অতি,
বাঁচে কুলবতী কি ক'রে॥

মালিনি! যত্নের সামগ্রী তাঁরে যত্ন করে রাখিস।

মালিনী। রাজনন্দিনি! আমি এক্ষণে চল্লেম।

মালিনীর সুন্দরের নিকট গমন।

সুন্দর। এস এস মাসী এস! সেখানকার সমাচার কি?
তুমি এত ব্যস্ত হয়ে আসছ কেন বল দেখি?

রাগিণী কালেংড়া—তাল কাওয়ালী।

তাই তোমায় জিজ্ঞাসী মাসী, উদাসী কি ভেবে।
বলেছে রূপসী বুঝি, সঙ্গে লয়ে যাবে॥
এলায়েছে কেশ বাস, সঘনে ছাড় নিশ্বাস,
হ'ল বুঝি সর্ব্বনাশ, তোমার ভরা গেছে ডুবে॥

মালিনী। বাছা তোমা হ'তে সকল নষ্ট হ'ল। তুমি নষ্টের গোড়া।
এত দিন কোন কালে, বিয়ে হ'য়ে যেত॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড় খেমটা।

সকল দিক দিলি খোয়াইয়ে, যাদু আমার মাথা খেয়ে।
এত দিন যে হয়ে যেত, কোন কালে তোর বিয়ে॥
এখন নে চল্‌লো সন্ন্যাসী, জিনিয়ে বিদ্যারূপসী,
তুমি হওগে সন্ন্যাসী হাতে খোলা নিয়ে॥

সুন্দর। দিবা রাত্রি তিন সন্ধ্যে, রাজবাড়ী যাও মাসী।
কখন ত বল্লেনা যে এসেছে সন্ন্যাসী॥
এক্ষণে মাসী আর তোমার বাড়ী থেকে
কি করব, আমি কাশী চলে যাই॥

রাগিণী কালেংড়া—তাল ঠেকা কাওয়ালী।

সুন্দর। যা থাকে কপালে মাসী, কাশী যাই চলে।
মাখবো ভস্ম ত্যজ্‌ব বসন, ব্যোম কেদার বলে॥
যার জন্যে এত ক্লেশ, সে যদি ছাড়ে স্বদেশ,
কাজ কি করে দ্বেষাদেষ, কর্ম্ম ফলাফলে।
বিদ্যার লাগি বিবাগী, গৃহ ধর্ম্ম সর্ব্বত্যাগী,
অবশেষে সাজব যোগী ছাড়ব না প্রাণ গেলে॥

মালিনী। ওরে বাছা!
কাশী যেতে হবে না, আমি আছি পিছে।
যার জন্যে এত জ্বালা, তার তো মনে আছে॥
সে সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকবে, সন্ন্যাসীর কাছে।
তাহার মা বাপ, কেমন করে বাঁচে॥
এখনি বলেছে বাছা তোমায় লয়ে যেতে,
খেতে শুতে ঐ কথা তার ঘুম হয় না রেতে॥

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ,—তাল আড় খেমটা।

মালিনী। রেখেছি মুটোর ভিতরে, হাত ছাড়াতে কি পারে।
যার যত মন, মন কারখানা, নিচ্ছি কবজ করে।
সে ডালে ডালে যায়, আমি বেড়াই পাতায় পাতায়।
দাই কে কি কোঁক ছাপা যায় প্যাঁচে পড়ে ঘোরে॥

সুন্দর। মাসি! কখন যে কি বল তুমি, বুঝতে কিছুই পারিনে?

গাছে কাঁটাল গোঁপে তেল, মিথ্যে কর দোষী।
তোমার ত চেনা ভার, যেমন শ্যামের হাতে বাঁশী ॥
কখন সাত ফুকরে বাজ, কখনও হও অসি।

রাগিণী মঙ্গল বিভাগ—তাল কাওয়ালী।

তোমার চরিত্র চিন্‌তে পারা ভার।
হও বরের মাসী, কনের পিসী, দেখি সেই প্রকার ॥
দু পক্ষেতে এস যাও, সমান দুকাটী বাজাও,
ভানুমতির খেলা খেলাও, একি চমৎকার ॥
কখনও হও ধন কুবীর, কখনও পেঁড়োর ফকির,
কখন হও যুধিষ্টির, ধর্ম্ম অবতার ;—
বেড়াও তুমি যোগে যাগে, হাড়ে তোমার ভেল্কি লাগে,
মুখের চোটে ভূত ভাগে, কথায় হীরের ধার ॥

মালিনী। বাছারে সুন্দর! তোর এ কর্ম্ম নয়।
বিদ্যে বড় বুদ্ধি দড়, বিচারে পারিলে হয় ॥

রাগিণী ঝিঝিট—তাল পোস্তা।

হবে কি না হবে কি জানি।
প্রখর হ'ল দিনমণি, পার যদি তবে জানি,
তুমি গুণের গুণমণি।
আমাদের সে জুড়াবার স্থান, পাছে হইয়ে অপমান,
তবে ত বাঁচবে না প্রাণ মরিব রে তখনি ॥

সুন্দর। মাসী কখন কি বল্‌ছো তার ঠিক নাই। কখনও বলচ বিদ্যা সন্ন্যাসিনী হবে, কখনও বল্‌চ হাতের মুটোর ভিতর আছে।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল একতালা।

ছি ছি এমন কথা কেন বল্লে।
ছল করে মন ছ'লে, আমার নির্ব্বাণ অগ্নি জ্বাল্লে,॥
আশা দিয়ে মন ভুলালে, আকাশের চাঁদ হাতে দিলে,
অবশেষে এই করিলে, আমার দফা সার্‌লে,
বলি শোন বিবরণ, চিরকাল রবে স্মরণ,
অমৃত করে অর্পণ, শেষকালে বিষ ঢাল্লে॥
পারবে না তা জানি ভাল, দৌড়খানা দেখা গেল,
মুখে গৌর গৌর বল, গৌর এই দশা কি কল্লে॥

মালিনী। বাছারে সুন্দর! বিদ্যালাভ হওয়া বড় সুকঠিন ব্যাপার।

রাগিণী বাহার—তাল খেমটা।

সে বিস্বুরে মরে আপশোষে পস্তে,
গুবরে পোকার সাধ্য কি হয়, কমলে বস্‌তে॥
পিছের কথা আগে কয় সে ত কাজের কাজি নয়,
যুদ্ধে কর প্রাণের ভয়, ঘোমটা দেয় নাচতে॥

রাগিণী বাহার—তাল খেমটা।

সুন্দর। হায় কি মজার কথা শুন্‌লে হাসি পায়।
নদীর কূলে দাঁড়িয়ে জলে পিপাসায় প্রাণ যায়॥

পাহার পর্ব্বত তল ক'রে, নদ নদী পারাপারে,
শ্রান্ত হয়ে আপনার ঘরে, দুয়ারে আছাড় খায়॥

রাগিণী কালেংড়া—তাল একতালা।

ছাড়া নহে কদাচন, মাসী, বিদ্যে সুন্দর দুই জন।
খণ্ডাইতে সাধ্যকার, বিধাতার সৃজন॥
তবে যে করি ভাবনা, বৃথা পোড়া মন বুঝে না,
সে যে আমা বই জানে না, আমি তার প্রিয়জন॥
আমি তার হৃদয়ের চাঁদ, সে যে আমার সোণার চাঁদ।
তুচ্ছ করে গগণের চাঁদ, করে না প্রয়োজন॥
শয়ন করগে মাসী, আমি নিদ্রে যাই। ঘুমালে আমায় তুমি ডেক নাই।

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

তবে চিন্তা কর কেন।
জান মনে মনে, উভয়ে দুজনে,
ছাড়া নহে কদাচন॥
অভিলাষী আছি যাকে, সে যদি সদয় থাকে,
তবে ভয় করি কাকে, নিশ্চিন্তে সন্ধান॥
যজ্ঞ কুণ্ড কাটা গেছে, সাধন সিদ্ধ প্রায় হয়েছে,
আজ কাল দুদিন আছে, জপের পরিমাণ॥

তৃতীয় পালা।

বিদ্যার দেখিয়ে ভাব ভাবে সখিগণ।
কানাকানি জানা জানি, করে সর্ব্বজন॥
কেহ বলে এ কেমন, হ'ল ঠাকুরঝি।
প্রকাশ হইলে পরে, লোকে বলবে কি॥

১ম সখী। ওলো সহচরি! এখন ত হ'ল ভাল কি করে প্রাণ বাঁচবে বল দেখি?

২য় সখী। গোপনে গোপনে আমোদ হ'ল.
এখন প্রকাশ হ'য়ে উঠল,
ক্রমে ঢলা ঢলি আমরাই দোষী হব।

রাগিণী মূলতান—তাল আড় খেমটা।

প্রেমের ভাবে ঢলাঢল, হ'ল হত বুদ্ধি বল,
উঠ্‌ল ধ্বজা, পীরিতের মজা, বিচ্ছেদে কেবল।
ছি ছি এ পীরিতের রীত, হয়ে উঠ্‌ল বিপরীত,
জেনে শুনে এ লাঞ্ছিত, যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল॥

১ম সখী। এ রাজ্য হ'তে অন্য রাজ্যে উঠে যাই চল, ক্রমেই ঢলাঢলি, লোক জানা জানি।

রাগিণী পরজ বাহার—তাল কাওয়ালী।

তাই ভাবিগো সজনি! (ধনি)
এ কেমন হ'ল, বিদ্যা রাজনন্দিনী, ধনি।
সুবর্ণ সদৃশ বর্ণ, সে বর্ণ হ'ল বিবর্ণ,
গর্ভ চিহ্ন হোর যেন শীর্ণ কলেবর;
আর না রাখিতে পারি, করিয়ে লুকোচুরি,
প্রকাশ হ'ল মজালে, মজিলে আপনি ধনি॥

২য় সখী। ওলো!
পালিয়ে গেলে বাঁচবি কোথা লুকাবার স্থান কি আছে, সকল হলো রাজ অধিকার দাঁড়াবি কার কাছে? বল কি করে প্রাণ বাঁচে?

রাগিণী পরজ বাহার—তাল কাওয়ালী।

সই এখন উপায় কি করি?
ইচ্ছে আত্মঘাতী হই, প্রবেশি অনলে,
নহে ডুবি জলে, নহে গলায় দিই ছুরি॥
কথা বলিগে কার কাছে, শুনলে সকলেতে নাচে,
বল কি করে প্রাণ বাঁচে, পাছে হাসে শত্রু পুরী॥

৩য় সখী। ওলো সহচরি! এক্ষণে যুক্তি কি বল দেখি? ছাপিয়ে রাখা আর হবে না। সবে মিলে এক সঙ্গে গলে বস্ত্র দিয়ে পড়িগে চল রাণীর চরণ ধরে, সেই বই এর উপায় হয় কেমন করে।

৪র্থ সখী। রাণীকে অগ্রে জানান হবে না।

১ম সখী। আগে যার খাই তাকে জানাইগে চল। এস সকলেতে মিলে, যার খাই তারে আগে সুধাইগে চল। সেই বা কি বলে।

২য় সখী। তবে তাই চল, সেই যুক্তিই স্থির।

বিদ্যার নিকট সখীদের গমন।

১ম সখী। ওগো রাজনন্দিনি! একবার গা তোল।
সারাদিনটা থাকবে শুয়ে,
আমরা সবে সখিগণে এলাম ব্যস্ত হয়ে,
বলি দুটো দুঃখের কথা, তোমায় লজ্জা খেয়ে।

বিদ্যা। তোরা কি বলবি বল, ভাল সংবাদ এনেছিস ত?

২য় সখী। ওগো পণ করলে সভার মাঝে,
শুন্‌লে সকল লোকে।
দেশ বিদেশে খপর দিলে
পত্র লিখে লিখে॥

লুকায়ে করলে বিবাহ,
না জানে রাজরাণী।
কোণে কোণে ভঙ্গ হ'ল
শেষে আমাদের লয়ে টানাটানি।

বিদ্যা। ওলো!
এত দিন ছিলি বাধ্য বিপদ কাল দেখে,
যে যার পলাতে চাও, ফাঁকে ফাঁকে।
তোদের মনে যা আছে তাই করগে।

৩য় সখী। আমাদের আর অপরাধ নাই। আমরা মহারাণীকে জানাইগে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।

চল চল এখনি যাব আমাদের মহারাণীর নিকটে।
যার খুন তার যাবে, আমাদের কি ক্ষতি হবে,
যা হবার তাই হবে, যা আছে ললাটে॥

রাণীর নিকট সখীদের গমন।

সখিগণ। শুন গো মহারাণি!
আমরা নিবেদন করি।
বড় শঙ্কট ব্যারামে পড়েছেন রাজকুমারী।
হাত ধরে ধাত পায় না, ঠিক, রোজা গেল কত শত
আমরা সবাই দেখি যেন অন্তঃসত্ত্বার মত।

রাগিণী পরজ বাহার—তাল খেমটা।

এ আবার কি হ'ল ঠাকুরঝির,
আমরা সকলে ভেবে অস্থির,
কেন হ'ল ভেবে মরি পাণ্ডুবর্ণ রাজকুমারী,
গর্ভ চিহ্ন হেরি যেন, উঠ্‌ল গায়ে শির,
দারুণ উদরের ভরে, বসিলে উঠিতে নারে,
নব কমল পয়োধরে উপাজল ক্ষীর,

রাণী। তোরাই বা কেমন রক্ষিণী ছিলি ভালে।
সকলে মিলিয়ে রসে, কলঙ্ক দেশ বিদেশে,
চুন কালি দিলি গালে।
থাক্ থাক্ থাক্ কাটাইব নাক
আগেত রাজারে বলি
তোদের মাথা মুড়াইব, গাধা চড়াইব,
শেষে দিব চুণ কালী।

বিদ্যা কোথা বল?

সখী। তাঁর মন্দিরে আছেন।
রাণী। চল্ সেখানে যাই।

রাণীর বিদ্যার নিকটে গমন॥

হাঁগো বিদ্যা!
বল দেখি সুধাই, মাটি খেয়ে মুণ্ড মাথা করেছিস কি ছাই

লুকিয়ে লুকিয়ে করলি মজা, এনে কাণে কাণে শেষকালেতে
ভাঙ্গলি হাঁড়ি হাটের মাঝ খানে।

না মিলিল দড়ি না মিলিল কড়ি,
কলসী কিনিতে তোরে,
হয়ে মলি নাই, কি দুঃখ বালাই,
বেঁচে কি সুখ এ সংসারে।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড় খেমটা।

একি পোড়া কপাল আমার।
অপমান কত সব আর॥
রাজার ঝি রাজার বহুরি,
হব রাজার শাশুড়ি, তাতে বিধি দিলেন বাড়ী,
মাথা তোলা ভার॥

বিদ্যা। মা!
পেয়ে মিথ্যা ছল আর কত বল,
জানি গো সকলি জানি।
অনাথিনী প্রায়, কেঁদে দিন যায়,
থাকিতে জনক জননী॥
মায়ে না জিজ্ঞাসে, বাপে না সম্ভাষে
থাকি যেন বন্দী শালের মত।
ভেবে অকপটে, গুল্ম হল পেটে,
নহে একি অনুচিত॥

রাগিণী কাফি সিন্ধু—তাল যৎ

এ কেমন ব্যাধি জন্মিল।
সদা অলসে অঙ্গ আবেশে, ভারি হইল॥
হলেম শীর্ণ তনু জীর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ প্রায়,
বাহির হইতে নারি লোকের লজ্জায়,
বহু রুচি খাইতে সাধ অম্ল প্রচুর।
পোড়া মাটি পরিপাটী অতি সুমধুর॥
কি হবে কি হবে, কিসে দুঃখ যাবে,
সদা তাই ভেবে প্রাণ ব্যাকুল॥
গর্ভের লক্ষণ যেন হইল আমার।
বসিলে উঠিতে সাধ্য, নহে পুনর্ব্বার॥
মুখে উঠে বারি, খাইতে না পারি।
দুঃখ সম্বরি পাতি অঞ্চল॥

রাণী। বেটি! একি তোর গুল্মর লক্ষণ?
সত্য করে বল্, কিরূপে এ কারখানা হ'ল?

রাগিণী ছায়ানট—তাল চৌতাল।

ভালত ঢলালি, ঢলালি ওলো কুল কলঙ্কিণী,
তাপিনী সাপিনী প্রায়, প্রাণেতে দংশিলি।
তোর বিবাহ উপলক্ষ, ঘটক গেল লক্ষ লক্ষ,
হলি রাজার প্রতি পক্ষ, বিপক্ষ হাসালি॥

বিদ্যা। মা!

আমি কিছুই জানি নাই জানেন গোঁসাই
ভাল মন্দ ফলাফল।
স্বপনেরি প্রায়, কেবা আসে যায়
ঘুমালে এই কৌশল॥
মিথ্যা পতি সঙ্গ, মিথ্যা পতি রঙ্গ,
বসন নিশান রতি।
আমার ঐ ভ্রান্ত, ভাবি তাই নিতান্ত,
পেট হবে বুঝি সত্যি॥

রাণী। শুন্‌লি গো তোরা স্বপ্নে হয় পেট,
কেমন করে বল্লে বেটি মাথা করে হেঁট।
বিদ্যা তোরে আর বলব কি?
উন্মত্ত রাজ পাটে, ঘরে আই বুড় ঝি।
রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজা দুঃখ পায়,
গিন্নির পাপে গৃহস্থ নষ্ট, লক্ষ্মী ছেড়ে যায়॥

রাগিণী কালেড়াং—তাল কাওয়ালী।

এবার হইলে দেখা তাহারই সনে।
কহিব প্রাণের কথা, যা আছে মনে॥
করিব তায় লণ্ড ভণ্ড উচিত তাহার দণ্ড,
দেখা মাত্র খণ্ড খণ্ড, করব দর্শনে॥

রাণী। ওলো সহচরিরা বিদ্যাকে লয়ে আমার মন্দিরে রাখগে যা,
আমি এখনই এর প্রতিকার করছি।

সখী। ওগো ঠাকুরাণী! এক্ষণে মহারাণীর মন্দিরে চলুন।

রাণীর মহারাজের নিকট গমন।

রাজা। এস এস রাণি এস! শশব্যস্ত কেন? কি হয়েছে আমায় বল।

রাণী। মহারাজ সকলই করিলে নষ্ট ক'রে অহংকার।
রাজ্য যুড়ে কলঙ্ক, মাথা তোলা ভার॥
বিদ্যার হয়েছে পেট, শুনে হয় খেদ,
উচিত কহিতে হয়, আত্ম বিচ্ছেদ॥
আইবুড় ষোল বছরি, কন্যা তোমার ঘরে।
চক্ষু বুজে নিশ্চিন্তে, থাকলে কেমন ক'রে॥
এক্ষণে অনায়াসে নাতির মুখ দর্শন কর।

রাজা। রাণী বুঝেছি আমি সকলই বুঝেছি, আর বলতে হবে না। তুমি বিদ্যাকে আপন একতারি করে রাখগে।

শুনে রাণী রাগে অঙ্গ কাঁপে যে আমার,
বিদ্যাকে রাখগে ক'রে আপন একতার॥
এখনি করিব আমি, ইহার প্রতিকার।

জমাদার! বিদ্যার মহল মে চুরি হো গিয়া। চোর পাকড়া নে কো ওআস্তে কোটাল লোক কো আবি বোলাও।

জমাদার। ওরে কালকেতুয়া! ধুমকেতুয়া, চন্দ্রকেতুয়া, রুদ্রকেতুয়া,

শ্বেতকেতুয়া, যমকেতুয়া ভীমকেতুয়া, সাত ভাই জল্‌দি হাজির হো যাও। বিদ্যা কো অন্দর মে চোরী হো গিয়া, ঐ হি চোর পাকড় নে হোগা।

ধূম। কেঁও বাবা! বিদ্যা কো অন্দর সে সব চুড়ি পড়া হ্যায়।

জমাদার। সো নে হি রে বান্‌চোৎ বিদ্যা কো মহল মে সিঁদ হো গিয়া।

চৌকাদার। বিদ্যার মহলে সবাই সিঁদূর পরে বসে আছে।

জমাদার। বিদ্যাকা মহল মে ডাকাতি হো গিয়া, ঐ হি চোর ধর্‌নে হোগা, মহারাজ বোলাতে হ্যায় জল্‌দি যানে হোগা।

চৌকীদার। আচ্ছা বাবা চল, রুলের গুঁতো দিও না।

রাগিণী জংলা—তাল একতালা।

আমরা কি অপরাধের অপরাধী। (মহারাজ হে)
সিন্নিতে সিরপা দিলে, কেন আপনি হ'লেন প্রতিবাদী,
মা যদি বিষ খাওয়ায়, পিতা যদি করেন বিক্রয়,
রাজা যদি প্রাণ লয়, তবে কার কাছে বল কাঁদি॥

জমাদার। মহারাজ! সব কোটাল লোক হাজির হ্যায়।

কোটাল। সেলাম পৌহঁছে. মহারাজ! আমরা কোন দোষের দোষী নই।

রাজা। শোন রে কোটাল!

নিমক হারাম বেটা, আজ বাঁচাইবে কেটা
দেখবি করিব যে হাল।

রাজ্য করলি ছার খার, তল্লাস কে করে তা'র,
পাত্র মিত্র গোবর গণেশ।
আপনি ডাকাতি ক'রে প্রজার সর্ব্বস্ব হ'রে
হয়েছিস বেটা দ্বিতীয় ধনেশ॥
লুটিলি সকল দেশ, মোর পুরী ছিল শেষ,
তাহে চুরি করিলি আরম্ভ।
জান্ বাচ্ছা এক খাদে, গাড়িব হারাম জাদে,
তবে সে জানিবে মোর দম্ভ॥

চৌকীদার। দোহাই মহারাজ! দোহাই মহারাজ!
আমরা কোন দোষের দোষী নই।
আমাদের ঘরে রক্ষা করুন।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড় খেমটা।

এবার প্রাণ দিয়ে প্রাণ বাঁচাও। (মহারাজ হে)
সপ্তাহ মেয়াদ রাখ, চোর ধরে দিব কড়ার নাও॥
হুকুম দপ্তরে লেখ, নাজির হাওয়ালে রাখ,
গোলামের তক্সির দেখ, না হক্ হুজুরেতে তজ্‌দি দাও॥

রাজা। ওরে কোটাল! সাত দিনের মধ্যে চোর ধরে দিতে হবে। তা না হ'লে, এক খাদে জান্ বাচ্ছা যাবে।
জমাদার! কোটাল লোক কো, নাজির খানায় লেকে সই লেকে ছোড় দেও।

জমাদার। নাজির খানা মে চল্, ছুঁয়া সহি লেকে ছোড়ে গা।

নাজির বাবু! কোটাল লোক সাত দিনে, চোর ধরে দিবে এই কড়ার লেকে ছোড় দেও, আর কাগজ মে দস্তখৎ করায় লেও।

ওরে ধূমকেতু! সাত ভাই এক কাট্টা হোকে যাঁহা চোর মিলে, হুঁয়াসে চোর পাকড়কে লাও, গাফলী মৎকর।

ধূম। ওরে ভাই কালকেতু! সাত দিনের মধ্যে চোর ধরে দিতে হবে। তা না হ'লে, যান বাচ্চা এক খাদে যাবে।

কাল। ওরে ভাই! তুই যে সাত দিনের মেয়াদ নিয়ে এলি চোর ধরে দিবি? চোর কি বিলাতি আলু, না ইলিশ মাছ? বাজার থেকে সের দরে কিনে এনে দিবি?

ধূম। চোর কি বাজারে বিক্রী হয়, চোর খুঁজতে হবে নর্দ্দমা, শৈত্-খানা, গলি, ঘুঁজি, বন বাদাড়, চেষ্টা করতে হ'বে। যদি পাওয়া যায়।

চন্দ্র। চোর এখানে সেখানে খুঁজলে কিছু হবে না, যেখানে চুরি হয়েছে, সেইখানে যাই গে, চোরের অনুসন্ধান হবে।
এই ত বিদ্যার ঘর দেখহ খুঁজিয়া,
কোথা হতে আসে চোর কোন পথ দিয়া।

কাল। এ ঘরের গলি নাই, ঘুঁজি নাই, ফাটা নাই, ফুটো নাই, কোথা থেকে আসে কেমন করে আসে বল দেখি?

চন্দ্র। ওটা কি তোলা দেখ!

অন্য একজন। একটা হাঁড়ি।

চন্দ্র। ওটা ওখানে তোলা কেন? ওটা নাবা দেখ্ ওটা কিসের হাঁড়ি?

অন্য। তবে ধর নাবিয়ে দেখি, ওরে হাঁড়ির মধ্যে এ কি ?

কাল। বিদ্যে বাজ্যে করে।

ধূম। ওটা কাসুন্দির হাঁড়ি।

যম। একটু খেয়ে দেখ্।

শ্বেত। বলি বেশী খাস্‌নে, পেট ছেড়ে দেবে।

ধূম। পালংটা টেনে ফেলে দে।

অন্য। টেনে ফেলে দিলাম।

(খাট সহ পালংটেনে ফেলে দিয়া)

খাটের নীচে একটা পাথর কেন ?

অন্য। ও ভাই ঐ পাথরে বিদ্যে পানছেঁচে খায়,

অপর। ও পাথর টায় বিদ্যে বাটনা বেটে খায়,

অন্য। ও পাথরটা সরা দিকি ?

এই সরিয়া দিলাম।

ওমা এটা কি রে এ যে সোড়ঙ্গ॥

রাগিণী জংলা—তাল খেমটা।

এই সুড়ঙ্গে সোণার অঙ্গ পতন হয়।

যারে সকলেতে দেখতে চায়,

ইচ্ছে হয় যে যাই, দেখিগে অম্মা!

ঠাওরাতে পারিনে, ইহার অন্দি সন্দি নাই,

ইহার ভিতর গেলে, মানিক জ্বলে,

কত না আনন্দ হয়॥

ধূম। দেখিয়া সুড়ঙ্গ পথ হইলাম অবাক,
পাতাল হইতে বুঝি আসে যায় নাগ।

অন্য ওরে ভাই ধূম কেতু শোন বিবরণ।
সিঁদেলের সিঁদ কাটা, লয় আমার মন।
শেয়ালের গর্ত্ত নয়, নয় ইন্দুরের বাসা,
পিসীরে ডাকিয়া, ঘুচাও মনের আঁদাশা॥

কাল। ওগো পিসি গো! বিদ্যার ঘরে, একটা সোড়ঙ্গ বেরিয়েছে,
দেখে বড় ভয় হচ্ছে।

রায় বাঘিণীর আগমন।

যাচ্চিরে যাচ্চিরে ভয় নাই, ভয় নাই,
আমি যার পিসী তার কিসের ভয়?
ধরিয়ে চোরে দুঃখ ঘুচাব নিশ্চয়।

রাগিণী জংলা—তাল খেমটা।

মর্‌বো না হয় ধর্‌ব এবার নবীন মন চোরে।
তারে প্রেম ডোরে বাঁধব করে॥
না পূরিতে সাধ, হ'ল অপবাদ,
বেড়াই দ্বারে দ্বারে তারই তরে করে লয়ে ফাঁদ;
দিব কলঙ্ক এক ঢেঁটরা ফিরিয়ে আছিরে তার ফিকিরে॥

কোটালদের নারীবেশ ধারণ।

পিসী। নারী বেশে সারি সারি বস এই ঘরে।
বিদ্যা হয়ে বস এক জন পালংএর উপরে॥
আছে তার বিদ্যার লোভ আসিবে এখন।
দেখা মাত্র অমনি তারে করিবে বন্ধন॥

কোটাল। পুরুষ হয়ে কেমন করে ধরব নারীর বেশ,
যা আছে ভাগ্যেতে পিসী হবে অবশেষ।

পিসী। বাছারে! সে অভিমান করলে হবে না,
তা হ'লে চোর ধরা পড়বে না।

রাগিণী জংলা—তাল খেমটা।

যখন যেমন, তখন তেমন, মান অভিমান কি?
পড়লে দায় তার উপায় চিন্তে ক্ষতি কি?
কভু রাজ সিংহাসন, কাঞ্চনে ভূষণ,
চাকর নফর চারিদিকে, করে চামর ব্যজন,
কভু ধূলায় লুটায়, সোনার অঙ্গ,
তাতে নিদ্রা হয় না কি?

কোটাল। পিসি! এ ভায়ানক গর্ত্ত? গর্ত্তের নিকটে বসব কেমন করে? প্রাণে বড় ভয় হচ্ছে।

পিসী। চন্দ্রকেতুকে বিদ্যা সাজা, আর পালংএর উপর বসা, তোরা

সব সখী সেজে, চারি ধারে বস। আমি ধূলা পড়া ও চারিধার মন্ত্র পাঠ করে দিয়ে যাই, সাপ, বাঘ, ছুঁচো, ইন্দুর কেহ আসতে পারবে না।

মন্ত্র পাঠ।

নাগ নাগ মোহিণী বিদ্যে, নাগ দেশ জুড়ে,
অড়শে নাগ পরশে নাগ, নাগ পুকুরের পাড়ে,
আনাচে কানাচে নাগ, নাগ ঝোড়ে ঝাড়ে,
হর সিদ্ধির গুরুর পায় কামরূপী কামিক্ষে মায়,
হাড়ি ঝি চণ্ডীর আজ্ঞে, আমার মন্ত্র
শিগ্যির লাগ শিগ্যির লাগ।

ধূম। মন্‌তর্‌ মন্‌তর্‌ বাঘের মন্‌তর্‌
বাঘ ঢুকলো কুঁড়ের ভিতর,
ওরে বাঘ বেরুবিত বেরো,
নইলে মানুষ খুন করবি বাবা।

ধূল পড়া।

কাল। ধূলা পড়া ধূলা পড়া, কুমড়ো জালি,
পান্তাভাতে নেবুগুলি, কার আজ্ঞে,

খেঁক শেওয়ালীর নেজের ডগের আজ্ঞে,
আর ভয় নাই সব বসে থাক।

বিদ্যার নিকট সখীদের গমন।

ওগো!
চাত্তর ক'রে তোমার ঘরে বসেছে সব ঘিরে,
ঠাকুর জামাই যেমনি আসবে, তেমনি বাঁধবে করে॥

বিদ্যা। ওগো সখি! আজ দেখি বড়ই প্রমাদ,
না জানিল প্রাণনাথ, এ সকল সংবাদ॥
না জানি আমার লোভে, আসিবেন ঘরে,
হায় প্রভু পড়িবেন কোটাল চাতরে॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠুংরী।

হায় হায় কি হবে কে তারে জানাবে এ দুঃখ মর্ম্ম কথা।
মরি প্রকাশ করি কোথা॥
সকলই বিপক্ষ ঐক্য, স্বাপক্ষ কেহ দেখি নাই,
পরে কে করে স্বাপক্ষতা॥
কোটাল হইল কাল আমার প্রাণ নাথে।
অনুকূল হয় এমন, নাহিক সুধাতে॥
যাই ছুটে দম ফাটে, মরি প্রাণ যায়,
বোবার স্বপন সম প্রকাশিব কায়॥

বাপ অনর্থের হেতু ধূম করে ধূমকেতু,
আমার গলাতে দিতে ক্ষুর।
তাই ভাবি অনিবার, কি পোড়া কপাল আমার ;
বিধি বুঝি হইল নিষ্ঠুর ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠুংরী।

আনগো সহচরি বিষ খেয়ে মরি,
এ দুঃখ সহিতে আর পারিনে।
হয়েছি চঞ্চল, না রহে চক্ষের জল,
সখার অকুশল শ্রবণে।
ধিক্কার হয়েছে এমন, না রাখি আর এ জীবন,
নগরে না দেখাই বদন প্রবেশিব কাননে ॥

সখী। ঠাকুরাণী এখন আর ভাবলে কি হবে? পূর্ব্বে ভাবা উচিত ছিল।

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তা।

আগে না ভাবিলে, ভেবে কি হবে এখন।
অনিত্য তোমার এ যে অরণ্যে রোদন।
বলে ছিলাম তখনি, বারণ ত শুনলে না ধনি,
জ্বালায়ে জ্বলন্ত অগ্নি, কিসে হবে নিবারণ ॥

বিদ্যা। ওলো সহচরি! কেউ আমার প্রাণনাথকে এর সংবাদ দিতে পারিস।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠুংরী।

না জানে না শুনে, জলন্ত আগুনে,
পড়লে তরিবে কি প্রকার।
বল কে আছে তারিতে আর ॥
যদি কেহ আমার হ'য়ে, এসে দুট কথা কয়ে,
প্রাণ সখী প্রাণ দিয়ে, শুধিব তার ধার ॥

সখী। শুন শুন ঠাকুরাণী, কালী কর ধ্যান।
অবশ্য প্রাণনাথ, আপনার পাবে পরিত্রাণ ॥

বিদ্যা। সহচরি তোরা পূজার আয়োজন করে দে, দৈব চেষ্টা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই ॥

রাগিণী সিন্ধু—একতালা।

ভব কৃপয়া সদয়া গো, অভয়া অম্বিকে।
ভবরাণী ভবানী মৃড়াণী চণ্ডিকে ॥
ভবহরা ভবদারা, ভবার্ণবে তুমি তারা,
ভক্ত জনের দুঃখ হরা, কর্ম্ম দায়িকে ॥
ছিন্নমস্তা মুক্তকেশী, উমা ধূমা শিব শশী,
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডাশী, ওমা চণ্ড নায়িকে ॥

নারীবেশধারী কোটালদের নিকট সুন্দরের গমন।

সুন্দর। এ আবার কি ভাব? এমন ত কখন দেখি নাই, নিত্য

নিত্য আসি যাই, এমন ভাবত কখন দেখি নাই আজ বদনে
বসন দিয়ে কেন ?

রাগিণী ভৈরবী—আড়া ঠেকা।

বদন তোল বিধুমুখী, আড় নয়নে ফিরে চাও,
থাকলো মানে মৌনতা মনের কথা কও বা না কও।
তব ক্রোধানল লইয়ে, চন্দ্র আইলেন সূর্য্য হয়ে,
পোড়ে অঙ্গ প্রাণপ্রিয়ে, বাঁচি যদি তুমি বাঁচাও ॥
কি কারখানা যায় না জানা, ঠাওরাতে না পারি,
ভাবিয়ে অস্থির প্রাণ, শুন লো সুন্দরী।
বিধুমুখি ! আজ এত কঠিন কেন দেখচি ?

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।

ছদ্মবেশী কোটাল। নলিনী কঠিন হয় হয় কি সাধ ক'রে।
প্রাণ গেলে প্রাণ, বলে না ভ্রমরারে ॥
পদ্ম মধু খাও, কেতকীতে যাও,
ওরে প্রাণ অবলা মজাও ;
যেমন নষ্ট চন্দ্র কলঙ্কিণী,
তাই হ'ল কি আমারে ॥

সুন্দর। ফিরে চাও কথা কও, শুন বিধুমুখী।
কি অভাবে, কার ভাবে, হয়ে আছ দুঃখী।

সুন্দরি! একবার বদন তোল, করে ধরে বলতেছি।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।

কোটাল। গায়ে হাত দিও না প্রাণনাথ।
অতি ব্যস্ত হয়ে, পেলে কি আকালের ভাত॥
যা বল্লে আগে, মনের রাগে,
আর কেন কর উৎপাত;
আজ হতে তোর প্রেমের পথে,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

সুন্দর। সখিরে! এ কেমন কথা?
আমার সামগ্রী, আমি গায়ে হাত দেব না কেন?

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা

কোটাল। ছি ছি ছি, ঠাকুর জামাই কল্লে কি?
ছিল মনের মৌনে, অভিমানে ঠাকুর ঝি।
ছিঁড়লে কাঁচুলী, তুমি রসিক নও অলি,
ওরে প্রাণ তায় তোমায় বলি;
এখন ছিঁড়ে পড়ল জোড়া কমল,
জোড়া দেওয়া ঠক্‌ঠকি॥

কোটাল। ধরে ছি রে, ধরেছি রে।
অন্য। বাঁধ্ বাঁধ্ বাঁধ্।

অপর। কসে বাঁধ্ কসে বাঁধ্।

সুন্দর। ওরে কোটাল! তোরা আমায় ধরলি কেন, ছেড়ে দে।

কোটাল। তোমায় ছেড়ে দেব না ছড়ব।

ওরে ভাই ধূমকেতু! এ চোরের সঙ্গে আরও চোর আছে, ওকে জিজ্ঞাসা কর্ ওর সঙ্গে আর কে আছে?

অন্য। ওগো চোর মশাই? একটা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি সত্যকথা বলবে ত? তুমি একলা চুরি করেছ, কি তোমার সঙ্গে কেউ আছে?

সুন্দর। ওরে কোটাল! আমার সঙ্গে আর কেহ নাই, আমি একা, এ চুরি একলাই হয়।

কোটাল। একলা কখন চুরি হয়? আমরা কি কখন চুরি করি নাই।

ওরে ভাই! এক কর্ম্ম কর, চোরকে ধরে একজন দাঁড়া, আর একজন এই সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকে যা। যখন এর ভিতর থেকে মানুষ বেরিয়েছে, তখন যাবার ভয় নাই।

জনৈক কোটালের সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মালিণীর বাড়ীতে উপস্থিত।

ওরে এ মালিনীর বাটী নয়? মার্ নাতি ভাঙ্গ কপাট বেটীকে ফেড়ে বার কর।

মালিনী। দোহাই মহারাজা, দোহাই মহারাজা যত বেটা মাতাল এসে জুটে, ঘর দুয়ার ভেঙ্গে আমার সর্ব্বস্ব লুট্‌লে।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল খেমটা।

উঠ্‌গো প্রেম নগর বাসী সকলে।
কেন হয়ে মশিল, তশীল করে কোটালে॥
ঘুমের ঘোরে টের পেলেম না, রক্তে ভিজিল গা বিছানা,
দিলে রাজার দোহাই মানে না, পোড়া অনলে।
কিছুই জানি না বাছা আমি দুঃখিনী মালিনী,
ওরে কোটাল, কেন মোরে বল কটুবাণী।
অনাথা দেখিয়া কোটাল কর অহংকার।
ধর্ম্ম সাক্ষী হবেন এর করিবেন বিচার॥

রাগিণী ইমন—তাল কাওয়ালী।

কেন কর এত অত্যাচার, কি মনস্তাপে।
এ প্রকার বারে বার দুঃখ সহেনা সহেনা।
সরল প্রাণ অবলার, করে গুর গুর গুর হিয়া॥
ধর ধর মার মার এই রব নিরন্তর,
না কর সে সমাদর,
যেমন পূর্ব্বাপর ?, যাছিল বরাবর,
এ কেমন, তোমার মন, রে এখন, বাছাধন,
কর গঞ্জনা ভৎর্সনা, কত মনেরি পরিতাপে॥

কোটাল। চল বেটী চল, মহারাজার কাছে, বেটী! হাসতে হাসতে কাঁকুড় খেয়েছ, পোঁদ দিয়ে বিচী বেরুবে।

মালিনীকে লইয়া সুন্দরের নিকট গমন।

কোটাল। দেখ দেখি বেটা এ কে ?

সুন্দর। এস এস মাসি এস মাসী আছ কেমন ?

মালিনী। কে তোর মাসীরে বেটা ? মাসী বলতে জায়গা পাওনি ?

কে তোর মাসীরে বেটা,
মাসী মাসী করে, ছিলে আমার ঘরে।
জ্বালায়ে মোমের বাতি সিঁদ কাট সারা রাতি
এ মন্ত্রণা বুঝব কিসে তোরে ॥

তোর মাসী কে রে বেটা ?

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

ঘরে বাসা দিয়ে তোরে কত বা লাঞ্ছনা হ'ল
চোরের সাজাই মোরে।
খেলাম না ছুঁলেম না কোথা, পাপ লোকে কয় নানান কথা
ওমা একি গণতা ;
আমার মেরে পিট ভেঙ্গে দিল ডরিয়ে মরি ডরে ॥

সুন্দর। ওরে কোটাল ! মাসীর এই বড় গুণ।
আশা ভরসা দিয়ে, আশায় ভুলায়ে শেষে করে খুন ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।

ঐ মাসী উদাসী ক'রে, মজাবার মূল।
দুজনার নাম ধরে, কি জানি কি গুণ করে
পʼড়ে দিল ফুল॥
তাইতে সিঁদ কাটলেম গিয়ে হইয়ে ব্যাকুল,
এখন মাসী ফেলে পালায় লাগিয়ে বিষম ভুল॥

মালিনী। ওরে কোটাল!
কে জানে সিঁদেল চোর সিঁদেলী বিদ্যে জানে,
হাত পা ঢুকলো পেটের ভিতর বেটার কীর্ত্তি দেখে শুনে॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল খেমটা।

ভুলব না ভুলব না রে, আর পরের কথা শুনে,
হত বুদ্ধি আজ অবধি, খত, দিলাম নাক কাণে॥
ফলের আশে উঁচু গাছে, উঠাতে অনেকে আছে,
পড়িলে মরে কি বাঁচে, সে ভাবনা নাই প্রাণে॥

চৌকীদার। চোর নিয়ে কেন রে ভাই, মিছে গোল মাল করা,
যার হুদ্দ তার কাছে দিয়ে, চল খালাস নিইগে মোরা॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল খেমটা।

প্রতিবাসিনী। আয় আয় সোনার পাখী,
প্রাণভরে যাবার সময় দেখে যাই।

হৃদয় মাঝে প্রেম কটরা, তাতে আছে দুধে ভরা,
উড়ে বস রে নিমক হারাম, ধরে ধরে তোরে খাওয়াই ॥

ওলো সহচরি! চোর দেখ্‌বিত আয়!
কখনও দেখি নাই এমন চোর চূড়ামণি,
রসে মন ঢল ঢল, অস্থির হ'ল প্রাণী।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

রূপের তুলনা কি আছে দিতে।
এমন বরণ জন্মাবধি দেখি নাই চক্ষেতে ॥
পালটিয়ে দুনয়ন, চলিতে না চলে চরণ,
উড়্‌ উড়্‌ করে মন, নারি ফিরাইতে ॥

বিদ্যার মন করলে চুরি ঐ মন চোরা।
উহাকে যদ্যপি পাই, চুরি করি মোরা ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।
মরি মরি রূপের বালাই লয়ে।
চরণে রহিলাম বাঁধা, নয়ণে হেরিয়ে ॥
সদাই তুষিব মন, প্রাণ সমর্পিয়ে ॥

দাসী। ওগো মহারাণি! দেখুন দেখুন! ঠাকুরাণীর মন চোরকে ধ'রে কোটালগণ একত্রিত হয়ে বেঁধে লয়ে যাচ্ছে।

রাণী। ওগো সখি!
অগ্রে কেন বল্লে নাকো লজ্জার মাথা খেয়ে,
খুনের দায়ে খুন বাঁচাতেম, রাজাকে বলে কয়ে॥

রাগিণী বাঁরোয়া—তাল ঠুংরী।

লাজে মরি মুখ দেখাতে নারি ওলো ও সহচরি।
একি দায় ঘটিল হায়, কি করি উপায় ইহারই।
কেন হ'ল এ দুর্ম্মতি, গোপনে করিল পতি,
দেশ যুড়ে অখ্যাতি, হ'ল কলঙ্ক ভারি॥
জ্বলে প্রাণ বিপক্ষ বাক্যে, শেল সম লাগে বক্ষে,
মরি ঐ মন দুঃখে, চক্ষে বহে গো বারি॥

রাজার নিকট চোর ও মালিনীর গমন।

চৌকীদার। মহারাজ তোমার চোর নাও, আর চোরণী নাও।
রাজা। চোরের সঙ্গে মালিনীকে আনা হয়েছে কেন?
চৌকীদার। মহারাজ!
মালিনীর ঘরে চোর করিয়ে বসতি,
করিল সুড়ঙ্গ পথ, মনোহর অতি।
সাজিয়ে রমণীর বেশ, বিদ্যার মন্দিরে,
ধরিয়ে এনেছি চোর, তোমার হুজুরে।
ধর্ম্ম অবতার তুমি, রাজা মহাশয়,
বুঝিয়ে বিচার কর উচিত যা হয়॥

রাজা। হীরে! বল সত্য করে,
এটা কেটা কার বেটা এল কেমন করে?

মালিনী। মহারাজ!
শুনেছি উহার দক্ষিণ দেশে ঘর।
পড়ুয়ার বেশে এসেছিল তোমার নগর॥
সত্য মিথ্যে গুরু জানে, দিলে পরিচয়,
কাঞ্চিপুর গুণসিন্ধু রাজার তনয়।
মাটি খেয়ে বলে ছিলাম, বিদ্যের বিদ্যমানে,
বিবাহ করিতে চেয়ে ছিলেন, ঐ কথা শুনে॥
আমি বলিলাম বল, রাজরাণীর স্থানে।
কি বুঝে করিল মানা, ধর্ম্ম তাহা জানে॥
কথন কূটনী পণা, জানি না কেমন,
রাবণের দোষে যেমন সিন্ধুর বন্ধন॥

রাগিণী ললিত ভৈরব—তাল পঞ্চম সওয়ারী।

জানি নাই, চিনি নাই, কভু দেখি নাই নয়নে।
দৈব ঘটনে, এনে এ যন্ত্রণা প্রাণে।
অনেক আশায় অভিলাষে বাসা দিলাম, বাসে হে;
সে জন এমন হবে তাই বা কে জানে॥

রাজা। হীরে! তুই কেন বল্লি নাই?
যা হয় কত্তাম আমি, শুনে ততক্ষণে।

মালিনী। মহারাজ !
ভাবলেম এক হ'ল আর মরি তাই বিস্ময়ে।
হয়েছে কুকর্ম্ম, তখন না ক'য়ে তোমারে।
ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজা মহাশয়,
বুঝিয়ে বিচার কর উচিত যা হয়॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।

এই অপরাধ, হয়েছে যা করেছি ঝকমারি।
এখন মার কাট ধর পেট, তোমার আজ্ঞাকারী।
জানি করলে উপকার বাসনা আমার,
মনের মতন আরও কত পাব পুরস্কার;
এখন তা না হ'ল কুল মজিল, হ'ল উল্টচিরি॥

রাজা। জানা গেল, মালিনী সম্পূর্ণ দোষিণী। কিন্তু স্ত্রী বধ করা অকর্ত্তব্য, ইহার বিচারে এই, মালিনীর মাথা মুড়াইয়া, গালে চুণ কালী মাখাইয়া সহরের বার করে দাও।

কোটাল। চল বেটি হারাম জাদি। তোর লেজ কেটে গঙ্গা পার করে দিইগে চল।

রাজা। নকিব তুমি চোরের পরিচয় লও।

নকিব। ওহে বাপু চোর !
কি নাম, কাহার বেটা, বাড়ী কোথা তোর ?

চোর। তুমি ত রাজার নকিব দেখ চেহারায়,
যেমন হুকুম হুজুরের, জানাও রাজায়।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

ভাবের অনুভবে বোঝ,
তোরে পরিচয় দিব এত কি গরজ।
নীচ বই উত্তমে কোথা, হয় মানীর মান হন্তা,
আমি হই রাজার জামাতা, করিসনে দ্বন্দ্বজ॥

রাজা। ওহে কবিরাজ! তুমি পরিচয় লও।

কবিরাজ। ওহে! আমি কবিরাজ, ওহে! আমি কবিরাজ, আমায় পরিচয় দাও, এতে নাহি লাজ।

চোর। তুমি কবিরাজ, তুমি কবিরাজীই কর।
ধাত ধরে কি জাতি, অনা'সে বল্‌তে পার॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

আমার কথাতে কি কাজ।
নাড়ী ধরে বলতে পার, তুমি কবিরাজ।
দরশন পরসন হ'লে, প্রশ্ন কথা কে কার বলে,
রোজার ঘাড়ে পড়লে বোঝা, হয় না কি আন্দাজ॥

কবিরাজ। মহারাজ! আমায় পরিচয় দিলে না।

রাজা। তবে মুন্সী তুমি পরিচয় নাও, তোমায় পরিচয় দিতে পারে।

মুন্সী। ওহে বাপু চোর! আমি মুন্সী, আমায় পরিচয় দাও। ছাড়হ খুলসী।

চোর। শুন মুন্সিজী, আমি ঠেক্‌লাম বড় হিসাবের দায়,
জামাতা হইলে চোর কি পাঠ লেখা যায়॥

সভাসদ। মহারাজ!
চোর সামান্য ব্যক্তি নয়।
আপনি জানহ তত্ত্ব লহ পরিচয়।

রাজা। কহ তোমার কি নাম, কহ তোমার কি নাম?
কি বা জাতি কার পুত্র, বাড়ী কোন গ্রাম?
কহ সত্য পরিচয়, কহ সত্য পরিচয়॥
মিথ্যা যদি কবে, তবে যাবে যমালয়॥

চোর। শুন রাজা মহাশয়, শুন রাজা মহাশয়।
চোরের কথায়. কোথায় কে করে প্রত্যয়॥
আমি রাজার ার, আমি রাজার কুমার;
কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার।
বিদ্যাপতি মোর নাম বিদ্যা পুরে বাস,
বিদ্যাধন প্রাণ আমার কহিলাম নির্যাস।
মোর বিদ্যা মোরে দেহ মোর বিদ্যা মোরে দেহ,
জাতি লয়ে থাক তুমি, আমি যাই গেহ।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

সে আছে কেমনে প্রাণে। সে আছে কেমনে
আমার যন্ত্রণা শুনে॥
মন আগুনে দগ্ধ সদা, হতেছি মনে মনে॥
কি রূপেতে হয় শান্তি, সদা এই মন ভ্রান্তি,
সে তনু স্বর্ণ কান্তি, পাছে ত্যজে শান্তি সাধনে॥

শ্লোক।

অদ্যাপিতাং কনক চম্পক দাম গৌরীং
ফুল্লার বিন্দ বদনাং তনু লোম রাজিং।
সুপ্তোত্থিতাং মদন বিহ্বল লালসাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি॥

অর্থ

এক্ষণে সে কনক চম্পক সুবরণী।
মৃদু লোমাবলী ফুল্ল কমল বদনী॥
জাগিয়া উঠিল কাম বিহ্বল লালসা।
প্রমাদ গণিছে মোর শুনি এই দশা।
কন্যার বর্ণনে রাজা লাজে বলে মার।
চোর বলে মহারাজ শুন আর বার।

শ্লোক।

অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ত্ততে মে।
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুত বতি ক্ষিতি পাল পুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গল বচঃ পরিহৃত্য কো পাৎ
কর্ণে কৃতং কনক পত্র মনাল পঙ্ত্যা।

অর্থ

একদিন ছিল বিদ্যা মনের অভিমানে।
কথা না কহিল ধনি রহিল মৌনে॥
অনেক যতনে নারি কথা কহাইতে।
নাকে কাটি দিয়া, হাঁছলেম জীব বাক্য বলাইতে॥
আমি জীলে রহে তার আয়তি নিশ্চল।
জানায়ে পরিল কাণে কনক কুণ্ডল॥

রাগিণী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ভুলিব কি ক'রে তারে, ভুলিব কি ক'রে।
প্রজ্বলিত সর্ব্বক্ষণ, দহিছে মম অন্তরে॥
হ'য়ে অতি অভিমানী, কথা না কহিল ধনি।
জীব বাক্য সত্য মানি, স্বর্ণ কুণ্ডল কর্ণে পরে॥

রাজা। আমার সাক্ষাতে বেটা, আমার কুচ্ছ কয়,
মশানে কাটগে মাথা, আর রাখা নয়॥
চোর। কাট মাথা মহারাজ তাতে ক্ষতি নাই।
কালীর বর পুত্র, আমি কি মরণে ডরাই?

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তা।

কাট মাথা মহারাজ তাতেও ক্ষতি নাই।
বিধবাহ ইবে কন্যা বধিলে জামাই॥

সে যে কুলবতী সতী, হইয়াছে গর্ভবতী,
কি হবে তাহার গতি, ভাবছি আমি তাই ॥

রাগিণী কালেংড়া—তাল একতালা।

শুন শুন মহারাজ, বলি হে তোমারে।
বিদ্যারূপ হুতাশন, জ্বলিছে প্রাণের ভিতরে ॥
একদিন গুণবতী সাজালে আমায় যুবতী,
জাগিতেছে নিরবধি, সেই কথা মম অন্তরে ॥
সে যে আমার সোহাগিনী, আমি তার গুণমণি,
মণি হারা হ'য়ে ফণী, র'বে বল কেমন করে ॥

রাজা। রাজা বলে সভাসদ কি করি উপায়।
নাহি দিলে পরিচয় এত বড় দায় ॥
আচারে বিচারে বুঝি ছোট লোক নয়।
সহসা কাটিলে শেষে হইবে প্রলয় ॥
এইরূপ অনিরুদ্ধ উষা হরেছিল ॥
তাহারে বাঁধিয়ে বাণ সবংশে মরিল ॥
লক্ষ্মণা হরিয়েছিল, কৃষ্ণের নন্দন।
তারে ধরে বিপদে, পড়িল দুর্য্যোধন ॥
অতএব এই ক্ষণে বধ যুক্তি নয়।
মশানে নিয়ে যাও যদি ভয়ে দেয় পরিচয়।

শারি শুকের দ্বন্দ্ব।

শুক মুখে মুখ দিয়া, শারি কান্দে বিনাইয়া,
সুন্দরের দুর্গতি দেখিয়া।
শারীর ক্রন্দন ছাঁদে, শুক বিনাইয়া কাঁদে,
সভাজন মোহিত শুনিয়া।
শুক পাথ শাট দিয়া, শারীকারে খেদাইয়া,
নারী নিন্দা ছলে, নিন্দে ভূপে।
ওলো! শারি দূর দূর, নারীর হৃদয় ক্রূর
পুরুষে মজায় কাম কূপে॥
গুণ সিন্ধু রাজ সুত, সুন্দর সুগুণ যুত।
বিদ্যা লাগি মরে গুণমণি।
দস্যু কন্যা মহৌষধে, পতি ক'রে সাধু বধে,
বিদ্যা বীর সিংহের তেমনি॥
তুমি ত বিদ্যার শারী, শিখিয়াছ গুণ তা'রি।
তুমি মোর বধিবে জীবন।
যেমন দেবতা যিনি, তেমনি স্বরূপা তিনি,
সেই মত ভূষণ বাহন॥

রাজা শুক শারীর কথা শুনিয়া তথায় আগমন করিলেন।

রাজা। ওহে শুক! চোরের পরিচয় জান? আমাকে সত্বর বল।

শুক। শুন রাজা মহাশয় আপনার পরিচয়,
রাজপুত্র কেবা কোথা দেই।

ভাট দেয় পরিচয়, ঘটকেরা কুল কয়
বড় মানুষের রীতি এই ॥
নিজ পরিচয় প্রভু, সুন্দর না দিবে কভু,
পাখী আমি মোর কথা কিবা।
তুমি ত তাহার পাট, পাঠাইয়ে ছিলে ভাট
ভাটে ডাক সকলি জানিবা ॥

রাজা। কাঞ্চীপুর কেবা গিয়াছিল।
সহে না বিলম্ব আর শীঘ্র করে বল ?
সভাসদ। মহারাজ! গঙ্গাভাট গিয়াছিল কাঞ্চীপুর।
রাজা। জমাদার গঙ্গাভাট কো বোলাও।
জমাদার। গঙ্গাভাট মহাশয়! রাজা বোলায়ত হ্যায়, জল্‌দি পৌঁছ ছাও।

রাজার নিকট গঙ্গাভাটের আগমন!

রাজা। কহ গঙ্গা!
গুণ সিন্ধু মহীপতি নন্দন সুন্দর কেঁও নাহি আয়া ?
যো সব ভেদ বুঝায়া, কাহা কি সো নেহি, তায়া সোমজায়া বুঝায়া, কামলিয়ে তুজে ভেজ দিয়া সুধী ভুল গিয়া আর মোহে ভুলায়া।

গঙ্গা। ভূতময় তেহারি ভট্ট, কাঞ্চিপুর যায় কে।
ভূপকে সমাজ মাঝ, রাজ পুত্র পায় কে॥
হাত জোড়ি পত্র দেহি, শির ভূমি লায় কে,
রাজ পুত্রীকা কথা, বিশেষ মে শুনায় কে,
রাজ পুত্রি পত্র বাচি, পুছি ভেদ ভায় কে,
একমে হাজার বাৎ, মেঁই কাহা বানায় কে,
বুঝকে সুপত্র রাজ পুত, চিত্র নায় কে,
আয়ানে ভায়া, মহা বিয়োগী, চিত্ত ধায় কে,
ইহাই মে, কাঁহা গিয়া, কাঁহা গিয়া ভুলায়কে,
বাপ মা মহা বিয়োগী, দেখ্নে না পায়কে
সোচি সোচি পাঁচ মাহা নেই তাহা গুমায়কে,
আগহি কাঁহাহু বাত বৰ্দ্ধমান আয়কে,
ইয়াদ নাহি হ্যায় মহী, মেঁই গিয়া জানায় কে,
পুছহো দেওয়ানজী কো বক্সী কো মাঁগায় কে।

রাজা। রে গঙ্গা তোম মশান মে যাও, দেখ কে আও।
সেই গুণ সিন্ধু রাজাকা পুত্র হ্যায় কি নেই ?

গঙ্গা ভাটের মশানে গমন এবং তথা হইতে আসিয়া রাজাকে সংবাদ প্রদান।

গঙ্গা। সো হি এহি রাজকুমার, কাঞ্চীরায় রায়কে
ভাগ হে তেঁহারি ভূপ, আপ এহি আয়কে,

বাস মে রাহা তেঁহারি, পুত্রীকো বেহায় কে,
চোর কো মশান মে, কাঁহা দিয়া পাঠায় কে,

মহারাজ। ওহে সভাসদ! গঙ্গাকে কিছু পুরস্কার দাও। সভাসদ গণ এক্ষণে উপায় কি?

সভাসদ। মহারাজ! মশানে গিয়া সুন্দরকে সান্ত্বনা করুন।

রাজা সভাসদগণ লইয়া মশানে গমন।

মশানে সুন্দরের কালী স্তুতি ॥

ক এ কৃপা কর মা কালী করাল বদনি!
এ খর্ব্ব কর গর্ব্ব, খর্পর ধারিণী।
গ এ গতি গিরি সুতা গোলক রক্ষিণী,।
ঘ এ ঘুচাও ঘোর দায় ঘুণিত লোচনী।
ঙ এ তে উমারূপা উমেশ মোহিনী,
চ এ চিন্তা হর চণ্ডী চৈতন্য দায়িনী।
ছ এ ছিন্ন মস্তা ছল ছাড় গো জননি!
জ এ জগদ্ধাত্রী কর্ত্রী জগৎ প্রসবিনী।
ঝ এ ঝঞ্ঝা ভয় হরা ঝংঝাট বারিণী,
ঞ তে ঈশানী ইন্দ্র চন্দ্র প্রসবিনী।
ট এ তে টঙ্কার মাতা টঙ্কার রূপিনী।
ঠ এ তে ঠকের ঠাট ভাঙ্গ ঠাকুরাণী।
ড এ তে ডাকিনী ডঙ্কা ডমরু বাদিনী।

ঢ এ তে ঢুলু ঢুলু আঁখি ঢক্কা উল্লাসিনী।
ণ এ তে আনিছ জীবে সংসারে আপনি।
ত এ তারা ত্বরা করি তার মা তারিণী,
থ এ থর থর অঙ্গ, স্থির নহে প্রাণী।
দ এ দয়াময়ী দীনে দে পদ দুখানি।
ধ এ ধূমাবতী রূপা ধূম্রাক্ষ মর্দ্দিনী।
ন এ তে নীচের ঠাঁই নিস্তার তারিণী।
প এ পশু পতি প্রিয়া পতিত পাবনী।
ফ এ ফাঁকি দিও না মা ফট্কার রূপিনী,
ব এ বধ বৈরি বল বিদ্যুৎ বরণী।
ভ এ ভয়ঙ্করী ভীতি ঘুচাও ভবানি।
ম এ মান রাখ মাতা মহেশ মর্দ্দিনী।
য এ যোগেশ্বরী যম যাতনা নাশিনী,
র এ রামা রণ রঙ্গে সদা সুরঙ্গিণী।
ল এ তে লোল রসনা লোহিত বরণী।
ব এ বাঞ্ছা পুরাও বামা বিরিঞ্চি বন্দিনী
শ এ শিব সিমন্তিনী শ্মশান বাসিনী।
ষ এ ষড় রস রূপা ষট্ চক্র গামিনী,
স এ সতী সদাশিব সম্মান বর্দ্ধিনী।
হ এ হর দুঃখ ভার হর মন মোহিনী।
ক্ষ এ ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা ক্ষণার্দ্ধ রূপিণী।
ক্ষিতি ভয় দূর কর ক্ষিতি উদ্ধারিণী॥

কালী স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া জয়াকে বলিতেছেন।

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তা।

কেন জয়া হ'ল মম মন উচাটন।
আসন টলিছে কেন কিসের কারণ।
বাম চক্ষু নৃত্য করে অস্থির প্রাণ সুস্থির না ধরে,
কি জন্য কাহারি তরে, হল গো এমন॥

জয়া। ওমা! বিস্মৃত হইলে বিশ্ব নাথের ঘরণী।
বিশ্ব রূপা বিশ্ব মাতা বিশ্বের জননী॥
বর্দ্ধমানে বীর সিংহ, বধে বিদ্যা বিনোদিয়া,
বিদেশে বিঘোরে, বৈরী ভাব ভাবিয়া॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠুংরী।

তোমার বর পুত্র সুন্দর, গিয়ে বর্দ্ধমানে
বিদ্যের লাগিয়ে প্রাণ, তার যায় মা শ্মশানে
আপনি যে আজ্ঞা দিলে, সে কথা বিস্মৃত হলে,
ডাকছে কালী কালী বলে, চল মা এক্ষণে।

দেবী। সাজ সাজ তাল বেতাল ভৈরবাদি ভূত
বিনাশিব মহীপাল, সভাসদ যত।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল চৌতাল।

কোথায় গো ডাকিনী শাকিনী ভৈরবী ভবানী।
ব্রহ্ম দৈত্য বীরভদ্র, সাজ চৌষট্টি যোগিণী॥

চল চল বৰ্দ্ধমানে সুন্দর আছে মশানে।
অস্থির হতেছি প্রাণে, কত ভাবে না জানি।
আমার বর পুত্র তারে, এত দুঃখ দেয় অন্তরে,
সংহারিব একেবারে বংশে নাহি র'বে প্রাণী॥

জয়া। মা! এমন বেশে যাওয়া হবে না।
হয়ে কালী মুণ্ডমালী যাও বৰ্দ্ধমানে
শূন্যে রও কথা কও সুন্দরের সনে।
ঘুচাও সুন্দরের বন্ধন, আজ্ঞে দিয়ে যোগিণীগণে,
রাখিবে কোটাল গণে কঠিন বন্ধনে।
সুন্দর দেখিতে পাবে তোমার চরণ।
অন্যে কেহ নাহি পাবে তব দরশন।

দেবীর বৰ্দ্ধমানে গমন।

বৰ্দ্ধমানে রহিলেন আকাশ যানে,
শূন্য করি আশ্রয়।
ডাকিনী যোগিণীগণে বন্দিলেন কোটালগণে
সুন্দরে করিল নির্ভয়।
দেবী। মাভৈঃ মাভৈঃ বেটা তোরে বধিবে কেটা
এবে আজ করিব প্রলয়।
তোরে রাজা বধে যদি রুধিরে বহা'ব নদী
বীর সিংহে সবংশে বধিয়া।

তোরে পুনঃ বাঁচাইয়া বিদ্যা দিব রাজ্য দিয়া
ভয় কিরে বিদ্যা বিনোদিয়া ?

ভয় নাই বাছা সুন্দর নিশ্চিন্ত হও

রাজা মশানে আসছে আমি আকাশ যানে রহিলাম, রাজা কি করে দেখিয়া, আমি অন্তর্ধান হইব। তুমি যখন স্মরণ করবে আমি দর্শন দিব।

সুন্দর। মা! একবার দাঁড়াও ভাল করে দেখি।

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

জয় দে গো মা কালী।
শিবে সর্ব্ব স্বরূপিণী আদ্যা সনাতনী
অচিন্ত্য ব্যক্ত করালী।
দল বল সহ যোগিনী সঙ্গে, মাভৈঃ মাভৈঃ ভ্রুকুটি ভঙ্গে,
বারেক কৃপা কর অপাঙ্গে করি কৃতাঞ্জলি।

রাজার মশানে গমন

রাজা। ওহে সভাসদ! দেখ দেখ মশান যেন শ্মশান পুরী। সুন্দরের বন্ধন মুক্ত কে করলে? আর কোটালগণকে কঠিন বন্ধনে কে এমন কল্লে?

অনৈক কোটাল। জোড় করে স্তব করে মুদিয়ে নয়ন।
দৈব বলে সুন্দরের ঘুচিল বন্ধন।
কোটাল গণে জনে জনে কে রাখিল বাঁধিয়া,
হৃদয় কাঁপিছে আমার ভেরুরব শুনিয়া।

রাজা। ওহে বাপু সুন্দর! আমি না জেনে শুনে তোমায় কষ্ট দিয়াছি। এ বিষয় আমায় ক্ষমা কর তুমি যে গুণ সিন্ধু রাজ সুত তা আমি জানি না। তোমার বন্ধন ঘুচিয়ে কে দিল? আর কাহাকেই বা দেখে এত স্তব করিতেছ? আমায় বল।

সুন্দর। আমি আমার কালী মায়ের কৃপাতে এ বন্ধন হতে মুক্ত হইয়াছি, মা'ই আমার সহায়

রাগিণী ইমন—তাল কাওয়ালী।

দেখ ভূপ রূপ, নিরুপমা শ্যামা।
দর দর অধরে রুধিরাঙ্গিত বামা॥
সঙ্গে সঙ্গে কত যোগিণী নাচিছে,
গির্ গির্ গির্ গির্ বাজিছে দামামা।
করি হাস্য পরিহাস, রথ রথী করে গ্রাস,
জীব বাস আশুতোষ হৃদে প্রকাশ;
কটাক্ষে রিপু চয়, করিছে সংশয়,
প্রাণ ভয়ে স্মরণ লয়, প্রাণ তার নাহি লয়
মাভৈঃ রবেতে দেন আশ্রয়,
অভিপ্রায়ে জ্ঞান হয় মনো হর রমা॥

মহারাজ! ঐ দেখুন মা আমার শূন্য মার্গে অবস্থিতি করিতেছেন।

মহারাজ। কই আমিত দেখতে পাচ্ছি না।

সুন্দর। মহারাজ! ও চক্ষে মাকে দেখিতে পাইবেন না। আসুন আপনাকে দেখাই।

সুন্দর রাজার অঙ্গ স্পর্শ পূর্ব্বক দেখাইলেন।

রাজা। আহা! এমন রূপত কখন দেখি নাই এ যে ভুবন মোহিণী রূপ। মা! এ দাসের অপরাধ মার্জ্জনা কর। রাণি! এস আজ দুজনে মিলিয়া জনম নয়ন সার্থক করি।

উভয়ের দর্শন।

রাণী। সখিগণ আমার জীবন ধন বিদ্যেকে লইয়া আয় আজ তা হতেই আমাদের জীবন ধন্য হইল।

বিদ্যার আগমন।

মা! তুমি আমার যথার্থ কন্যা, আজ তোমা হ'তে যোগী জন বাঞ্ছিত সর্ব্ব ভয় হারিণী মা'কে দেখিতে পাইলাম সখিগণ আজ আনন্দে তোমরা সুন্দরকে সাজাও আজ বিদ্যাকে সুন্দরের হাতে হাতে সমর্পণ করে দিব।

বিদ্যা সুন্দরের মিলন।

রাগিণী সিন্ধু—তাল কাওয়ালী।

ভব শিব অধমে কৃপয়া সদয়া (ওগো কালী)
নিরুপায়ের উপায় যুক্তি ত্বং মহামায়া ॥
যোগ যাগ ধ্যান তন্ত্র মন্ত্র,
ত্বং বুদ্ধি সভয়ে অভয়া ॥
ত্বং মাহাত্ম্য শৃনু মামী,
ষট পঞ্চ ভূতদ্গামী,
জীব মাত্রে সঙ্গে তুমি সর্ব্বস্বরূপা ; ।
দেহি মে জয়ন্তী জয়, করিয়ে নির্ভয়,
অনিত্য আশায় লুব্ধ, হতেছি মা বিদগ্ধ,
স্নিগ্ধ কর রাখ রাঙ্গা পায়,
জয় দে যশোদা তনয়া ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল তেওট।

রাঙ্গা জবা কি শোভা পায়। (পায়)
ভ্রূকুটী ভঙ্গে, সঙ্গিণী সঙ্গে, রণ রঙ্গে তরঙ্গে,
শ্যামা কত নেচে যায় ॥
রূপের কি দিব উপমা জলদ প্রতিমা
অথচ মেঘেতে না পায় পায় ॥
একে স্থল নল দল, ওপদ কমল,
চঞ্চলা চপলা লাজে লুকায় ॥

তাহে রতন নুপুর, বাজে সুমধুর,
ধরণী থর থর পায় পায় ॥
যিনি রাম কদলী তরু, (গো) জঘন সুচারু
অধরে রুধির বহিছে তায় ;
হেরে নীল কান্তি বপু, ভয়ে পলায় রিপু ;
ভূতলে বপু অনুপায় পায়।
একি তরুণ অরুণ, কি তিমিরানন,
ও বরণ নিরূপণ না পাওয়া যায়,
সঙ্গে যোগিণী রঙ্গে ফেরে হৈ হৈ রব করে,
অধরে ধরে সুধা পায় পায় ॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল তিওট।

কত নাচ গো রণে মা।
উন্মত্তা বেশ বিগলিত কেশ
বিবসনী হৃদয়েশ হৃদে বার বার।
একি তরুণ অরুণ ;শশী গো :—
একি তরুণ অরুণ শশী ঘন তমচয়,
প্রকাশে চারু চরণে বার বার।
শক্র হত দিতি গো মা :—
শক্র হত দিতি তনয় মস্তক হা হার লম্বিত আজু ঘনে,
একি রঞ্জিত কটি তটে নিকর নরকর,
কুরূপ শিশু শ্রবণে বার বার।

অধর সুললিত বিম্ব লজ্জিত
কুন্দ বিকশিত সুদশনে,
শ্রীমুখ মণ্ডল, চন্দ্র নিরমল
সহাস্ত হাস সঘনে বার বার।
(এ মা) সজল জলধর কান্তি সুন্দর রুধিরে কিবা শোভা ও বরণে,
রাম প্রসাদ ভণে মম মানসে নৃত্যতি
রূপ কি ধরে নয়নে বার বার।

সমাপ্ত

ভিস্তির পালা।

জমাদার। কোই দাওয়ান খানামে হাজির হ্যায় ?

প্রতিবাসী। তোম্ কেস্‌কো মাগ্‌তে হো ?

জমাদার। পানী বেগর ঘোড়া মর যাতা হ্যায়।
ফুল বাগিচ শুখাই জল্ যাতা হ্যায়,
বৈঠক খানামে পানী নেই।
চিড়িয়া খানামে পানী নেই।
ভিস্তিকো বোলায় দেও।
পানী ছোড়নে হোগা।

প্রতিবাসী। আপ্‌কো কাম আপ্ বোলায় লিজিয়ে।

জমাদার। আচ্ছা! হাম বোলায় লেতা হ্যায়।
এরে ভিস্তি হাজির হো যাও।

ভিস্তিদার। সেলাম, জি বাই সাহেব।

জমাদার। এ ভিস্তি তোম্ কাঁহা থা
পানী বেগর ঘোড়া মর যাতা হ্যায়।
ফুল বাগিচ শুখায় জল যাতা হ্যায়,
চিড়িয়া খানামে পানী নেই।
বৈঠক খানামে পানী নেই।

ভিস্তিদার। হাম্ পানী দিয়া, চুকাজি,
বাই সাহেব।
ফুল বাগিচ মে পানী দিয়া,
ঘোড়াকা আস্তামে পানী দিয়া,
বৈঠক খানামে পানী দিয়া,
পানীসে পানীসে সুবাই দিয়া কর্ত্তা।

জমাদার। তোম্ কাঁহাসে পানী লিয়া ?

ভিস্তিদার। কর্ত্তা লাল-দীঘিসে পানী লিয়া ;

জমাদার। ছিটাওত দেখা যাক্।

রাগিণী খাম্বাজ তাল—খেমটা।

বড় মজাদার দরিয়ার মিঠা পানী লিয়া।
দরিয়ার মিঠা পানী লে দরিয়ার মিঠা পানী লিয়া ॥
রসিয়া হয় তো রস মিলায় এ,
যোগ মিলাওয়ে যোগী,
যেসা পিয়া এসা রাহা,
বুড্‌ঢেকে জোয়ানী মিলা ॥
নেহি উজান ভাটী, আসল খাটী
মিঠা গাঙ্গের পানী,
যো খাওয়ে সে পস্তাওয়ে
যো না খাকে পস্তানি হুয়া ॥

জমাদার। রে বান্‌চোৎ পানী সে বদ বায় গেরতা হ্যায়। মুছরীকা পানী উঠায়কে লেয়াতা,, কয়তা হ্যায়, লাল-দীঘি সে পানী লিয়া হ্যায়।

ভিস্তিদার। জি বাই সাব, এত আচ্ছা পানী হ্যায় মোসক কা মুখ খোলদে জেরা পিকে, দেখ জি বাই সাব।

জমাদার। বান্‌চোৎ মোসক্‌কা পানী,
কবি হিন্দু লোক পিতা হ্যায়?

ভিস্তিদার। মুসলমান লোক পিতা হ্যায়!
সাহেব লোক বি পিতা হ্যায়।

জমাদার। ঐহি বাৎ বল বানচোৎ।
সাহেব লোক পিতা।
মুসলমান লোক পিতা
এরে ভিস্তি, ভাই সাহেব কেস্কো বল্‌তা হ্যায়?

ভিস্তি। তোমকো কয়তা জি বাই সাব্‌।

জমাদার। মৎ বাই সাহেব বলো
ফিন্ ভাই সাহেব বলেগা
মারেংগা জুতা শির গান্ধা
কর দেংগে পাকড়কে।

ভিস্তি। তোম্ জুতি মারেগে বাই সাব্‌
তেরা পামে নেই জুতি, মুখমে
গেরতা হ্যায় জুতি বাই সাব।
মেরা বাইকো দোকান্ মে

এসা জুতি হ্যায়, জুতিসে জুতিসে
চুবায় রাখ্‌নে শেখতা।

জমা। কেঁও বান্‌চোৎ তোম্ চামার হ্যায় ?

ভিস্তি। নেই বাইসাব্, মেরা বাইকো
জুতিকা দোকান হ্যায়।
জুতিকা কারবার কর্‌তা হ্যায়।

জমা। মারেংগা শালা জুতা।
(এই বলিয়া তুই ঘা মারিল)
সওয়া জুতি গিণকে মারে গা।

ভিস্তি। তোম্ জুতি মারেগা বাই সাব্,
এ গোলাম, নেমাকু, কাফরিভূত বেটা, বনের হমন্দি ;
(মসক লইয়া মারিতে উদ্যত।)

জমা। ভিস্তি ? তোমার কটো ভাই হ্যায়।

ভিস্তি। হামারা চারকো বাই হ্যায়।

জমা। আচ্ছা চারকো বিচমে,
তোম্ ছোটা হ্যায় কি বড়া হ্যায় ?

ভিস্তি। চারকো বিচ্‌মে হ্যাম ছোটা হ্যায়।

জমা। রে ভিস্তি, তেরা বড়া ভাই
কোন্ কাম্ কর্‌তা হ্যায় ?

ভিস্তি। বড় ভাই হামারা বড় কাম কর্‌তা হ্যায়।
লাটকো পর যাস্তি কাম কর্‌তা হ্যায়।

জমা। লাট তো তুনিয়াকা মালিক হ্যায়।
ওস্কোপর যাস্তি কাম হ্যায় বান্‌চোৎ।

ভিস্তি। হ্যায় জি বাই সাব।

জমা। কেয়া বাতায় দেও।

ভিস্তি। লাট সাহেবকা আট গোড়ায়
গাড়ী চল্‌তা, ওস্কা আগাড়ী
মেরা বড় ভাই মশাল লেকে
পোঁইস পোঁইস করে ছোট্‌তা।
ছাতিমে হাওয়া লাগ্‌তা হ্যায়।

জমা। কেঁও বানচোৎ মশাল লেকে
পেঁহিস পেঁহিস করকে দৌড়াতা হ্যায়;
এসি লেকে বড়া কাম হ্যায়?
আচ্ছা ভিস্তি তেরা মেজলা ভাই
কোন কাম করতা হ্যায়?

ভিস্তি। সদাগরি কাম করতা, সাড়ে তিন লাখ রুপেয়া দোকান মে
হ্যায়।

জমা। সাড়ে তিন লাখ রুপেয়া
তোম কভি দেখা হ্যায়?

ভিস্তি। হাম্ দেখা নেই; তোম দেখা
হ্যায় জি বাই সাব?
হাম হরঘড়ি দেখতা হ্যায়।

জমা। আচ্ছা, লাখ রুপেয়া
কেস্‌কো কয়তা হ্যায় বাতাওয়ে?

ভিস্তি। ওঠো তোমার ক্যা হ্যায় জি বাই সাব?

জমা। এঠো হামারি মুখ হ্যায়।

ভিস্তি। ওস্কো উপর ক্যা হ্যায় জি বাই সাব্ ?

জমা। ওস্কোপর ঠোঁট হ্যায়।

ভিস্তি। ওস্কোপর ক্যা হ্যায় জি বাই সাব।

জমা। ওস্কোপর নাক্ হ্যায়।

ভিস্তি। নাক্কোপর এক রুপেয়া ধর দেও।
তব নাক্ রুপেয়া হো যাগা।

জমা। ভিস্তি! এসা মাপিক সাড়ে তিন লাখ
রুপেয়া দোকান্ মে হ্যায়,
কা কা চিজ্ বাতাও।

ভিস্তি। সাজি মাটি, আবাং, আদ্রক, কট্‌কটিয়া
পেঁয়াজ, গুগুন, রসারসি, বেট্টা, হুক্কা
ডাল গোটনা, গুল্‌গুলিয়া॥

জমা। রে বান্‌চোৎ, বাঙ্গল্‌কা খানেকা চিজ হ্যায়।
তেরা সেজলা ভাই, কোন কাম কর্‌তা হ্যায়।

ভিস্তি। ফজিরসেভি উঠ্‌তা, উঠোলবি কর্‌তা
গোছল বি করতা, ধুপ মে ছাত পর ওঠকো,
হোক্‌তা তামাকের ডাঁটা শুকাইতা।
মুখমে কাপড়া বাঁধকে, যে ডেহি
কোট্‌তা মিঠা কড়া।
ওকুলু তামাক তৈয়ারী হোতা।

রাগিণী মূলতান তাল খেমট।

যমুনা নোনা পানী, কেহ নাহি খায়
না হক্ মোসক সে চুয়ায়।
ও ছুটা ছুটী হুটা হুটি হোচট্ লাগে পায়।
দরিয়ামে খোদার লুড় কাউয়াতে ঠোকরায়॥

জমা। রে বানচোৎ। তেরা মুলুক কাঁহা?
ভিস্তি। মেরা মুলুক চাটগাঁও।
জমা। চাট গাঁও কো কুচ গাহনা বাজানা মালুম হ্যায়।
ভিস্তি। হ্যায় জি বাই সাব্।
জমা। আচ্ছা লাগাও।

রাগিণী মূলতান তাল খেমটা।

লেইয়া কি বাণ মারিলি প্রাণ চাইয়া রে।
আমার বাড়ী যাইও বঁধু বস্তে দিমু পিঁড়া,
জলপান করিতে দিমু হরু ধানের চিরা।
মক্কাতে যেতে রইল ফকীর দাঁত কয়াটী মেরে
ছেলেটার হয়েছে ভেঁড়ি,
এ বিকারে বাঁচে কি না বাঁচে,
তুমিত হুমদার লাইয়া, ফাঁই দিয়ে যাও
বাইয়ারে, তোমার লাহি কিবল
আমি মার খাইয়া মোলাম।

জমা। রে বানচোৎ তোম সে কাম যানেগা নেই
এ যে গুড়া ওড়া পড়া রাহা কোন সাফা করেগা।

ভিস্তি। হাম সে হোগা নেই।
ঝাড়ু দেনে হোগা।

জমা। রে বানচোৎ জোর সে পানী ছিটাও তব্ যাগা।

ভিস্তি। হাম্ সে হোগা নেই।
কালুয়া মেথর কো বোলাও।

জমা। আচ্ছা, হাম বোলায় লেতা হ্যায়,
তোম ভাগ যাও।
(বলিয়া এক ঘা প্রহার)

জমা। কেলুয়া হো।

কেলুয়া। বাবু হো।

জমা। তোম কাঁহা থা।

কেলুয়া। বাবু হাম গড় ভবানীপুর গিয়া থা।
মেরা নানীকা উল্লাটী হুয়া
যা পথ মে গিয়া রাহা।

জমা। তোম্ গড় ভবানীপুর গিয়া রাহা
নান্নীকা উল্লাটী যাপথ খানে কো আস্তে,
হিয়াকা যাপথ কোন্ করে গা।

কেলুয়া। এঁ বাবু এ কাম তো হাম ছড়িয়া দিলে,
হাম এখন নগ্‌দি কাম করে।

জমা। এঁ বানচোৎ হুজুরকা তন্বা খাতা হ্যায়,

কেলুয়া। আরে বাবু যা বড়ি তঙ্কা দেনা ওলা হো
পাঁচ মাহিনা তঙ্কা নাহি মিলে,
মেরা বাল বাচ্ছা ভুকে মরে।
জমা। কেসা নগ্‌দী কাম বাতায় দে,
কেলুয়া। আচ্ছা, বাতায়ে দিচ্চি বাবু।

রাগিণী বিভাস—তাল খেমটা।

নগ্‌দী রোজকার সব সে গুলজার।
নকরি ঝক্‌মারি বাবু পর এন্‌তা জার॥
ভোর যব্ হতি, হামে বোলাতি,
কাঁহা রইতি কালুয়া ঝাড়ু বরদার।

জমা। এঁ বানচোৎ হুজুরকা তঙ্কা খাতা হ্যায়,
আর নগ্‌দা কাম কর্‌তা হ্যায়।
চোরতা হ্যায় বানচোৎ জুতা মারেংগা।
শির গঙ্কা কর দেংগে পাকড়কে।
কেলুয়া। আঁ বাবু বড়ি জুতা খানেওলা হো।
হাম্ কাম কর্‌বে না।
পাঁচ মাহিনা তঙ্কা মিলবে না,
মেরা বাল বাচ্ছা ভুকে মরতি।
জমা। আচ্ছা কেসমাপিক বাতায় দে?
কেলুয়া। হাঁ বাবু বাতাই।

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল খেমটা।

আপনা আপনি, জ্ঞানা সোমজানা।
বিগড় দস্তিসে না যায় পয় ছানা॥
কাম হামারি, পর এন্‌তাজারি।
নকরি ঝকমারি করুনা।
বাবু হামারি কি ব্যারাম হলো,
তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করলে না॥

জমা। ক্যা তেরা ব্যারাম হুয়া?
কেলুয়া। এ বাবু? সকাল বেলা উঠে
রগ্‌টী উন্‌ টুন্‌ উন টুন্‌ করে,
পেটমে দরজ ভেঁইলো,
কুছু খাতে পারে না।
জমা। এ বানচোৎ এক কাম কর্‌।
হুজুর সে একঠো চিঠি লেকে
হাঁসপাতালে চলে যা।
কেলুয়া। হাঁসপাতাল তেরা নানী যা,
তেরা দাদী যা, হাম্‌ যাবো কেন?
কুছু খাতে পারে না। থোড়া থোড়া খাই
বাবু সকাল বেলায় উঠে ২।৪ চেঙ্গারী
লুচি হোয়, সন্দেশ হোয়, রসগুল্লা,
জিলিপিলিলি হোয়, ঘড়া ভোর পানী হোয়.
ঢক্‌ ঢক্‌ জল খাই গব্‌ গব্‌ উড়াই দি।

জমা। রে বানচোৎ তোমসে কাম বোনেগা নেই
হাম দোসরা মেথর বলায় দেগা।

কেলুয়া। বাবু হাম সে কাম বোন্‌বে না।
তা হামারা ভাই আছে বলিয়ে দেবে।

জমা। কেঁউ বানচোৎ ওবি কাম কর্‌নে
শেখে গা?

কেলুয়া। আঁ বাবু হামসে বড পাখা মেথর হ্যায়।

জমা। আচ্ছা, উসিকে বোলায় দে।

কেলুয়া। ভেইয়া হো।

ভুলুয়া। উঃ হো।

কেলুয়ার গীত ও ভুলুয়ার নাচ।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল খেমটা।

দারুয়া পিকে মজামে ভুলুয়া চলে।
পোঁ পোঁ সারিন্দী আবি বোলে।
সাজেত সুন্দর ভাবে গর গর,
বাজেত ঘুংগুর তালে তালে।

কেলুয়া। এই তো মেরা ভেইয়া আয়া।

জমা। এস্‌কো নাম কেয়া হ্যায় রে?

কেলুয়া। বাবু আপ্‌ পুছো হো।

জমা। হাম্‌ পুছকে লেতা হ্যায়।

এরে তেরা নাম কেয়া হ্যায় ?
(বলিয়া এক ঘা মার)

ভুলু। এঁ বাবা তোম কোন্ হ্যায় রে ?
(মাতাল মত হয়ে)

জমা। হাম্ হুজুরকা জমাদার হ্যায়।

ভুলু। কেঁও বাবা হুজুরকা ধামাদার।

জমা। আরে সে নেহি বানচোৎ।
হাম হুজুরকা জমাদার।

ভুলু। তাই বল বাবা, যে, আমি হুজুরের জমাদার
তোমারা নাম কেয়া হ্যায় জমাদার বাবা ?

জমা। আরে আমার নাম বুল বুল সিং।

ভুলু। ও বাবা বুল বুল ওঃ।
বুল বুল বুল বুল এ দারাও বাবা।

জমা। এ দারমে কেয়া হোগা বানচোৎ।

ভুলু। এদার আও বাবা।

জমা। আচ্ছা এই লেও।

ভুলু। দেখে তোরা পোঁদ।

জমা। রে বানচোৎ, পোঁদ মে কেয়া হোগা ?

ভুলু। আরে পোঁদ যব কালা হোগা,
তব ফিংগে হোগা।
যব লাল হোগা তব বুল বুল হোগা।

জমা। আরে বানচোৎ।
হাম তো চিড়িয়া নেহি হ্যায়।

ভুলু। তবে বাবা কোন্ হ্যায় ?

জমা। ওরে বানচোৎ।

হাম কনোজিয়া ব্রাহ্মণ হ্যায়।

ভুলু। তোম্ কানাচি ভূত ?

জমা। আর সো নেই বান্চোৎ।

হাম রাম সিং পাঁড়ে।

ভুলু। বাবা হেগেদি তোমার ঘাড়ে।

জমা। এরে তেরা নাম বল যাকে

খাতামে লিখা যাকা চাকরী হোগা।

ভুলু। আ হামারা নাম আবদুল।

জমা। তোমার হাতমে কেয়া হ্যায় ?

ভুলু। বাবু. ঘোঁগা কয়তা হ্যায়।

জমা। কেয়া হোতা হ্যায়।

ভুলু। এস্কো গান হোতা হ্যায়।

জমা। আচ্ছা, কেস্মাপিক স্বর আওতা হ্যায়,

দেখলায় দাও।

রাগিণী ভোরা—তাল খেমটা।

আই ঢাকি ঢাকি খাই চাকি চাকি,

সরাপ কেয়া সোঁ।

বগ্‌রিমে পিনে পানী যেসা কর কে,

চোঁ চোঁ চোঁ।

ভাত ফোটে যব, টগ বগ টগ বগ,
ব্যঞ্জন ফোটে চোঁ চোঁ চোঁ।
ওরে আই মটকে, ঝিংগের ফুল
চলেত আবদুল,
যারে পাশ তারে গিয়ে ছোঁ॥
আরে বগ্‌রিমে পিনে পানী যেসা কর্‌কে
চোঁ চোঁ চোঁ॥

জমা। এ কালুয়া! তোমসে কাম হোগা নেই।
তোম যেস্‌মাপিক মাতাল হ্যায়,
ওবি তেস্‌মাপিক ভূত হ্যায়।
হাম্ দোস্‌রা মেথর বোলায় দেগা।

কেলুয়া। হাম সে কাম বনেগা নেই,
দোসরা আমি বোলায় দিব।

জমা। কোন হ্যায় তেরা?

কেলুয়া। মেরা জানেনা, জানেনা হ্যায়।

জমা। জানেনা কে হ্যায় রে?

কেলুয়া। মেরা জরু হ্যায়।

জমা। বোলাও ওস্কো।

কেলুয়া। মেথরাণী, হাজির হোযাও মা।

জমা। ক্যা বান্‌চোৎ মা কেয়া হ্যায়।

ভুলুয়া। ও বাবু সাহেব পেয়ার করকে বলা হ্যায়।

মেথরাণী। যাতা হ্যায় গোলাম, জমাদার বাবু।
সেলাম জমাদার।

জমা। দেখো মেথরাণী তোমারা কাম নাহি রহে গা,
আবি ছুট যাগা।

মেথরাণী। এ বাবু! কেলুয়া তো খারাপ হো গিয়া।
এ গোলাম তো খারাপ হো গিয়া।
রূপেয়া লেকে স্থরি খানামে দেতা
মেরা বাল বাচ্ছা ভুকে মরতি।
পরবস্তি হোতে নেই।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠুংরী।

সেঁইয়া মুসে দিন বোলেগা গেরিয়া গেল টুটারে।
গাগেরিয়া গেল টুটারে গাগেরিয়া গেল টুটারে॥
মেরি লাজ সরম গেই টুটারে॥
গড়ি গড়ি বেঁইয়া হররঙ্গে, চিড়িয়া,
তেরি লাজ সরম গেই টুটারে॥

জমা। মেথরাণী তোম কাম করনে শিখেগা?
কেলুয়া তোমারা কোন হ্যায়?

মেথরাণী। কালুয়া মেরা বেটা হ্যায়।

ভুলুয়া। বেটা নেহি, বাবু পুষ্যপুত্র হ্যায়।

জমা। যা বান্‌চোৎ মাতাল।
মাতাল পানা বাহির মে করো।

রাগিণী কালেংড়া—তাল খেমটা।

মেরা কালুয়াকে নিয়ে এল ভাই কেরে।
জমদানী কি সারী পিনায় কে,
দাঁত মে মিশি, কাকিয়া খুসী,
আঁখমে স্থরমা লাগায় কেরে ॥

মেথরাণী। বাবু! হিঁয়া গোয়াল টুলী হ্যায় ?
জমা। কিসি কো আস্তে গোয়াল টুলী মাগ্‌তে হ্যায় ?
মেথরাণী। বাবু! লেড়কা কো তুহুয়া পিলা এ দেগা,
মেরা লেড়কা রোতা হ্যায়।
জমা। আচ্ছা, তেরা কিস্‌মাপিক লেড়কা দেখাও ?
হিঁয়া তুহুয়া বহুত মিলে গা।
লেড়কা দেখাও।

রাগিণী কালেংড়া—তাল খেমটা।

ছাতিয়া ভর ভর আতি
কি তুধার নাড়া লেড়কাকো পিলাতি ॥
ম্যায় যোগীআঁ গঙ্গা স্নান কো জি
বেলা দূর সে নেয় না নারাতি ॥

জমা। যাও আবি যাও ;
তোম ফি রোজ আই-ও।

তোমরা চাকরী বাহাল হোগিয়া ।
খাতামে তোমরা নাম লেখ লিয়া ।

কালেংড়া—খেমটা

ক্যায়সে মারো নয়না তীর ।
গেরি তেরি বালা যৌবন পর ।
ছুরী বি মারা, কাটারি বি মারা,
আখসে মারকো তীর ।

সমাপ্ত।